Contents

দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম

পবিত্রতা অধ্যায়

শরীফুল ইসলাম বিন যয়নুল আবেদীন

দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম-পবিত্রতা অধ্যায়
শরীফুল ইসলাম বিন যয়নুল আবেদীন

প্রকাশক
শরীফুল ইসলাম
গ্রাম: পিয়ারপুর, পোঃ ধুরইল
থানা- মোহনপুর, যেলা: রাজশাহী।
মোবাইল নং ০১৭২১-৪৬১৯৯০

১ম প্রকাশ
ছফর : ১৪৩৪ হিজরী
জানুয়ারী : ২০১৩ খৃষ্টাব্দ
পৌষ : ১৪১৯ বঙ্গাব্দ

প্রচ্ছদ ডিজাইন
সুলতান, কালার গ্রাফিক্স, রাজশাহী।

নির্ধারিত মূল্য
৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) টাকা মাত্র।

DAYNONDIN JIBONE ISLAM- POBITROTA ODDHAI by **Shariful Islam bin Joynul Abedin**, Pablished by Shariful islam, Piarpur, Mohonpur, Rajshahi, Bangladesh. 1st Edition january 2013. Price : $5 (five) only.

সূচীপত্র

পঞ্চম পরিচ্ছেদ
মিসওয়াক সম্পর্কিত মাসআলা

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ
ওযূ সম্পর্কিত মাসআলা

Contents

সপ্তম পরিচ্ছেদ

মোযা, পাগড়ী ও ব্যাণ্ডেজের উপর মাসাহ্ সম্পর্কিত মাসআলা

অষ্টম পরিচ্ছেদ

গোসল সম্পর্কিত মাসআলা

নবম পরিচ্ছেদ

তায়াম্মুম সম্পর্কিত মাসআলা

দশম পরিচ্ছেদ

অপবিত্র বস্তু থেকে পবিত্রতা অর্জন সম্পর্কিত মাসআলা

একাদশতম পরিচ্ছেদ

হায়েয ও নিফাস সম্পর্কিত মাসআলা

ভূমিকা

الْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِيْنُهُ وَ نَسْتَغْفِرُهُ وَ نَسْتَهْدِيْهِ وَ نُؤْمِنُ بِهِ وَ نَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَ نَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَ مِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِيِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَ مَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ أَرْسَلَهُ بِالْهُدَى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهِ وَ لَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ وَجَعَلَهُ رَحْمَةً لِلْعَالَمِيْنَ بَشِيْراً وَنَذِيْراً وَدَاعِياً إِلَى اللهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجاً مُنِيْراً مَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُوْلَهُ فَقَدْ رَشَدَ وَمَنْ يَعْصِهِمَا فَقَدْ غَوَى-

আল্লাহ তা'আলা মানব জাতিকে কেবল তাঁর ইবাদত করার জন্য সৃষ্টি করেছেন এবং ইবাদতের যাবতীয় নিয়ম-পদ্ধতি অহী মারফত জানিয়ে দিয়েছেন, যা পবিত্র কুরআন ও হাদীছ গ্রন্থ সমূহে বিদ্যমান। কিন্তু মানুষের জ্ঞানের ভিন্নতার কারণে কুরআন-হাদীছ বুঝার ক্ষেত্রে তারতম্য হয়েছে। তাদের মধ্যে মতভেদের সৃষ্টি হয়েছে। প্রত্যেকেই নিজের মতকে অন্যের মতের উপর প্রাধান্য দিতে গিয়ে পরস্পরের মধ্যে এমন হিংসা-বিদ্বেষের সৃষ্টি হয়েছে, যাতে নিরপেক্ষভাবে কুরআন ও ছহীহ হাদীছ মানতে চরমভাবে প্রতিবন্ধকতা তৈরী হয়েছে। আর এর ফলে বর্তমানে রচিত হয়েছে বিভিন্ন মতের বহু ফিকহের কিতাব। যেগুলোর মধ্যে অনেক ক্ষেত্রে কুরআন ও ছহীহ হাদীছকে উপেক্ষা করে মানুষের মতকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। এ সকল মানব রচিত ফিকহের কিতাবগুলো অভ্রান্ত অহী-র বিধানকে এমনভাবে গ্রাস করেছে যে, অহী-র বিধানকেই মানুষ বাতিল মনে করতে শুরু করেছে। মানব রচিত এ সকল মাযহাবী ফিকহের বেড়াজালকে ছিন্ন করে একমাত্র অহী-র বিধানকে বিবেকবান মানুষের সম্মুখে তুলে ধরার লক্ষ্যেই **'দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম'** শিরোনামে আমার এ লিখনির

পথযাত্রা। এর মধ্যে ইসলামের অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি ধারাবাহিক ও পৃথকভাবে প্রকাশ হবে- ইনশাআল্লাহ!

ফিকহ মূলতঃ ইবাদত ও মু'আমালাত এই দু'টির সমন্বয়ে গঠিত। এর মধ্যে আসল হল ইবাদত। আর সকল ইবাদতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ইবাদত হল ছালাত, যা পবিত্রতা অর্জন ব্যতীত আদায় হয় না। এ কারণে সকল মুহাদ্দিছ এবং ফক্বীহগণ ত্বাহারাত বা পবিত্রতা অধ্যায় দিয়ে গ্রন্থ প্রণয়ন শুরু করেছেন। তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে আমিও পবিত্রতা অধ্যায় দিয়েই **'দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম'** বইয়ের সূচনা করছি।

বইটি পাঠকদের সামান্যতম উপকারে আসলে আমরা আমাদের শ্রম সার্থক মনে করব। বিজ্ঞ পাঠক মহলের কাছে সুচিন্তিত পরামর্শ কামনা করছি। বইটি প্রণয়নে যারা আমাকে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন, তাদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। আল্লাহ তাদের সকলকে উত্তম প্রতিদান দান করুন। আর এ ক্ষুদ্রকর্মের বিনিময় আমরা মহান আল্লাহ্র দরবারে প্রার্থনা করছি। তিনি আমাদের এ প্রচেষ্টা কবুল করুন।-আমীন!

-লেখক

প্রথম পরিচ্ছেদ

الطهارة (ত্বহারাহ্)-এর পরিচয় ও প্রকারভেদ

الطهارة (ত্বহারাহ্)-এর আভিধানিক অর্থ : النظافة، والنزاهة، والنقـــاوة অর্থাৎ পবিত্রতা, পরিচ্ছন্নতা ও বিশুদ্ধতা।[১]

الطهارة (ত্বহারাহ্)-এর পারিভাষিক অর্থ : পারিভাষিক অর্থে الطهارة (ত্বহারাহ্) দু'টি অর্থ প্রদান করে। যথা :

১- طهارة معنوية তথা অর্থগত দিক থেকে পবিত্রতা : তা হল طهارة القلـــب অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার ইবাদতের মধ্যে কোন ব্যক্তি বা বস্তুকে শরীক করা থেকে নিজের অন্তরকে পবিত্র রাখা এবং আল্লাহ তা'আলার মুমিন বান্দার উপর হিংসা-বিদ্বেষ ও গোপন শত্রুতা থেকে নিজেকে বিরত রাখা।

আর এটা কোন অপবিত্র বস্তু থেকে শরীর পবিত্র করার চেয়ে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। কেননা শিরক দ্বারা অপবিত্র শরীরকে পানি দ্বারা ধৌত করে পবিত্র করা সম্ভব নয়। যদিও বাহ্যিক দিক থেকে তার শরীর অপবিত্র নয়। অর্থাৎ তার শরীর স্পর্শ করলে কেউ অপবিত্র হবে না এবং তার উচ্ছিষ্ট অপবিত্র নয়।

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا إِنَّمَا الْمُشْرِكُوْنَ نَجَسٌ–

'হে ঈমানদারগণ, নিশ্চয়ই মুশরিকরা নাপাক বা অপবিত্র' *(তওবা ৯/২৮)*।

অত্র আয়াতে অপবিত্র বলতে অর্থগত দিক থেকে অপবিত্রতাকে বুঝানো হয়েছে; বাহ্যিক অপবিত্রতা নয়।

২- الطهارة الحسية তথা অনুভবযোগ্য বাহ্যিক পবিত্রতা : তা হল, رفع الحدث و زوال الخبث অর্থাৎ শরীরের অপবিত্রতা এবং শরীরে লেগে থাকা অপবিত্র বস্তু দূর করা।

---

১. *আল-মু'জামুল ওয়াসীত, (বৈরূত : দারু এহইয়াইত তুরাছ আল-আরাবী), ৩৮৭ পৃঃ।*

ব্যাখ্যা : **১- رفع الحدث তথা শরীরের নাপাকী দূর করা।** অর্থাৎ যে সকল কারণ ছালাত আদায়ে বাধা প্রদান করে তা হতে পবিত্রতা অর্জন করা। এটা দুই প্রকার। যথা :

(ক) حدث أصغر তথা ছোট নাপাকী। যা থেকে কেবল ওযূর মাধ্যমেই পবিত্রতা অর্জন করা সম্ভব। যেমন পেশাব-পায়খানা এবং বায়ু নিঃসরণ হলে ওযূর মাধ্যমেই পবিত্রতা অর্জন করে ছালাত আদায় করা যায়।

(খ) حدث أكبر তথা বড় নাপাকী। যা থেকে গোসল ব্যতীত পবিত্রতা অর্জন সম্ভব নয়। যেমন- স্ত্রী সহবাস করলে অথবা স্বপ্নদোষের মাধ্যমে বীর্যপাত ঘটলে গোসল ওয়াজিব হয়ে যায়। এ অবস্থায় পানি না পেলে তায়াম্মুমের মাধ্যমে পবিত্রতা অর্জন করতে হয়।

২- زوال الخبث তথা শরীরে লেগে থাকা নাপাকী দূর করা। অর্থাৎ পেশাব, পায়খানা ইত্যাদি শরীরে বা কাপড়ে লেগে গেলে পানি দ্বারা ধৌত করার মাধ্যমে পবিত্রতা অর্জন করা।[২]

পবিত্রতা অর্জনের হুকুম :

নাপাকী থেকে পবিত্রতা অর্জন করা সক্ষম ব্যক্তির উপর ওয়াজিব। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ 'তোমার পোষাক-পরিচ্ছদ পবিত্র রাখ' *(মুদ্দাছছির ৭৪/৪)*।

তিনি অন্যত্র বলেছেন, وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيْمَ وَإِسْمَاعِيْلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِيْنَ وَالْعَاكِفِيْنَ وَالرُّكَّعِ السُّجُوْدِ– 'আর ইবরাহীম ও ইসমাঈলকে তাওয়াফকারী, ই'তিকাফকারী, রুকূ ও সিজদাকারীদের জন্য আমার গৃহকে পবিত্র রাখতে আদেশ দিয়েছিলাম' *(বাক্বারাহ ২/১২৫)*।

---

২. *মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল-উছায়মীন, শারহুল মুমতে আলা যাদিল মুসতাকনি ১/২৫-৩২ পৃঃ; ফিক্বহুল মুয়াস্সার, ১ পৃঃ।*

হাদীছে এসেছে,

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ إِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ- صلى الله عليه وسلم يَقُوْلُ لاَ تُقْبَلُ صَلاَةٌ بِغَيْرِ طُهُوْرٍ وَلاَ صَدَقَةٌ مِنْ غُلُوْلٍ-

ইবনু ওমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, 'পবিত্রতা ব্যতীত ছালাত এবং হারাম মালের দান কবুল হয় না'।[৩]

পবিত্রতা অর্জনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

(ক) পবিত্রতা ঈমানের অর্ধেক :

হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِيْ مَالِكٍ الأَشْعَرِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الطُّهُوْرُ شَطْرُ الإِيْمَانِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلأُ الْمِيْزَانَ وَسُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلآنِ أَوْ تَمْلأُ مَا بَيْنَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَالصَّلاَةُ نُوْرٌ وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ كُلُّ النَّاسِ يَغْدُو فَبَائِعٌ نَفْسَهُ فَمُعْتِقُهَا أَوْ مُوبِقُهَا-

আবু মালেক আশ'আরী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'পবিত্রতা' হল ঈমানের অর্ধেক। 'আলহামদুলিল্লাহ' (মানুষের আমলের) পাল্লা পূর্ণ করে এবং 'সুবহানাল্লাহ ওয়ালহামদুলিল্লাহ' ছওয়াবে পরিপূর্ণ করে দেয়, অথবা বলেছেন, আসমান সমূহ ও যমীনের মধ্যে যা আছে তাকে পূর্ণ করে দেয়। 'ছালাত' হল আলো। 'দান' হল দলীল। 'ধৈর্য' হল জ্যোতি। 'কুরআন' হল তোমার পক্ষে বা বিপক্ষে প্রমাণ। প্রত্যেক মানুষ ভোরে উঠে নিজ আত্মার ক্রয়-বিক্রয় করে-হয় তাকে মুক্ত করে, না হয় তাকে ধ্বংস করে।[৪]

---

৩. মুসলিম হা/২২৪, 'ছালাতের জন্য পবিত্রতা ওয়াজিব' অনুচ্ছেদ; মিশকাত হা/৩০১, বঙ্গানুবাদ (এমদাদিয়া) ২/৪৮ পৃঃ।

৪. মুসলিম হা/২২৩, 'ওযূর ফযীলত' অনুচ্ছেদ; মিশকাত হা/২৮১, বঙ্গানুবাদ (এমদাদিয়া) ২/৩৭ পৃঃ।

(খ) আল্লাহ তা'আলা পবিত্রতা অর্জনকারীর প্রশংসা করেছেন এবং তিনি তাদেরকে ভালবাসেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ-

'নিশ্চয়ই আল্লাহ তওবাকারীদেরকে ভালবাসেন এবং ভালবাসেন অধিক পবিত্রতা অর্জনকারীদেরকে' *(বাক্বারাহ ২/২২২)*।

আল্লাহ মসজিদে কুবার অধিবাসীদের প্রশংসা করে বলেন,

فِيْهِ رِجَالٌ يُحِبُّوْنَ أَنْ يَتَطَهَّرُوْا وَاللهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِيْنَ-

'সেখানে এমন লোক আছে, যারা উত্তমরূপে পবিত্রতা অর্জন করতে ভালবাসে। আর আল্লাহ পবিত্রতা অর্জনকারীদের ভালবাসেন' *(তওবা ৯/১০৮)*।

(গ) বান্দার ছালাত ছহীহ্ হওয়ার পূর্বশর্ত হল পবিত্রতা অর্জন করা।

হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ : مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُوْرُ، وَتَحْرِيْمُهَا التَّكْبِيْرُ، وَتَحْلِيْلُهَا التَّسْلِيْمُ-

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ছালাতের চাবী হল পবিত্রতা, উহার 'তাহরীম' হল শুরুতে 'আল্লাহু আকবার' বলা এবং উহার 'তাহলীল' হল শেষে সালাম বলা।[৫]

অন্য হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : لاَ تُقْبَلُ صَلاَةُ مَنْ أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ-

৫. ইবনু মাজাহ হা/২৭৬, 'পবিত্রতা ছালাতের চাবী' অনুচ্ছেদ; আলবানী, সনদ ছহীহ।

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ‘যে ব্যক্তির ওযূ ভঙ্গ হয়েছে তার ছালাত হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত সে ওযূ না করে’।[৬]

(ঘ) কবরের কঠিন আযাব থেকে পরিত্রাণের অন্যতম উপায় হল অপবিত্র বস্তু থেকে দূরে থাকা।

যেমন হাদীছে এসেছে,

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَرَّ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى قَبْرَيْنِ فَقَالَ إِنَّهُمَا يُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِيْ كَبِيْرٍ أَمَّا هَذَا فَكَانَ لاَ يَسْتَنْزِهُ مِنَ الْبَوْلِ وَأَمَّا هَذَا فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيْمَةِ-

ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) দু’টি কবরের পার্শ্ব দিয়ে অতিক্রম করছিলেন। অতঃপর তিনি বললেন, নিশ্চয়ই এই দুই ব্যক্তি শাস্তি ভোগ করছে। কিন্তু তারা বড় কোন অপরাধের কারণে শাস্তি ভোগ করছে না। তার মধ্যে এই ব্যক্তি প্রসাব থেকে সতর্ক থাকত না। আর এই ব্যক্তি চোগলখোরী করে বেড়াত’।[৭]

অন্য হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ اسْتَنْزِهُوْا مِنَ الْبَوْلِ فَإِنَّ عَامَّةَ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنْهُ-

আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ‘তোমরা পেশাব থেকে দূরে থাক। কেননা সাধারণত তা থেকেই কবরের আযাব হয়ে থাকে’।[৮]

---

৬. বুখারী হা/১৩৫, ‘পবিত্রতা ব্যতীত ছালাত কবুল হবে না’ অনুচ্ছেদ, বঙ্গানুবাদ (তাওহীদ পাবলিকেশন্স) ১/৮৫ পৃঃ; মুসলিম হা/২২৫; মিশকাত হা/৩০০, বঙ্গানুবাদ (এমদাদিয়া) ২/৪৮ পৃঃ।

৭. আবু দাউদ হা/২০; নাসাঈ হা/৩১, ৬৯; ইবনু মাজাহ হা/৩৪৭; আলবানী, সনদ ছহীহ।

৮. দারাকুতনী হা/৪৭৪, ‘পেশাবের অপবিত্রতা ও তা থেকে দূরে থাকা’ অনুচ্ছেদ; আলবানী, সনদ ছহীহ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

পানি সংক্রান্ত মাসআলা

মাসআলা : যে পানি দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করা বৈধ :

পবিত্রতা অর্জনের জন্য ঐ পানির প্রয়োজন যে পানি নিজে পবিত্র এবং অন্যকে পবিত্র করতে সক্ষম। উল্লেখ্য যে, পানি তিন প্রকার। যথা-

(ক) طَهُوْرٌ (ত্বাহূর) : অর্থাৎ যে পানি নিজে পবিত্র এবং অন্যকে পবিত্র করতে সক্ষম। অর্থাৎ যে পানির রং, স্বাদ, গন্ধ কিছুই পরিবর্তন হয়নি। যেমন- বৃষ্টির পানি, নদীর পানি, সাগরের পানি, বরফের পানি, কূপের পানি, ঝরণার পানি, নলকূপের পানি ইত্যাদি। কেবলমাত্র এই প্রকার পানি দ্বারাই পবিত্রতা অর্জন করা সম্ভব।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ-

'আর আকাশ হতে তোমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ করেন, আর এর মাধ্যমে তিনি তোমাদেরকে পবিত্র করেন' *(আনফাল ৮/১১)*।

তিনি অন্যত্র বলেছেন,

وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُوْرًا-

'আর আমি আকাশ থেকে পবিত্র পানি বর্ষণ করেছি' *(ফুরক্বান ২৫/৪৮)*।

হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّا نَرْكَبُ الْبَحْرَ وَنَحْمِلُ مَعَنَا الْقَلِيْلَ مِنَ الْمَاءِ فَإِنْ تَوَضَّأْنَا بِهِ عَطِشْنَا أَفَنَتَوَضَّأُ بِمَاءِ الْبَحْرِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم هُوَ الطَّهُوْرُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ-

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা সমুদ্রে (নৌকায়) আরোহণ করেছি এবং আমরা সঙ্গে অল্প কিছু পানি নিয়েছি। যদি আমরা সেই পানি দ্বারা ওযূ করি তাহলে আমরা পিপাসিত হব। অতএব আমরা কি সমুদ্রের পানি দ্বারা ওযূ করতে পারি? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তার (সমুদ্রের) পানি পবিত্র এবং তার মধ্যেকার মৃত হালাল।[৯]

(খ) طَاهِرٌ (ত্বাহের): অর্থাৎ যে পানি নিজে পবিত্র। কিন্তু অন্যকে পবিত্র করতে পারে না। যেমন- পেপসি, ফলের জুস, দুধ মিশ্রিত পানি ইত্যাদি। এগুলো নিজে পবিত্র কিন্তু কোন অপবিত্রকে পবিত্র করতে পারে না। অর্থাৎ এগুলো দ্বারা ওযূ বৈধ নয় এবং শরীরে কোন নাপাকী লেগে গেলে এগুলো দ্বারা ধৌত করাও বৈধ নয়।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوْا مَاءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَأَيْدِيْكُمْ مِنْهُ–

'আর যদি অসুস্থ হও কিংবা সফরে থাক অথবা যদি তোমাদের কেউ পায়খানা থেকে আসে অথবা তোমরা যদি স্ত্রীদের সাথে সহবাস কর অতঃপর পানি না পাও, তবে পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম কর। সুতরাং তোমাদের মুখ ও হাত তা দ্বারা মাসাহ কর' *(মায়েদা ৫/৬)*।

অতএব যদি পানি ব্যতীত জুস, পেপসি ইত্যাদি দ্বারা ওযূ জায়েয হত তাহলে পানি না পেলে আল্লাহ তা'আলা সরাসরি মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করার নির্দেশ দিতেন না। বরং পানি জাতীয় জিনিস দ্বারা ওযূ করার নির্দেশ দিতেন।

(ঘ) نَجَـــسٌ (নাজাস): অর্থাৎ যে পানি নিজে পবিত্র নয় এবং অন্যকেও পবিত্র করতে পারে না। এমন পানি দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করা জায়েয নয়।

---

৯. আবু দাউদ হা/৮৩; তিরমিযী হা/৬৯; নাসাঈ হা/৫৯; ইবনু মাজাহ হা/৩৮৬; আলবানী, সনদ ছহীহ।

মাসআলা : অপবিত্র বস্তু মিশ্রিত পানির হুকুম :

পানি কম হোক কিংবা বেশী হোক তার সাথে অপবিত্র বস্তুর মিশ্রণের ফলে যদি রং, স্বাদ ও গন্ধ এই তিনটি গুণের কোন একটির পরিবর্তন হয়, তাহলে সেই পানি অপবিত্র হয়ে যাবে। এই পানি ব্যবহার করা জায়েয নয় এবং তা অন্যকে পবিত্র করতেও সক্ষম নয়। পক্ষান্তরে যদি রং, স্বাদ ও গন্ধ এই তিনটি গুণের সবগুলি ঠিক থাকে তাহলে তা পবিত্র বলে গণ্য হবে এবং তা দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করা বৈধ।

হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّا نَتَوَضَّأُ مِنْ بِئْرِ بُضَاعَةَ وَهِيَ يُلْقَى فِيْهَا الْحِيَضُ وَلُحُوْمُ الْكِلاَبِ وَالنَّتْنُ فَقَالَ إِنَّ الْمَاءَ طَهُوْرٌ لاَ يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ-

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত, একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হল হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)! আমরা কি 'বুযাআ' কূপের পানি দ্বারা ওযূ করতে পারি? অথচ তা এমন একটি কূপ, যাতে হায়েযের নেকড়া, মরা কুকুর ও পূতিগন্ধময় আবর্জনা নিক্ষিপ্ত হয়ে থাকে। উত্তরে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, পানি পবিত্র, কোন জিনিসই তাকে অপবিত্র করতে পারে না।[১০]

মাসআলা : পবিত্র বস্তু মিশ্রিত পানির হুকুম :

পানির সাথে যদি কোন পবিত্র বস্তুর মিশ্রণ হয়। যেমন- বৃক্ষের পাতা, সাবান, কুল বা বরই ইত্যাদি এবং রং, স্বাদ, গন্ধ এই তিনটি গুণের সবগুলোই ঠিক থাকে তাহলে তা পবিত্র বলে গণ্য হবে এবং তা দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করা বৈধ। কিন্তু যদি উল্লিখিত তিনটি গুণের কোন একটি নষ্ট হয়ে যায় তাহলে সেই পানি طَاهِرٌ (ত্বাহের) তথা পবিত্র বটে কিন্তু তা দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করা বৈধ নয়। যেমন দুধ মিশ্রিত পানি ত্বাহের বা পবিত্র যা পান করা জায়েয হলেও তা দ্বারা ওযূ করা জায়েয নয়।

---

১০. মুসনাদে আহমাদ হা/১১৪১৭; আবু দাঊদ হা/৬৬; নাসাঈ হা/৩২৬; মিশকাত হা/৪৭৮, বঙ্গানুবাদ (এমদাদিয়া) ২/১১৫ পৃঃ; আলবানী, সনদ ছহীহ।

হাদীছে এসেছে,

عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الأَنْصَارِيَّةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حِيْنَ تُوُفِّيَتْ ابْنَتُهُ فَقَالَ اغْسِلْنَهَا ثَلاَثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مَنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَاجْعَلْنَ فِيْ الآخِرَةِ كَافُوْرًا أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُوْرٍ-

উম্মু আতিয়্যাহ আনছারী (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কন্যা যায়নাব (রাঃ) মৃত্যুবরণ করলে তিনি আমাদের নিকট এসে বললেন, তোমরা তাঁকে তিনবার বা পাঁচবার বা প্রয়োজন মনে করলে তার চেয়ে অধিকবার বরই পাতাসহ পানি দিয়ে গোসল দাও। শেষবারে কর্পুর বা কিছু কর্পুর ব্যবহার করবে...।[১১]

অত্র হাদীছ প্রমাণ করে যে, পবিত্র বস্তুর মিশ্রণে পানি অপবিত্র হয় না।

মাসআলা : গরম পানি দ্বারা পবিত্রতা অর্জনের হুকুম :

(ক) যদি কোন অপবিত্র বস্তুকে জ্বালানী হিসাবে ব্যবহার করে পানি গরম করা হয়। অর্থাৎ যদি কেউ কুকুর, শৃগাল ও গাধার পায়খানা জমা করে এবং তাকে জ্বালানী হিসাবে ব্যবহার করে পানি গরম করে এবং পাত্রের মুখ খোলা থাকে, তাহলে তা মাকরূহ বা অপসন্দনীয়। কেননা অপবিত্র বস্তু নিসৃত ধোঁয়া ঐ পানিতে পতিত হওয়ার ফলে তার গন্ধ পরিবর্তন হওয়ার সম্ভাবনা থাকে পক্ষান্তরে যদি পাত্রের মুখ বন্ধ করা থাকে, তাহলে তাতে কোন সমস্যা নেই।[১২]

(খ) যদি কোন পবিত্র বস্তুকে জ্বালানী হিসাবে ব্যবহার করে পানি গরম করে অথবা সূর্যের তাপে পানি গরম করে, তাহলে তাতে কোন সমস্যা নেই।[১৩]

মাসআলা : ব্যবহৃত পানি দ্বারা পবিত্রতা অর্জনের হুকুম :

---

১১. *বুখারী হা/১২৫৩, 'বরই পাতার পানি দিয়ে মৃতকে গোসল ও ওযূ করানো' অনুচ্ছেদ, বঙ্গানুবাদ (তাওহীদ পাবলিকেশন্স) ২/৮ পৃঃ; মুসলিম হা/৯৩৯; মিশকাত হা/১৬৩৪, বঙ্গানুবাদ (এমদাদিয়া) ৪/৪৮ পৃঃ।*

১২. *মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল-উছায়মীন, শারহুল মুমতে ১/৩৩-৩৪ পৃঃ।*

১৩. *মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল-উছায়মীন, শারহুল মুমতে ১/৩৫ পৃঃ।*

ব্যবহৃত পানি অর্থাৎ ওযূ অথবা গোসল করার সময় ওযূর অঙ্গসমূহ থেকে গড়িয়ে পড়া পানি দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করা বৈধ। তবে শর্ত হল রং, স্বাদ ও গন্ধ ঠিক থাকতে হবে।[১৪] কেননা পানির আসল বা মূল হল, তা পবিত্র। রং, স্বাদ ও গন্ধ ঠিক থাকা পর্যন্ত তা অপবিত্র হয় না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন اَلْمَاءُ طَهُوْرٌ لاَ يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ 'পানি পবিত্র, কোন জিনিসই তাকে অপবিত্র করতে পারে না'।[১৫]

এছাড়াও অন্য হাদীছে এসেছে,

قَالَ عُرْوَةُ عَنِ الْمِسْوَرِ وَغَيْرِهِ يُصَدِّقُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ وَإِذَا تَوَضَّأَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم كَادُوْا يَقْتَتِلُوْنَ عَلَى وَضُوْئِهِ-

উরওয়া (রহঃ) মিসওয়ার (রহঃ) প্রমুখের নিকট হতে হাদীছ বর্ণনা করেন। এ উভয় বর্ণনা একটি অন্যটির সত্যায়ন স্বরূপ। নবী (ছাঃ) যখন ওযূ করতেন তখন তাঁর ব্যবহৃত পানির উপর তাঁরা (ছাহাবায়ে কেরাম) যেন হুমড়ি খেয়ে পড়তেন'।[১৬]

অন্য হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِيْ جُحَيْفَةَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِيْ قُبَّةٍ حَمْرَاءَ مِنْ أَدَمٍ، وَرَأَيْتُ بِلاَلاً أَخَذَ وَضُوْءَ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَرَأَيْتُ النَّاسَ يَبْتَدِرُوْنَ ذَاكَ الْوَضُوْءَ، فَمَنْ أَصَابَ مِنْهُ شَيْئًا تَمَسَّحَ بِهِ، وَمَنْ لَمْ يُصِبْ مِنْهُ شَيْئًا أَخَذَ مِنْ بَلَلِ يَدِ صَاحِبِهِ...-

---

১৪. মুগনী, ইবনে কুদামা ১/৩১ পৃঃ; আল-মাজমু, ইমাম নববী ১/২০৫ পৃঃ; মুহাল্লা, ইবনে হাযম ১/১৮৩ পৃঃ; ফাতাওয়া শায়খুল ইসলাম ২০/৫১৯ পৃঃ।

১৫. মুসনাদে আহমাদ হা/১১৪১৭; আবু দাউদ হা/৬৬; নাসাঈ হা/৩২৬; মিশকাত হা/৪৭৮; বঙ্গানুবাদ (এমদাদিয়া) ২/১১৫ পৃঃ; আলবানী, সনদ ছহীহ।

১৬. বুখারী হা/১৮৯, 'ওযূর অবশিষ্ট পানি ব্যবহার' অনুচ্ছেদ, বঙ্গানুবাদ (তাওহীদ পাবলিকেশন্স) ১/১০৯ পৃঃ।

আবু জুহাইফাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে চামড়ার একটি লাল তাঁবুতে দেখলাম এবং তাঁর জন্য ওযূর পানি নিয়ে বেলাল (রাঃ)-কে উপস্থিত দেখলাম। আর লোকেরা তাঁর ওযূর পানির জন্যে প্রতিযোগিতা করছে। কেউ সামান্য পানি পাওয়া মাত্র তা দিয়ে শরীর মুছে নিচ্ছে। আর যে পায়নি সে তার সাথীর ভিজা হাত হতে নিয়ে নিচ্ছে...।[১৭]

অন্য হাদীছে এসেছে,

وَقَالَ أَبُو مُوْسَى دَعَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِقَدَحٍ فِيْهِ مَاءٌ فَغَسَلَ يَدَيْهِ وَوَجْهَهُ فِيْهِ وَمَجَّ فِيْهِ ثُمَّ قَالَ لَهُمَا اشْرَبَا مِنْهُ وَأَفْرِغَا عَلَى وُجُوْهِكُمَا وَنُحُوْرِكُمَا-

আবু মূসা (রাঃ) বলেন, নবী (ছাঃ) একটি পাত্র আনালেন যাতে পানি ছিল। অতঃপর তিনি তার মধ্যে উভয় হাত ও মুখমণ্ডল ধৌত করলেন এবং তার দ্বারা কুলি করলেন। অতঃপর তাদের দু'জন [আবু মূসা ও বেলাল (রাঃ)]-কে বললেন, তোমরা এ থেকে পান কর এবং তোমাদের মুখমণ্ডলে ও বুকে ঢাল।[১৮]

অতএব যদি ব্যবহারিক পানি পবিত্র না হত তাহলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এমন নির্দেশ দিতেন না এবং ছাহাবায়ে কেরাম এমন কাজ করতেন না। এছাড়াও রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এবং তাঁর ছাহাবীগণ তাঁদের স্ত্রীদের সাথে একত্রে একই পাত্র হতে ওযূ করতেন। যেমন হাদীছে এসেছে,

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ كَانَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ يَتَوَضَّئُوْنَ فِيْ زَمَانِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمِيْعًا-

---

১৭. *বুখারী হা/৩৭৬, 'ছালাত' অধ্যায়, 'লাল কাপড় পরে ছালাত আদায় করা' অনুচ্ছেদ, বঙ্গানুবাদ (তাওহীদ পাবলিকেশন্স) ১/১৯৬ পৃঃ; মুসলিম হা/৫০৩; মিশকাত হা/৭৭৩, বঙ্গানুবাদ (এমদাদিয়া) ২/২৪৪ পৃঃ।*

১৮. *বুখারী হা/১৮৮, 'ওযূর অবশিষ্ট পানি ব্যবহার' অধ্যায়, বঙ্গানুবাদ (তাওহীদ পাবলিকেশন্স) ১/১০৯ পৃঃ।*

আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র রাসূল-এর সময় পুরুষ এবং মহিলা একত্রে (এক পাত্র হতে) ওযূ করতেন।[১৯]

মাসআলা : মানুষ এবং গৃহপালিত পশুর উচ্ছিষ্ট পবিত্র কি?

প্রথমত মানুষের উচ্ছিষ্ট : অর্থাৎ খাওয়া ও পান করার পরে যা অবশিষ্ট থাকে তা পবিত্র। হাদীছে এসেছে,

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَشْرَبُ وَأَنَا حَائِضٌ ثُمَّ أُنَاوِلُهُ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم فَيَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِعِ فِيَّ فَيَشْرَبُ وَأَتَعَرَّقُ الْعَرْقَ وَأَنَا حَائِضٌ ثُمَّ أُنَاوِلُهُ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم فَيَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِعِ فِيَّ-

আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমি হায়েয অবস্থায় পান করতাম, অতঃপর তা নবী (ছাঃ)-কে দিতাম, আর তিনি আমার মুখের জায়গায় মুখ রেখেই পান করতেন। আর কখনও আমি হায়েয অবস্থায় হাড়ের গোশত খেতাম, অতঃপর তা আমি নবী (ছাঃ)-কে দিতাম, আর তিনি আমার মুখের জায়গায় মুখ রেখে খেতেন।[২০] অতএব মানুষের উচ্ছিষ্ট সর্বাবস্থায়ই পবিত্র।

দ্বিতীয়ত পশুর উচ্ছিষ্ট : গৃহপালিত পশু যার গোশ্‌ত খাওয়া হালাল তার উচ্ছিষ্ট পবিত্র। যা ওলামায়ে কেরামের ঐক্যমত দ্বারা প্রমাণিত।

পক্ষান্তরে যে সকল পশুর গোশত খাওয়া হারাম সে সকল পশুর উচ্ছিষ্ট পবিত্র কি না? এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের মধ্যে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। তবে ছহীহ মত হল, কুকুর এবং শূকর ব্যতীত অন্য সকল পশুর উচ্ছিষ্ট পবিত্র।[২১]

হাদীছে এসেছে,

---

১৯. *বুখারী হা/১৯৩, 'ওযূর অবশিষ্ট পানি ব্যবহার' অনুচ্ছেদ, বঙ্গানুবাদ (তাওহীদ পাবলিকেশন্স) ১/১১১ পৃঃ।*

২০. *মুসলিম হা/৩০০; মিশকাত হা/৫৪৭, 'হায়েয' অধ্যায়, বঙ্গানুবাদ (এমদাদিয়া) ২/১৪২ পৃঃ।*

২১. *ফিক্বহুল মুয়াস্‌সার ৪ পৃঃ।*

عَنْ كَبْشَةَ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ وَكَانَتْ تَحْتَ ابْنِ أَبِىْ قَتَادَةَ أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ دَخَلَ فَسَكَبَتْ لَهُ وَضُوْءًا فَجَاءَتْ هِرَّةٌ فَشَرِبَتْ مِنْهُ فَأَصْغَى لَهَا الإِنَاءَ حَتَّى شَرِبَتْ قَالَتْ كَبْشَةُ فَرَآنِى أَنْظُرُ إِلَيْهِ فَقَالَ أَتَعْجَبِيْنَ يَا ابْنَةَ أَخِيْ فَقُلْتُ نَعَمْ. فَقَالَ إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ إِنَّهَا مِنَ الطَّوَّافِيْنَ عَلَيْكُمْ وَالطَّوَّافَاتِ-

কাবশা বিনতে কা'ব ইবনে মালেক যিনি আবু কাতাদার পুত্রবধূ ছিলেন। তার থেকে বর্ণিত আছে যে, একদা (তার শ্বশুর) আবু কাতাদা তাঁর নিকট গেলেন। তিনি তাঁর জন্য ওযূর পানি ঢাললেন। তখন একটি বিড়াল আসল এবং তা হতে পান করতে লাগল, আর তিনি পাত্রটি বিড়ালটির জন্য কাত করে ধরলেন, যে পর্যন্ত না সে পান করল। কাবশা বলেন, তখন তিনি আমাকে দেখলেন, আমি তাঁর দিকে চেয়ে রয়েছি। এটা দেখে তিনি বললেন, হে ভাতিজী! তুমি কি আশ্চর্যবোধ করছ? তিনি বলেন, আমি বললাম, হ্যাঁ। তখন তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, বিড়াল নাপাক নয়। তা তোমাদের পাশে ঘন ঘন বিচরণকারী অথবা বিচরণকারিণী। (সুতরাং এর উচ্ছিষ্ট নাপাক নয়)।[২২]

তবে পানির পরিমাণ যদি দুই কুল্লা-এর কম হয় এবং ঐ সকল পশুর খাওয়া ও পান করার ফলে রং, স্বাদ ও গন্ধ পরিবর্তিত হয়ে যায় তাহলে তা অপবিত্র হবে।

হাদীছে এসেছে,

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ : سُئِلَ عَنِ الْمَاءِ يَكُوْنُ بِالْفَلاَةِ مِنَ الأَرْضِ وَمَا يَنُوْبُهُ مِنَ الدَّوَابِّ وَالسِّبَاعِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ-

২২. *আবুদাউদ হা/৭৫, 'বিড়ালের উচ্ছিষ্ট' অনুচ্ছেদ; তিরমিযী হা/৯২; নাসাঈ হা/৬৮; ইবনু মাজাহ হা/৩৬৭; মিশকাত হা/৪৮২, বঙ্গানুবাদ (এমদাদিয়া) ২/১১৭ পৃঃ; আলবানী, সনদ ছহীহ।*

ইবনু ওমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হল সেই পানি সম্পর্কে, যা মাঠে-বিয়াবানে জমে থাকে। আর পর পর তা হতে নানা ধরনের বন্য জীব-জন্তু ও হিংস্র পশু পানি পান করতে থাকে। উত্তরে তিনি বললেন, 'পানি যখন দুই কুল্লা পরিমাণ হয়, তখন তা নাপাক হয় না'।[২৩]

আর কুকুর এবং শূকরের উচ্ছিষ্ট অপবিত্র। কারণ রাসূল (ছাঃ) বলেছেন,

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى اللهُ عليْه وسلم طُهُوْرُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيْهِ الْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُوْلاَهُنَّ بِالتُّرَابِ-

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমাদের কারো পাত্রে কুকুর মুখ দিলে তাকে সাতবার ধৌত কর এবং প্রথমবার মাটি দ্বারা'।[২৪]

অতএব কুকুরের উচ্ছিষ্ট অপবিত্র না হলে রাসূল (ছাঃ) সাতবার ধৌত করার নির্দেশ দিতেন না। আর শূকরের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, فَإِنَّهُ رِجْسٌ 'নিশ্চয়ই তা অপবিত্র' *(আন'আম ১৪৫)*। অতএব তার উচ্ছিষ্ট অপবিত্র।

---

২৩. মুসনাদে আহমাদ হা/৪৭৫৩; তিরমিযী হা/৬৭; ইবনু মাজাহ হা/৫১৭; আলবানী, সনদ ছহীহ।
২৪. বুখারী হা/১৭২; মুসলিম হা/২৭৯; মিশকাত হা/৪৯০, বঙ্গানুবাদ (এমদাদিয়া) ২/১২১ পৃঃ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

পাত্র সংক্রান্ত মাসআলা

الآنية-এর পরিচিতি : যে পাত্রে পানি অথবা অন্য কোন খাদ্য সংরক্ষণ করা হয় তাকে الآنية বলা হয়। এর আসল বা মূল হল হালাল হওয়া।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

هُوَ الَّذِيْ خَلَقَ لَكُمْ مَا فِيْ الْأَرْضِ جَمِيْعًا–

'তিনি যমীনে যা আছে সব তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন' *(বাক্বারাহ ২/২৯)*।

আর পাত্র আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টি সমূহের অন্তর্ভুক্ত। অতএব পাত্র যতক্ষণ পর্যন্ত অপবিত্র হওয়ার যথাযথ দলীল পাওয়া না যায় ততক্ষণ পর্যন্ত তা পবিত্র।[২৫]

মাসআলা : স্বর্ণ-রৌপ্যের পাত্রের ব্যবহার এবং তার পানি দ্বারা পবিত্রতা অর্জনের হুকুম :

স্বর্ণ ও রৌপ্যের তৈরী পাত্রে শুধুমাত্র খাওয়া ও পান করা হারাম। এছাড়া অন্যান্য কাজে ব্যবহার করা জায়েয।[২৬]

হাদীছে এসেছে,

عَنِ ابْنِ أَبِيْ لَيْلَى قَالَ خَرَجْنَا مَعَ حُذَيْفَةَ وَذَكَرَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : لاَ تَشْرَبُوْا فِيْ آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَلاَ تَلْبَسُوْا الْحَرِيْرَ وَالدِّيْبَاجَ فَإِنَّهَا لَهُمْ فِيْ الدُّنْيَا وَلَكُمْ فِيْ الآخِرَةِ.

ইবনু আবি লায়লা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমরা হুযায়ফা (রাঃ)-এর সঙ্গে বাইরে বের হলাম। এ সময় তিনি নবী করীম (ছাঃ)-এর কথা আলোচনা করেন যে, তিনি বলেছেন, তোমরা স্বর্ণ ও রৌপ্যের পাত্রে পান করবে না। আর

---

২৫. মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল-উছায়মীন, শারহুল মুমতে ১/৬৯ পৃঃ।
২৬. মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল-উছায়মীন, শারহুল মুমতে ১/৭৫ পৃঃ;ফিক্বহুল মুয়াস্সার ৬ পৃঃ।

মোটা বা পাতলা রেশম বস্ত্র পরিধান করবে না। কেননা এগুলো দুনিয়াতে তাদের (অমুসলিমদের) জন্য। আর আখিরাতে তোমাদের জন্য।[২৭]

অন্য হাদীছে এসেছে,

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : الَّذِيْ يَشْرَبُ فِيْ إِنَاءِ الْفِضَّةِ إِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِيْ بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ–

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সহধর্মিনী উম্মু সালামাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি রৌপ্যের পাত্রে পান করে সে তো তার উদরে জাহান্নামের অগ্নি প্রবিষ্ট করায়'।[২৮]

উল্লিখিত হাদীছদ্বয়ে স্বর্ণ ও রৌপ্যের পাত্র শুধুমাত্র খাওয়া এবং পান করার কাজে ব্যবহার করতে নিষেধ করা হয়েছে। এছাড়া অন্যান্য কাজে ব্যবহার করা জায়েয। এসব পাত্রে রাখা পানি দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করাও জায়েয। কেননা যদি অন্যান্য ক্ষেত্রেও ব্যবহার অবৈধ হত তাহলে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) শুধুমাত্র নির্দিষ্টভাবে খাওয়া ও পান করতে নিষেধ করতেন না।[২৯] বরং স্বর্ণ- রৌপ্যের তৈরী সকল পাত্র ভেঙ্গে ফেলার নির্দেশ দিতেন। যেমন তিনি সকল মূর্তি ভেঙ্গে ফেলার নির্দেশ দিয়েছিলেন।[৩০]

মাসআলা : কাফিরদের পাত্র ব্যবহার করার হুকুম :

যদি নিশ্চিতভাবে জানা যায় যে, কাফিরদের ব্যবহারিক পাত্রে কোন অপবিত্র বস্তু তোলা হয়নি, তাহলে তা ব্যবহার করা হালাল। আর যদি জানা যায় যে, তাতে অপবিত্র বস্তু তোলা হয়েছে এবং সে পাত্র ছাড়া অন্য কোন পাত্র পাওয়া না যায়, তাহলে তা ভালভাবে ধৌত করে ব্যবহার করা জায়েয।

এ ব্যাপারে হাদীছে এসেছে,

---

২৭. *বুখারী হা/৫৬৩৩, 'স্বর্ণের পাত্রে পানি পান করা' অনুচ্ছেদ, বঙ্গানুবাদ (তাওহীদ পাবলিকেশন্স) ৫/২৯৩ পৃঃ।*
২৮. *বুখারী হা/৫৬৩৪, 'স্বর্ণের পাত্রে পানি পান করা' অনুচ্ছেদ, বঙ্গানুবাদ (তাওহীদ পাবলিকেশন্স) ৫/২৯৩ পৃঃ।*
২৯. *মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল-উছায়মীন, শারহুল মুমতে ১/৭৫ পৃঃ; ফিক্বহুল মুয়াস্সার, ৬ পৃঃ।*
৩০. *মুসলিম হা/৯৬৯, 'জানাযা' অধ্যায়।*

عَنْ أَبِيْ ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ قَالَ قُلْتُ يَا نَبِيَّ اللهِ إِنَّا بِأَرْضِ قَوْمِ أَهْلِ الْكِتَابِ، أَفَنَأْكُلُ فِيْ آنِيَتِهِمْ وَبِأَرْضِ صَيْدٍ، أَصِيدُ بِقَوْسِي وَبِكَلْبِيْ الَّذِيْ لَيْسَ بِمُعَلَّمٍ، وَبِكَلْبِيْ الْمُعَلَّمِ، فَمَا يَصْلُحُ لِيْ قَالَ أَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَإِنْ وَجَدْتُمْ غَيْرَهَا فَلاَ تَأْكُلُوْا فِيْهَا، وَإِنْ لَمْ تَجِدُوْا فَاغْسِلُوْهَا وَكُلُوْا فِيْهَا، وَمَا صِدْتَ بِقَوْسِكَ فَذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ فَكُلْ، وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ الْمُعَلَّمِ فَذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ فَكُلْ، وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ غَيْرَ مُعَلَّمٍ فَأَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ فَكُلْ-

আবু ছা'লাবা খুশানী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাছে এসে বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমরা আহলে কিতাব সম্প্রদায়ের এলাকায় বাস করি, তাদের পাত্রে আহার করি। আর আমরা শিকারের অঞ্চলে থাকি, শিকার করি তীর ধনুক দিয়ে, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুর দিয়ে এবং প্রশিক্ষণ বিহীন কুকুর দিয়েও। অতএব আমাকে বলে দিন, এর মধ্যে আমাদের জন্য কোন্টি হালাল? তিনি বললেন, তুমি উল্লেখ করেছ যে, তুমি আহলে কিতাব সম্প্রদায়ের এলাকায় বসবাস কর, তাদের পাত্রে খানা খাও। তবে যদি তাদের পাত্র ব্যতীত অন্য পাত্র পাও, তাহলে তাদের পাত্রে আহার করো না। আর যদি না পাও, তাহলে ঐগুলো ধুয়ে নিয়ে তাতে আহার করবে। আর তুমি উল্লেখ করেছ যে তুমি শিকারের অঞ্চলে থাক। তুমি যা তীর ধনুক দ্বারা শিকার কর, তাতে তুমি বিসমিল্লাহ পড়বে এবং তা খাবে। তোমার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুর দিয়ে যা শিকার কর, তাতে বিসমিল্লাহ পড়বে এবং তা খাবে। আর তুমি যদি প্রশিক্ষণ বিহীন কুকুর দ্বারা শিকার কর, সেক্ষেত্রে যদি যবেহ করা যায়, তাহলে খেতে পার'।[৩১]

পক্ষান্তরে যদি জানা না যায় যে, কাফিরদের পাত্রে কোন অপবিত্র বস্তু তোলা হয়েছে কি-না? তাহলে তা ব্যবহার করা জায়েয। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও তাঁর ছাহাবীদের একজন মুশরিক মহিলার মশক হতে পানি নিয়েছিলেন এবং তা পান করেছিলেন ও ওযূ করেছিলেন।[৩২]

---

৩১. বুখারী হা/৫৪৮৮, 'শিকার' অধ্যায়, বঙ্গানুবাদ (তাওহীদ পাবলিকেশন্স) ৫/২৩০ পৃঃ; মুসলিম হা/১৯২৯, 'প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুর দ্বারা শিকার' অনুচ্ছেদ; মিশকাত হা/৪০৬৬।

৩২. বুখারী হা/৩৪৪, বঙ্গানুবাদ (তাওহীদ পাবলিকেশন্স) ১/১৭৪ পৃঃ;ফিক্বহুল মুয়াস্সার, ৭ পৃঃ।

মাসআলা : মৃত পশুর চামড়া দ্বারা তৈরী পাত্র ব্যবহারের হুকুম :

যে পশুর গোশত খাওয়া হালাল সে পশু মৃত্যুবরণ করলে তার চামড়া লবণ বা অনুরূপ পদার্থ দ্বারা পাকা করলে তা পবিত্র হয় এবং তা ব্যবহার করা জায়েয। পক্ষান্তরে যে পশুর গোশত খাওয়া হারাম তার চামড়া পাকা করার মাধ্যমে পবিত্র হয় না এবং তা ব্যবহার করাও জায়েয নয়। এ প্রসঙ্গে হাদীছে এসেছে, عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُــوْلُ : أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ- ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, 'যে চামড়া পাকা করা হয় তা পবিত্র'।[৩৩]

অন্য হাদীছে এসেছে,

عَنْ مَيْمُوْنَةَ، أَنَّ شَاةً لِمَوْلاَةِ مَيْمُوْنَةَ مَرَّ بِهَا، يَعْنِيْ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ، قَدْ أُعْطِيَتْهَا مِنَ الصَّدَقَةِ مَيْتَةً، فَقَالَ : هَلاَّ أَخَذُوْا إِهَابَهَا فَدَبَغُوْهُ، فَانْتَفَعُوْا بِهِ ؟ فَقَالُوْا : يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنَّهَا مَيْتَةٌ، قَالَ : إِنَّمَا حُرِّمَ أَكْلُهَا-

মায়মূনা (রাঃ) হতে বর্ণিত, এক সময় মায়মূনার এক দাসীকে ছাদাক্বা হিসাবে একটি ছাগল দেওয়া হয়েছিল। একদিন সেটা মরে গেল (তা ফেলে দেওয়া হল)। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একদা তার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় বললেন, তোমরা এর চামড়া খুলে পাকা করে নিলে না কেন? তাহলে প্রয়োজনে ব্যবহার করে উপকৃত হতে পারতে। সবাই বলল, ওটা মরে গিয়েছিল তাই। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, মরে গেলে তো তা খাওয়া হারাম' (কিন্তু তার চামড়া ব্যবহার করা তো হারাম নয়)।[৩৪]

অতএব যে পশুর গোশত খাওয়া হালাল, সে পশু মারা গেলে তার পাকাকৃত চামড়া দ্বারা তৈরী পাত্র ব্যবহার করা জায়েয। শায়খুল ইসলাম ইবনে তায়মিয়া এবং মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল-উছায়মীন (রহঃ) অনুরূপ ফৎওয়া প্রদান করেছেন।[৩৫]

---

৩৩. মুসলিম হা/৩৬৬; তিরমিযী হা/১৬৫০; ইবনু মাজাহ হা/৩৬০৯; মুসনাদে আহমাদ হা/১৮৯৫।

৩৪. মুসলিম হা/৩৬৩, 'মৃতের চামড়া পাকা করার মাধ্যমে পবিত্রকরণ' অনুচ্ছেদ; ইবনু মাজাহ হা/৩৬১০।

৩৫. শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া, মাজমূ' ফাতাওয়া ২১/১০৩ পৃঃ; মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল-উছায়মীন, শারহুল মুমতে ১/৯২ পৃঃ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

পেশাব-পায়খানা সম্পর্কিত মাসআলা

মাসআলা : ইস্তিনজা তথা মল-মূত্র ত্যাগের পর পবিত্রতা অর্জন :

মল-মূত্র ত্যাগের পর পবিত্রতা অর্জনের দু'টি মাধ্যম রয়েছে। তা হল-

১- ইস্তিনজা : পানি দ্বারা ধৌত করে পবিত্রতা অর্জন করা।

২- ইস্তিজমার : পবিত্র ঢিলা অথবা পাথর কিংবা অনুরূপ পবিত্র বস্তু দ্বারা মাসাহ করে পবিত্রতা অর্জন করা।

উল্লিখিত দু'টি মাধ্যমের যেকোন একটি দ্বারা মল-মূত্র ত্যাগের পরে পবিত্রতা অর্জন করা জায়েয।

হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ يَقُوْلُ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَدْخُلُ الْخَلاَءَ فَأَحْمِلُ أَنَا وَغُلاَمٌ نَحْوِى إِدَاوَةً مِّنْ مَّاءٍ وَعَنَزَةً فَيَسْتَنْجِى بِالْمَاءِ-

আনাস ইবনু মালেক (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) টয়লেটে প্রবেশ করতেন, তখন আমি ও আমার মত একজন গোলাম একটি চামড়ার তৈরী ছোট পাত্রে পানি ও একটি বর্শা বা বল্লম নিয়ে যেতাম। অতঃপর তিনি পানি দ্বারা ইস্তিনজা করতেন।[৩৬]

আর যদি কেহ ইস্তিজমার তথা পাথর বা অনুরূপ কোন পবিত্র বস্তু যেমন- ঢিলা, টিস্যু, কাগজ ইত্যাদি দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করতে চায়, তাহলে সে যেন তিনবারের কম মাসাহ না করে।

অন্য হাদীছে এসেছে,

---

৩৬. মুসলিম হা/২৭১; নাসাঈ হা/৪৫; মুসনাদে আহমাদ হা/১২৭৭৭।

عَنْ سَلْمَانَ قَالَ قِيْلَ لَهُ قَدْ عَلَّمَكُمْ نَبِيُّكُمْ صلى الله عليه وسلم كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى الْخِرَاءَةَ. قَالَ فَقَالَ أَجَلْ لَقَدْ نَهَانَا أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ لِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِالْيَمِيْنِ أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِأَقَلَّ مِنْ ثَلاَثَةِ أَحْجَارٍ أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِرَجِيْعٍ أَوْ بِعَظْمٍ-

সালমান (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, তাকে বলা হল, তোমাদের নবী (ছাঃ) তোমাদেরকে সব কিছুই শিক্ষা দিয়েছেন। এমনকি পায়খানা করার নিয়মও শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি বললেন, হ্যাঁ, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিষেধ করেছেন, পেশাব-পায়খানার সময় ক্বিবলার দিকে মুখ করতে, ডান হাত দ্বারা ইস্তিনজা করতে, তিনটির কম পাথর (ঢিলা) দ্বারা ইস্তিনজা করতে, গোবর অথবা হাড্ডি দ্বারা ইস্তিনজা করতে।[৩৭]

অন্য হাদীছে এসেছে,

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ إِذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْغَائِطِ فَلْيَذْهَبْ مَعَهُ بِثَلاَثَةِ أَحْجَارٍ يَسْتَطِيْبُ بِهِنَّ فَإِنَّهَا تُجْزِئُ عَنْهُ-

আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যখন তোমাদের কেউ পায়খানায় যাবে, সে যেন তিনটি পাথর নিয়ে যায়। সে তা দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করবে। আর এটাই তার জন্য যথেষ্ট হবে'।[৩৮]

মাসআলা : পেশাব-পায়খানা করার সময় ক্বিবলার দিকে মুখ অথবা পিঠ করে বসার হুকুম :

খোলা মাঠে পেশাব-পায়খানা করার সময় ক্বিবলার দিকে মুখ অথবা পিঠ ফিরে বসা জায়েয নয়।

হাদীছে এসেছে,

---

৩৭. মুসলিম হা/২৬২; মিশকাত হা/৩৩৬, বঙ্গানুবাদ (এমদাদিয়া) ২/৫৯ পৃঃ।

৩৮. আবুদাউদ হা/৪০, 'পাথর দ্বারা ইস্তিনজা করা' অনুচ্ছেদ, মিশকাত হা/৩৪৯, 'পেশাব-পায়খানার শিষ্টাচার' অনুচ্ছেদ, বঙ্গানুবাদ (এমদাদিয়া) ২/৬৩ পৃঃ; আলবানী, সনদ হাসান।

عَنْ أَبِيْ أَيُّوْبَ الأَنْصَارِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : إِذَا أَتَيْتُمُ الْغَائِطَ فَلاَ تَسْتَقْبِلُوْا الْقِبْلَةَ، وَلاَ تَسْتَدْبِرُوْهَا وَلَكِنْ شَرِّقُوْا، أَوْ غَرِّبُوْا...-

আবু আইয়ূব আনছারী (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, ‘যখন তোমরা পায়খানা করতে যাও, তখন ক্বিবলার দিকে মুখ করবে না কিংবা পিঠও দিবে না, বরং তোমরা পূর্ব দিকে অথবা পশ্চিম দিকে ফিরে বসবে’... ।[৩৯]

যেহেতু মদীনাবাসীদের ক্বিবলাহ দক্ষিণে, সেহেতু আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) ক্বিবলার দিকে মুখ অথবা পিঠ না করে পূর্ব এবং পশ্চিমে মুখ অথবা পিঠ ফিরে পেশাব-পায়খানা করার নির্দেশ দিয়েছেন। সুতরাং আমাদের ক্বিবলাহ যেহেতু পশ্চিম দিকে সেহেতু খোলা মাঠে পেশাব-পায়খানা করার সময় উত্তর ও দক্ষিণে মুখ অথবা পিঠ ফিরে বসতে হবে।

পক্ষান্তরে যদি ঘরের মধ্যে পেশাব-পায়খানা করে অথবা ক্বিবলার দিকে কোন দেয়াল থাকে তাহলে ক্বিবলার দিকে মুখ অথবা পিঠ ফিরে পেশাব-পায়খানা করা জায়েয।

হাদীছে এসেছে,

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ ارْتَقَيْتُ فَوْقَ ظَهْرِ بَيْتِ حَفْصَةَ لِبَعْضِ حَاجَتِيْ فَرَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقْضِيْ حَاجَتَهُ مُسْتَدْبِرَ الْقِبْلَةِ مُسْتَقْبِلَ الشَّأْمِ-

আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আমার বিশেষ এক প্রয়োজনে হাফছাহ (রাঃ)-এর ঘরের ছাদে উঠলাম। তখন দেখলাম, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ক্বিবলার দিকে পিঠ দিয়ে শামের দিকে মুখ করে তাঁর প্রয়োজন পূর্ণ করতে (পেশাব-পায়খানা) বসেছেন।[৪০]

অন্য হাদীছে এসেছে,

---

৩৯. বুখারী হা/৩৯৪, ‘মদীনাহ, সিরিয়া ও (মদীনার) পূর্ব দিকের অধিবাসীদের ক্বিবলাহ্’ অনুচ্ছেদ, বঙ্গানুবাদ (তাওহীদ পাবলিকেশন্স) ১/২০৩ পৃঃ; মুসলিম হা/২৬৪; মিশকাত হা/৩৩৪, বঙ্গানুবাদ (এমদাদিয়া) ২/৫৮ পৃঃ।

৪০. বুখারী হা/১৪৮, ‘গৃহের মধ্যে পেশাব পায়খানা করা’ অনুচ্ছেদ, বঙ্গানুবাদ (তাওহীদ পাবলিকেশন্স) ১/৯১ পৃঃ; মুসলিম হা/২৬৬; মিশকাত হা/৩৩৫, বঙ্গানুবাদ (এমদাদিয়া) ২/৫৮ পৃঃ।

عَنْ مَرْوَانَ الأَصْفَرِ قَالَ رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ أَنَاخَ رَاحِلَتَهُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ ثُمَّ جَلَسَ يَبُوْلُ إِلَيْهَا فَقُلْتُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَلَيْسَ قَدْ نُهِيَ عَنْ هَذَا قَالَ بَلَى إِنَّمَا نُهِيَ عَنْ ذَلِكَ فِيْ الْفَضَاءِ فَإِذَا كَانَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ شَيْءٌ يَسْتُرُكَ فَلاَ بَأْسَ-

মারওয়ান আল-আছফার (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ইবনু ওমর (রাঃ)-কে তাঁর উষ্ট্রীর উপর ক্বিবলার দিকে মুখ করে বসে থাকতে দেখেছি। অতঃপর তিনি বসে পেশাব করতে লাগলেন। তখন আমি বললাম, হে আবু আব্দুর রহমান! এই ব্যাপারে কি নিষেধ করা হয়নি? তিনি বললেন, হ্যাঁ, এই ব্যাপারে নিষেধ করা হয়েছে, তবে তা খোলা জায়গায়। অতএব তোমার মাঝে এবং ক্বিবলার মাঝে যদি এমন কিছু থাকে যা তোমাকে আড়াল করবে, তাহলে কোন অসুবিধা নেই।[৪১]

মাসআলা : পায়খানায় প্রবেশকারীর জন্য সুন্নাত কাজ সমূহ :

(ক) বিসমিল্লাহ বলে পায়খানায় প্রবেশ করা সুন্নাত :

হাদীছে এসেছে,

عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : سِتْرُ مَا بَيْنَ الْجِنِّ وَعَوْرَاتِ بَنِيْ آدَمَ إِذَا دَخَلَ الْكَنِيْفَ أَنْ يَّقُوْلَ : بِسْمِ اللهِ-

আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'আদম সন্তানের লজ্জাস্থান এবং জিনের মাঝে পর্দা হল যখন সে পায়খানায় প্রবেশ করবে, তখন বলবে 'বিসমিল্লাহ'।[৪২]

(খ) পায়খানায় প্রবেশের দো'আ পাঠ করা সুন্নাত :

---

৪১. আবুদাউদ হা/১১; দারাকুতনী হা/১৬৬; মিশকাত হা/৩৭৩, 'পেশাব-পায়খানার শিষ্টাচার' অনুচ্ছেদ, বঙ্গানুবাদ (এমদাদিয়া) ২/৭০ পৃঃ; আলবানী, সনদ হাসান। দ্রঃ ইরওয়াউল গালীল হা/৬১।

৪২. ইবনু মাজাহ হা/২৯৭; তিরমিযী হা/৬০৬; মিশকাত হা/৩৫৮, 'পেশাব-পায়খানার শিষ্টাচার' অনুচ্ছেদ, বঙ্গানুবাদ (এমদাদিয়া) ২/৬৬ পৃঃ; আলবানী, সনদ ছহীহ। দ্রঃ ছহীহুল জামে আছ-ছাগীর হা/৩৬১১।

হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا دَخَلَ الْخَلاَءَ قَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ-

আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) বর্ণনা করেন, নবী করীম (ছাঃ) যখন পায়খানায় প্রবেশ করতেন, তখন তিনি বলতেন, হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে যাবতীয় পুরুষ ও নারী শয়তানদের থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি'।[৪৩]

অতএব টয়লেটে প্রবেশের দো'আ হল,

بِسْمِ اللهِ اللَّهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ-

'আল্লাহর নামে টয়লেটে প্রবেশ করছি। হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে যাবতীয় পুরুষ ও নারী শয়তানদের থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

(গ) পায়খানা থেকে বের হয়ে দো'আ পাঠ করা সুন্নাত :

হাদীছে এসেছে,

عَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْغَائِطِ قَالَ غُفْرَانَكَ-

আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) যখন পায়খানা হতে বের হতেন তখন বলতেন, غُفْرَانَكَ 'তোমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি'।[৪৪]

(ঘ) নিতম্ব মাটির নিকটবর্তী করার পরে কাপড় উত্তোলন করা সুন্নাত :

---

৪৩. *বুখারী হা/৬৩২২, 'পায়খানায় প্রবেশের দো'আ' অনুচ্ছেদ, বঙ্গানুবাদ (তাওহীদ পাবলিকেশন্স) ৫/৫৮৮ পৃঃ; মুসলিম হা/৩৭৫; মিশকাত হা/৩৩৭, 'পেশাব-পায়খানার শিষ্টাচার' অনুচ্ছেদ, বঙ্গানুবাদ (এমদাদিয়া) ২/৬৬ পৃঃ।*

৪৪. *আবূদাউদ হা/৩০; তিরমিযী হা/৭; ইবনু মাজাহ হা/৩০০; মিশকাত হা/৩৫৯, 'পেশাব-পায়খানার শিষ্টাচার' অনুচ্ছেদ, বঙ্গানুবাদ (এমদাদিয়া) ২/৬৬ পৃঃ; আলবানী, সনদ ছহীহ। দ্রঃ ছহীহুল জামে আছ-ছাগীর হা/৪৭০৭।*

হাদীছে এসেছে,

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا أَرَادَ حَاجَةً لاَ يَرْفَـــعُ ثَوْبَــهُ حَتَّى يَدْنُوَ مِنَ الأَرْضِ-

ইবনু ওমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন (পেশাব-পায়খানার) প্রয়োজন মেটানোর ইচ্ছা করতেন, তখন তিনি মাটির নিকটবর্তী না হয়ে কাপড় উত্তোলন করতেন না।[৪৫]

(ঙ) পায়খানায় প্রথমে বাম পা দিয়ে প্রবেশ করা এবং ডান পা দিয়ে বের হওয়া সুন্নাত : এর দ্বারা বাম দিকের চেয়ে ডান দিকের ফযীলত বৃদ্ধি করা হয়। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ডান দিকের ফযীলত বেশী হওয়ার কথা বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মসজিদে প্রথমে ডান পা দিয়ে প্রবেশ করতে বলেছেন এবং বাম পা দিয়ে বের হতে বলেছেন। জুতা পরিধান করার সময় ডান পা দিয়ে শুরু করতে বলেছেন এবং খোলার সময় বাম পা দিয়ে শুরু করতে বলেছেন। অনুরূপভাবে টয়লেটে প্রবেশের সময় প্রথমে বাম পা দিয়ে প্রবেশ করতে হবে এবং বের হওয়ার সময় প্রথমে ডান পা দিয়ে বের হতে হবে। কেননা টয়লেটের ভেতরের চেয়ে বাহির উত্তম।[৪৬]

মাসআলা : পেশাব-পায়খানাকারীর উপর হারাম কাজ সমূহ :

(ক) বদ্ধ পানিতে পেশাব করা হারাম :

হাদীছে এসেছে,

عَنْ جَابِرٍ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُبَالَ فِيْ الْمَاءِ الرَّاكِدِ-

৪৫. আবূদাঊদ হা/১৪; তিরমিযী হা/১৪, মিশকাত হা/৩৫৯, 'পেশাব-পায়খানার শিষ্টাচার' অনুচ্ছেদ, বঙ্গানুবাদ (এমদাদিয়া) ২/৬২ পৃঃ; সিলসিলা ছহীহা হা/১০৭১।

৪৬. মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল-উছায়মীন, শারহুল মুমতে ১/১০৮; ফিক্বহুল মুয়াস্সার, ১০ পৃঃ।

জাবের (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সূত্রে বর্ণনা করেন, 'নিশ্চয়ই তিনি বদ্ধ পানিতে পেশাব করতে নিষেধ করেছেন'।[৪৭]

অন্য হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : لاَ يَبُوْلَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ وَلاَ يَغْتَسِلُ فِيْهِ مِنَ الْجَنَابَةِ-

আবু হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমাদের কেউ যেন বদ্ধ পানিতে পেশাব না করে এবং জানাবাতের অবস্থায় গোসল না করে'।[৪৮]

(খ) পেশাব করার সময় ডান হাত দ্বারা পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করা হারাম :

হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِيْ قَتَادَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ فَلاَ يَتَنَفَّسْ فِيْ الإِنَاءِ، وَإِذَا أَتَى الْخَلاَءَ فَلاَ يَمَسَّ ذَكَرَهُ بِيَمِيْنِهِ، وَلاَ يَتَمَسَّحْ بِيَمِيْنِهِ-

আবু কাতাদাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমাদের কেউ যখন পান করে, তখন সে যেন পাত্রের মধ্যে নিঃশ্বাস না ছাড়ে। আর যখন শৌচাগারে যায়, তখন তার পুরুষাঙ্গ যেন ডান হাত দিয়ে স্পর্শ না করে এবং ডান হাত দিয়ে শৌচকার্য না করে'।[৪৯]

অন্য হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِيْ قَتَادَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلاَ يَأْخُذَنَّ ذَكَرَهُ بِيَمِيْنِهِ، وَلاَ يَسْتَنْجِيْ بِيَمِيْنِهِ، وَلاَ يَتَنَفَّسْ فِيْ الإِنَاءِ.

---

৪৭. মুসলিম হা/২৮১; মিশকাত হা/৪৭৫, 'গোসল' অনুচ্ছেদ।

৪৮. বুখারী হা/২৩৯, 'আবদ্ধ পানিতে পেশাব করা' অনুচ্ছেদ, বঙ্গানুবাদ (তাওহীদ পাবলিকেশন্স) ১/১২৭ পৃঃ; আবূদাউদ হা/৭০, 'আবদ্ধ পানিতে পেশাব করা' অনুচ্ছেদ; মুসনাদে আহমাদ হা/৯৫৯৪।

৪৯. বুখারী হা/১৫৩, 'ডান হাত দিয়ে শৌচকার্য করা নিষেধ' অনুচ্ছেদ, বঙ্গানুবাদ (তাওহীদ পাবলিকেশন্স) ১/৮৬ পৃঃ; মুসলিম হা/২৬৭; মিশকাত হা/৩৪০, 'পেশাব-পায়খানার শিষ্টাচার' অনুচ্ছেদ, বঙ্গানুবাদ (এমদাদিয়া) ২/৬১পৃঃ।

আবু কাতাদাহ (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, তোমাদের কেউ যখন পেশাব করে তখন সে যেন কখনো ডান হাত দিয়ে তার পুরুষাঙ্গ না ধরে এবং ডান হাত দিয়ে শৌচকার্য না করে এবং পান করার সময় যেন পাত্রের মধ্যে নিঃশ্বাস না ছাড়ে'।[৫০]

(গ) রাস্তায়, গাছের ছায়ায়, বাগানে ফলবতী গাছের নীচে এবং পানির হাউজে পেশাব-পায়খানা করা হারাম :

হাদীছে এসেছে,

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ : اتَّقُوْا الْمَلاَعِـــنَ الثَّلاَثَ : الْبَرَازَ فِيْ الْمَوَارِدِ، وَالظِّلِّ، وَقَارِعَةِ الطَّرِيْقِ-

মু'আয ইবনু জাবাল (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'অভিশপ্ত তিন ব্যক্তি হতে তোমরা বেঁচে থাক। পানির স্থানে মল ত্যাগকারী, ছায়ায় এবং রাস্তার মাঝখানে মল ত্যাগকারী'।[৫১]

অন্য হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ اتَّقُوْا اللَّعَّانَيْنِ قَالُوْا وَمَا اللَّعَّانَانِ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ الَّذِيْ يَتَخَلَّى فِيْ طَرِيْقِ النَّاسِ أَوْ فِيْ ظِلِّهِمْ-

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমরা অভিশপ্ত দুই ব্যক্তি হতে বেঁচে থাক'। ছাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! অভিশপ্ত দুই ব্যক্তি কে? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, 'যে ব্যক্তি লোকজনের চলাচলের রাস্তায় এবং তাদের ছায়ায় পেশাব-পায়খানা করে'।[৫২]

(ঘ) পেশাব-পায়খানা করা অবস্থায় কুরআন তেলাওয়াত করা অথবা কুরআন নিয়ে পায়খানায় প্রবেশ করা হারাম : কুরআন আল্লাহ্র কালাম বা কথা, যা

---

৫০. বুখারী হা/১৫৪, 'ডান হাত দিয়ে শৌচকার্য করা নিষেধ' অনুচ্ছেদ, বঙ্গানুবাদ (তাওহীদ পাবলিকেশন্স) ১/৮৭ পৃঃ।

৫১. আবুদাউদ হা/২৬; ইবনু মাজাহ হা/৩২৮, মিশকাত হা/৩৫৫, 'পেশাব-পায়খানার শিষ্টাচার' অনুচ্ছেদ, বঙ্গানুবাদ (এমদাদিয়া) ২/৬৫ পৃঃ; আলবানী, সনদ হাসান, দ্র: ইরওয়াউল গালীল ১/১০০।

৫২. মুসলিম হা/২৬৯, 'রাস্তায় পেশাব-পায়খানা করা নিষেধ' অনুচ্ছেদ।

অন্যান্য সকল কালাম অপেক্ষা ফযীলতপূর্ণ ও সম্মানিত। অতএব পেশাব-পায়খানায় কুরআন নিয়ে প্রবেশ করা অথবা কুরআন তেলাওয়াত করা হারাম।

(ঙ) হাড্ডি, গোবর এবং খাদ্য দ্বারা কুলুখ করা :

হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضى الله عنه أَنَّهُ كَانَ يَحْمِلُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِدَاوَةً لِوَضُوْئِه وَحَاجَتِه، فَبَيْنَمَا هُوَ يَتْبَعُهُ بِهَا فَقَالَ مَنْ هَذَا فَقَالَ أَنَا أَبُوْ هُرَيْرَةَ فَقَالَ ابْغِنِيْ أَحْجَارًا أَسْتَنْفِضْ بِهَا، وَلاَ تَأْتِنِيْ بِعَظْمٍ وَلاَ بِرَوْثَة فَأَتَيْتُهُ بِأَحْجَارٍ أَحْمِلُهَا فِيْ طَرَفِ ثَوْبِيْ حَتَّى وَضَعْتُ إِلَى جَنْبِه ثُمَّ انْصَرَفْتُ، حَتَّى إِذَا فَرَغَ مَشَيْتُ، فَقُلْتُ مَا بَالُ الْعَظْمِ وَالرَّوْثَة قَالَ هُمَا مِنْ طَعَامِ الْجِنِّ، وَإِنَّهُ أَتَانِيْ وَفْدُ جِنِّ نَصِيْبِيْنَ وَنِعْمَ الْجِنُّ، فَسَأَلُوْنِيْ الزَّادَ، فَدَعَوْتُ اللهَ لَهُمْ أَنْ لاَ يَمُرُّوْا بِعَظْمٍ وَلاَ بِرَوْثَةٍ إِلاَّ وَجَدُوْا عَلَيْهَا طَعَامًا-

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি নবী করীম (ছাঃ)-এর ওযূ ও ইস্তিন্জার ব্যবহারের জন্য পানি ভর্তি পাত্র নিয়ে পিছনে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ তিনি তাকিয়ে বললেন, কে? আমি বললাম, আমি আবু হুরায়রাহ। তিনি বললেন, আমাকে কয়েকটি পাথর তালাশ করে দাও। আমি তা দিয়ে ইস্তিন্জা করব। তবে হাড্ডি ও গোবর আনবে না। আমি আমার কাপড়ের কিনারায় কয়েকটি পাথর এনে তাঁর কাছে রেখে দিলাম এবং আমি সেখান থেকে কিছুটা দূরে গেলাম। তিনি যখন ইস্তিন্জা হতে বের হলেন, তখন আমি এগিয়ে তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, হাড্ডি ও গোবরের ব্যাপার কি? তিনি বললেন, এগুলো জিনের খাবার। আমার কাছে নাছীবীন নামক জায়গা হতে জিনের একটি প্রতিনিধি দল এসেছিল। তারা ভাল জিন ছিল। তারা আমার কাছে খাদ্যদ্রব্যের আবেদন জানাল। তখন আমি আল্লাহ্র নিকট দো'আ করলাম যে, যখন কোন হাড্ডি বা গোবর তারা লাভ করে তখন তারা যেন তাতে খাদ্য পায়।[৫৩]

৫৩. বুখারী হা/৩৮৬০, 'জিনদের উল্লেখ' অনুচ্ছেদ, বঙ্গানুবাদ (তাওহীদ পাবলিকেশন্স) ৩/৬১৭ পৃঃ।

অন্য হাদীছে এসেছে, عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُوْلُ نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُتَمَسَّحَ بِعَظْمٍ أَوْ بِبَعْرٍ– আবু যুবাইর (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি জাবের (রাঃ)-কে বলতে শুনেছেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিষেধ করেছেন হাড্ডি ও গোবর দ্বারা ইস্তিন্জা করতে'।[৫৪]

অত্র হাদীছদ্বয় হতে জানা যায় যে, পাথর বা তার বিকল্প জিনিস যথা- ঢিলা, টিস্যু, কাগজ ইত্যাদি দিয়ে ইস্তিন্জা করা বৈধ। কিন্তু হাড্ডি গোবর দ্বারা ইস্তিন্জা করা হারাম। কেননা তা জিনের খাদ্য।

(চ) মুসলমানদের কবরে এবং বাজারের মধ্যে পেশাব-পায়খানা করা হারাম : হাদীছে এসেছে,

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : لأَنْ أَمْشِيَ عَلَى جَمْرَةٍ، أَوْ سَيْفٍ، أَوْ أَخْصِفَ نَعْلِيْ بِرِجْلِيْ، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَمْشِيَ عَلَى قَبْرِ مُسْلِمٍ، وَمَا أُبَالِيْ أَوْسَطَ الْقُبُوْرِ قَضَيْتُ حَاجَتِيْ، أَوْ وَسَطَ السُّوْقِ–

উকবা ইবনে আমের (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'কোন মুসলমানের কবরের উপর দিয়ে আমার হেঁটে যাওয়া অপেক্ষা জ্বলন্ত অঙ্গারের উপর দিয়ে অথবা তরবারির উপর দিয়ে হেঁটে যাওয়া অথবা আমার জুতাজোড়া আমার পায়ের সাথে সেলাই করা আমার নিকট অধিক প্রিয়। কবরস্থানে পায়খানা করা এবং বাজারের মাঝখানে পায়খানা করার মধ্যে আমি কোন পার্থক্য দেখি না'।[৫৫]

মাসআলা : পেশাব-পায়খানাকারীর জন্য মাকরূহ বা অপসন্দনীয় কাজ সমূহ :

(ক) খোলা জায়গায় প্রবাহিত বাতাসের বিপরীত মুখে পেশাব করতে বসা মাকরূহ : কেননা তাতে পেশাব শরীরে লেগে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে যা থেকে সতর্কতা অবলম্বন করা অপরিহার্য। কেননা হাদীছে এসেছে,

৫৪. মুসলিম হা/২৬৩।
৫৫. ইবনু মাজাহ হা/১৫৬৭, আলবানী, সনদ ছহীহ। দ্রঃ ইরওয়াউল গালীল ১/১০২।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَرَّ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى قَبْرَيْنِ فَقَالَ إِنَّهُمَا يُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِيْ كَبِيْرٍ أَمَّا هَذَا فَكَانَ لاَ يَسْتَنْزِهُ مِنَ الْبَوْلِ وَأَمَّا هَذَا فَكَانَ يَمْشِيْ بِالنَّمِيْمَةِ-

ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) দু'টি কবরের পার্শ্ব দিয়ে অতিক্রম করছিলেন। অতঃপর তিনি বললেন, নিশ্চয়ই এই দুই ব্যক্তি শাস্তি ভোগ করছে। কিন্তু তারা বড় কোন অপরাধের কারণে শাস্তি ভোগ করছে না। তার মধ্যে এই ব্যক্তি প্রসাব থেকে সতর্ক থাকত না। আর এই ব্যক্তি চোগলখোরী করে বেড়াত'।[৫৬]

(খ) পেশাব-পায়খানা করা অবস্থায় সালাম ও উত্তর দেওয়া মাকরূহ :

হাদীছে এসেছে, عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلاً مَرَّ وَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَبُوْلُ فَسَلَّمَ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ- ইবনু ওমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, এক ব্যক্তি পথ চলছিলেন এবং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) পেশাব করছিলেন। অতঃপর ঐ ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে সালাম দিলেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কোন উত্তর দিলেন না'।[৫৭]

(গ) কোন যরূরী প্রয়োজন ছাড়া আল্লাহ্র নাম লিখিত জিনিস নিয়ে পায়খানায় প্রবেশ করা মাকরূহ বা অপসন্দনীয়। কেননা তাতে আল্লাহ নামের অসম্মান করা হয়।

পক্ষান্তরে যদি যরূরী প্রয়োজনে কেউ আল্লাহর নাম লিখা আছে এমন জিনিস নিয়ে টয়লেটে প্রবেশ করে তাহলে তাতে কোন সমস্যা নেই। যেমন- টাকার উপরে যদি আল্লাহ্র নাম লিখা থাকে, তাহলে তা নিয়ে টয়লেটে প্রবেশ করলে কোন সমস্যা নেই। কেননা তা বাইরে রেখে প্রবেশ করলে হারিয়ে যাওয়ার অথবা ভুলে যাওয়ার আশংকা থাকে। তবে কুরআন নিয়ে টয়লেটে প্রবেশ করা তা প্রকাশ্যে হোক বা গোপনে হোক, হারিয়ে যাওয়ার বা ভুলে যাওয়ার আশংকা থাকুক বা নাই থাকুক তা হারাম।[৫৮]

---

৫৬. আবু দাউদ হা/২০; নাসাঈ হা/৩১, ৬৯; ইবনু মাজাহ হা/৩৪৭, হাদীছ ছহীহ।
৫৭. মুসলিম হা/৩৭০, 'তায়াম্মুম' অনুচ্ছেদ।
৫৮. মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল-উছায়মীন, শারহুল মুমতে ১/১১৩-১১৪ পৃঃ।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

মিসওয়াক সম্পর্কিত মাসআলা

পরিচিতি : খাদ্যকণা ও মুখের দুর্গন্ধ দূর করার জন্য কাঠি, ডাল বা অনুরূপ কিছু দ্বারা দাঁত পরিষ্কার করাকে মিসওয়াক বলে।

মাসআলা : মিসওয়াক করার হুকুম :

মিসওয়াক করা সুন্নাত। এমনকি ছিয়াম অবস্থায়ও দিনের প্রথম বা শেষ ভাগে যখনই হোক না কেন মিসওয়াক করলে কোন সমস্যা নেই। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মিসওয়াক করার প্রতি জোর তাকীদ প্রদান করেছেন।

হাদীছে এসেছে,

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السِّوَاكُ مَطْهَــرَةٌ لِلْفَــمِ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ-

আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'মিসওয়াক হল মুখ পরিষ্কারকারী এবং আল্লাহ্‌র সন্তোষ লাভের উপায়।[৫৯]

অন্য হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِيْ أَوْ عَلَى النَّاسِ لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ صَلاَةٍ-

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'আমার উম্মতের জন্য বা তিনি বলেছেন, লোকদের জন্য যদি কঠিন মনে না করতাম, তাহলে প্রত্যেক ছালাতের সাথে তাদেরকে মিসওয়াক করার নির্দেশ দিতাম'।[৬০]

---

৫৯. নাসাঈ হা/৫, 'মিসওয়াক করার প্রতি উৎসাহ প্রদান' অনুচ্ছেদ; মিশকাত হা/৩৮১, 'মিসওয়াক করা' অনুচ্ছেদ, বঙ্গানুবাদ (এমদাদিয়া) ২/৭৪ পৃঃ, আলবানী, সনদ ছহীহ, দ্রঃ ইরওয়াউল গালীল ১/১০৫।

মাসআলা : কখন মিসওয়াক করা যরূরী?

(ক) ওযূ করার সময় মিসওয়াক করা যরূরী।

হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِيْ لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ وُضُوْءٍ-

আবু হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যদি আমি আমার উম্মতের উপর কঠিন মনে না করতাম তাহলে প্রত্যেক ওযূর সাথে তাদেরকে মিসওয়াক করার নির্দেশ দিতাম'।[৬১]

(খ) ঘুম থেকে জেগে মিসওয়াক করা জরুরী। অর্থাৎ মানুষ যখন ঘুমিয়ে থাকে তখন দীর্ঘ সময় মুখ বন্ধ থাকে, এতে মুখে গন্ধ হয়। তাই ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার পরে এবং অন্য কোন সময় দীর্ঘক্ষণ মুখ বন্ধ রাখলে অথবা মুখের গন্ধ পরিবর্তন হলে মিসওয়াক করা যরূরী।

হাদীছে এসেছে,

عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا قَامَ لِلتَّهَجُّدِ مِنَ اللَّيْلِ يَشُوْصُ فَاهُ بِالسِّوَاكِ-

হুযায়ফা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (ছাঃ) রাতের বেলা যখন তাহাজ্জুদ ছালাতের জন্য উঠতেন, তখন মিসওয়াক দ্বারা তাঁর মুখ পরিষ্কার করে নিতেন'।[৬২]

---

৬০. বুখারী হা/৮৮৭, 'জুম'আর দিন মিসওয়াক করা' অনুচ্ছেদ, বঙ্গানুবাদ (তাওহীদ পাবলিকেশন্স) ১/৪১১ পৃঃ; মিশকাত হা/৩৭৬, 'মিসওয়াক করা' অনুচ্ছেদ, বঙ্গানুবাদ (এমদাদিয়া) ২/৭২ পৃঃ।

৬১. বুখারী, 'ছায়েমের জন্য কাঁচা বা শুকনো মিসওয়াক ব্যবহার করা' অনুচ্ছেদ, বঙ্গানুবাদ (তাওহীদ পাবলিকেশন্স) ২/৩০৮ পৃঃ।

৬২. বুখারী হা/১১৩৬, 'তাহাজ্জুদের ছালাত দীর্ঘ করা' অনুচ্ছেদ, বঙ্গানুবাদ (তাওহীদ পাবলিকেশন্স) ১/৫৫২ পৃঃ; মুসলিম হা/২৫৫; মিশকাত হা/৩৭৮, বঙ্গানুবাদ (এমদাদিয়া) ২/৭৩ পৃঃ।

(গ) কুরআন তেলাওয়াত এবং ছালাত আদায় করার সময় মিসওয়াক করা যরূরী।

রাসূল (ছাঃ) বলেছেন,

إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا قَامَ يُصَلِّيْ أَتَاهُ الْمَلَكُ فَقَامَ خَلْفَهُ يَسْتَمِعُ الْقُرْآنَ وَيَدْنُو، فَلاَ يَزَالُ يَسْتَمِعُ وَيَدْنُو حَتَّى يَضَعَ فَاهُ عَلَى فِيْهِ، فَلاَ يَقْرَأُ آيَةً إِلاَّ كَانَتْ فِيْ جَوْفِ الْمَلَكِ

‘বান্দা যখন ছালাতের জন্য দণ্ডায়মান হয় এবং তেলাওয়াত করে, ফেরেশতা তার পিছনে দাঁড়িয়ে তেলাওয়াত শুনতে থাকে এবং শুনতে শুনতে তার নিকটবর্তী হয়। অবশেষে সে তার মুখকে বান্দার মুখের সাথে লাগিয়ে দেয়। ফলে সে যা কিছু তেলাওয়াত করে, তা ফেরেশতার মুখগহ্বরেই পতিত হয়। অতএব طَهِّرُوْا أَفْــوَاهَكُمْ لِلْقُــرْآنِ ‘তোমরা (ছালাতে) কুরআন তেলাওয়াতের জন্য মুখকে পরিচ্ছন্ন কর’।[৬৩]

(ঘ) মসজিদে এবং বাড়িতে প্রবেশ করলে মিসওয়াক করা যরূরী।

হাদীছে এসছে,

عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ قُلْتُ بِأَىِّ شَىْءٍ كَانَ يَبْدَأُ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ قَالَتْ بِالسِّوَاكِ-

মিকদাম ইবনে শুরাইহ (রাঃ) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন বাড়িতে প্রবেশ করতেন তখন তিনি কি দ্বারা কাজ আরম্ভ করতেন? আয়েশা (রাঃ) বললেন, তিনি মিসওয়াক দ্বারা আরম্ভ করতেন।[৬৪]

মাসআলা : কোন্ জিনিস দ্বারা মিসওয়াক করা সুন্নাত?

---

৬৩. বায়হাক্বী, বাযযার; সিলসিলা ছহীহাহ হা/১২১৩।
৬৪. মুসলিম, হা/২৫৩; মিশকাত হা/৩৭৭, বঙ্গানুবাদ (এমদাদিয়া) ২/৭২ পৃঃ।

গাছের তরতাজা ডাল, যা মুখকে ক্ষত করে না এমন বস্তু দ্বারা মিসওয়াক করা সুন্নাত।[৬৫]

মাসআলা : মিসওয়াক করার উপকারিতা :

মিসওয়াক করার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভ করা যায়। যেমনটি মা আয়েশা (রাঃ) বর্ণিত হাদীছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন যে, السِّوَاكُ مَطْهَــرَةٌ لِلْفَمِ مَرْضَـــاةٌ لِلـــرَّبِّ 'মিসওয়াক হল মুখ পরিষ্কারকারী এবং আল্লাহ্র সন্তোষ লাভের উপায়।[৬৬]

অতএব প্রত্যেক মুসলিমের উচিত এই কল্যাণকর কাজ ত্যাগ না করে এই সুন্নাতের বাস্তবায়ন করা। এছাড়া মিসওয়াকের আরো অনেক উপকারিতা রয়েছে। যেমন- মিসওয়াক করলে দাঁত মযবুত হয়, মাঢ়ি মযবুত হয়, কণ্ঠ পরিষ্কার হয় এবং মনে প্রফুল্লতা আসে।

মাসআলা : মানুষের প্রকৃতিগত সুন্নাত :

মানুষের প্রকৃতিগত সুন্নাত পাঁচটি।

হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ الاِسْتِحْدَادُ وَالْخِتَانُ وَقَصُّ الشَّارِبِ وَنَتْفُ الإِبْطِ وَتَقْلِيْمُ الأَظْفَارِ-

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, 'ফিতরাত (অর্থাৎ মানুষের জন্মগত স্বভাব) পাঁচটি : ক্ষুর ব্যবহার করা (নাভির নিম্নে), খাতনা করা, গোঁফ খাটো করা, বগলের পশম উপড়ে ফেলা ও নখ কাটা'।[৬৭]

---

৬৫. ছালেহ বিন ফাওযান, আল-মুলাক্ষাছুল ফিক্বহী ১/৩৫ পৃঃ; আল-ফিক্বহুল মুয়াস্সার ১৪ পৃঃ।

৬৬. নাসাঈ হা/৫, 'মিসওয়াক করার প্রতি উৎসাহ প্রদান' অনুচ্ছেদ; মিশকাত হা/৩৮১, 'মিসওয়াক করা' অনুচ্ছেদ, বঙ্গানুবাদ (এমদাদিয়া) ২/৭৪ পৃঃ, আলবানী, সনদ ছহীহ, দ্র: ইরওয়াউল গালীল ১/১০৫।

৬৭. বুখারী হা/৫৮৮৯, 'গোঁফ ছাটা' অনুচ্ছেদ, বাংলা অনুবাদ (তাওহীদ পাবলিকেশন্স) ৫/৪০৪ পৃঃ; মুসলিম হা/২৫৭।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

ওযূ সম্পর্কিত মাসআলা

মাসআলা : ওযূর পরিচয় :

الْوُضُوْء -এর আভিধানিক অর্থ : الْوُضُوْء শব্দটি الوضاءة মাছদার হতে নির্গত। এর আভিধানিক অর্থ হল, উত্তমতা ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা।

الْوُضُوْء -এর পারিভাষিক অর্থ : ইবাদতের উদ্দেশ্যে শরী'আতের নির্দিষ্ট নিয়মে ওযূর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সমূহে পানি ব্যবহার করার নাম ওযূ।[৬৮]

الْوُضُوْء -এর হুকুম :

ওযূ ভঙ্গ হয়েছে এমন ব্যক্তি ছালাত আদায়ের ও পবিত্র কা'বা গৃহ তাওয়াফের ইচ্ছা করলে তার উপর ওযূ করা ওয়াজিব।[৬৯]

الْوُضُوْء ওয়াজিব হওয়ার দলীল :

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوْا بِرُءُوْسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوْا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوْا مَاءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَأَيْدِيْكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيْدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيْدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ-

'হে মুমিনগণ! যখন তোমরা ছালাতে দণ্ডায়মান হতে চাও, তখন তোমাদের মুখমণ্ডল ও কনুই পর্যন্ত হাত ধৌত কর, মাথা মাসাহ কর এবং টাখনু পর্যন্ত পা (ধৌত কর) এবং যদি তোমরা অপবিত্র থাক, তবে ভালভাবে পবিত্র হও। আর

---

৬৮. *ফিক্বহুল মুয়াস্সার ১৭ পৃঃ।*
৬৯. *তদেব।*

যদি অসুস্থ হও কিংবা সফরে থাক অথবা যদি তোমাদের কেউ পায়খানা থেকে আসে অথবা তোমরা যদি স্ত্রীদের সাথে সহবাস কর অতঃপর পানি না পাও, তবে পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম কর। সুতরাং তোমাদের মুখ ও হাত তা দ্বারা মাসাহ কর। আল্লাহ তোমাদের উপর কোন সমস্যা সৃষ্টি করতে চান না, বরং তিনি চান তোমাদের পবিত্র করতে এবং তার নে'মত তোমাদের উপর পূর্ণ করতে, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর' *(মায়েদা ৫/৬)*।

হাদীছে এসেছে,

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ إِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُوْلُ لاَ تُقْبَلُ صَلاَةٌ بِغَيْرِ طُهُوْرٍ وَلاَ صَدَقَةٌ مِنْ غُلُوْلٍ-

ইবনু ওমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, 'পবিত্রতা ব্যতীত ছালাত এবং হারাম মালের দান কবুল হয় না'।[৭০]

অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, لاَ تُقْبَلُ صَلاَةُ مَنْ أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ- 'যে ব্যক্তির ওযূ ভঙ্গ হয়েছে তার ছালাত হবে না যতক্ষণ না সে ওযূ করে'।[৭১]

মাসআলা : ওযূর ফযীলত :

পবিত্রতা অর্জনের অন্যতম মাধ্যম ওযূ। এর অনেক ফযীলত রয়েছে। নিম্নে এ সম্পর্কে আলোচনা পেশ করা হল।-

(ক) ওযূ ঈমানের অর্ধেক : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, اَلطُّهُوْرُ شَطْرُ الإِيْمَانِ 'পবিত্রতা ঈমানের অর্ধেক'।[৭২] তিনি অন্যত্র বলেন, اَلْوُضُوْءُ شَطْرُ الإِيْمَانِ 'ওযূ

৭০. মুসলিম হা/২২৪; মিশকাত হা/৩০১, বাংলা অনুবাদ (এমদাদিয়া) ২/৪৮ পৃঃ।

৭১. বুখারী হা/১৩৫, 'পবিত্রতা ব্যতীত ছালাত কবুল হবে না' অনুচ্ছেদ, বঙ্গানুবাদ (তাওহীদ পাবলিকেশন্স) ১/৮৫; মুসলিম হা/২২৫; মিশকাত হা/৩০০, বঙ্গানুবাদ (এমদাদিয়া) ২/৪৮ পৃঃ।

৭২. মুসলিম হা/২২৩, 'ওযূর ফযীলত' অনুচ্ছেদ; মিশকাত হা/২৮১, বঙ্গানুবাদ (এমদাদিয়া) ২/৩৭ পৃঃ।

ঈমানের অর্ধেক'।[৭৩] তিনি অন্যত্র বলেন, إِسْبَاغُ الْوُضُوْءِ شَطْرُ الإِيْمَانِ 'পরিপূর্ণ ওযূ ঈমানের অর্ধেক'।[৭৪]

(খ) ওযূ ছোট পাপের কাফ্ফারা : এ মর্মে হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ إِذَا تَوَضَّأَ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ أَوِ الْمُؤْمِنُ فَغَسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَ مِنْ وَجْهِهِ كُلُّ خَطِيْئَةٍ نَظَرَ إِلَيْهَا بِعَيْنَيْهِ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ، فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيْئَةٍ كَانَ بَطَشَتْهَا يَدَاهُ مَعَ الْمَاءِ، أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ، فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتْ كُلُّ خَطِيْئَةٍ مَشَتْهَا رِجْلاَهُ مَعَ الْمَاءِ، أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ، حَتَّى يَخْرُجَ نَقِيًّا مِنَ الذُّنُوْبِ-

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'কোন মুসলিম অথবা মুমিন বান্দা ওযূ করার সময় যখন মুখমণ্ডল ধুয়ে ফেলে তখন তার চোখ দিয়ে অর্জিত পাপ পানির সাথে অথবা (তিনি বলেছেন,) পানির শেষ বিন্দুর সাথে বের হয়ে যায়। যখন সে উভয় হাত ধৌত করে তখন তার দু'হাতের স্পর্শের মাধ্যমে অর্জিত পাপ পানির সাথে অথবা পানির শেষ বিন্দুর সাথে ঝরে যায়। অতঃপর যখন সে উভয় পা ধৌত করে তখন তার দু'পা দিয়ে হাঁটার মাধ্যমে অর্জিত পাপ পানির সাথে অথবা পানির শেষ বিন্দুর সাথে ঝরে যায়। এইভাবে সে যাবতীয় পাপ থেকে মুক্ত ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে যায়'।[৭৫]

অন্য হাদীছে এসেছে,

عَنْ حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ قَالَ أَتَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ بِوَضُوْءٍ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ قَالَ إِنَّ نَاسًا يَتَحَدَّثُوْنَ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَحَادِيْثَ لاَ أَدْرِيْ مَا هِيَ إِلاَّ

---

৭৩. *তিরমিযী হা/৩৫১৭, আলবানী, সনদ ছহীহ।*

৭৪. *ইবনু মাজাহ হা/২৮০, 'পবিত্রতা' অধ্যায়, 'ওযূ ঈমানের অর্ধেক' অনুচ্ছেদ, নাসাঈ হা/২৪৩৭, আলবানী, সনদ ছহীহ।*

৭৫. *মুসলিম হা/২৪৪, 'ওযূর পানির সাথে পাপ সমূহ বের হয়ে যায়' অনুচ্ছেদ; মিশকাত হা/২৮৫, বঙ্গানুবাদ (এমদাদিয়া) ২/৩৯ পৃঃ।*

أَنِّيْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم تَوَضَّأَ مِثْلَ وُضُوئِيْ هَذَا ثُمَّ قَالَ مَنْ تَوَضَّأَ هَكَذَا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَكَانَتْ صَلاَتُهُ وَمَشْيُهُ إِلَى الْمَسْجِدِ نَافِلَةً-

ওছমান (রাঃ)-এর আযাদকৃত দাস হুমরান থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ওছমান ইবনু আফ্ফান (রাঃ)-এর জন্য ওযূর পানি নিয়ে আসলে তিনি ওযূ করে বললেন, লোকেরা রাসূল (ছাঃ) থেকে বেশ কিছু হাদীছ বর্ণনা করে থাকে। ঐ হাদীছগুলো কি তা আমার জানা নেই। তবে আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে আমার এই ওযূর ন্যায় ওযূ করতে দেখেছি। তারপর তিনি বলেছেন, 'যে ব্যক্তি এভাবে ওযূ করে তার পূর্বের সকল গুনাহ মাফ করে দেওয়া হয়। ফলে তার ছালাত ও মসজিদে যাওয়া অতিরিক্ত আমল হিসাবে গণ্য হয়'।[৭৬]

(গ) ওযূ বান্দার মর্যাদা বৃদ্ধি করে :

হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ أَلاَ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو اللهُ بِهِ الْخَطَايَا وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ. قَالُوْا بَلَى يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ إِسْبَاغُ الْوُضُوْءِ عَلَى الْمَكَارِهِ وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ وَانْتِظَارُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الصَّلاَةِ فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ-

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'আমি কি তোমাদেরকে (এমন কাজ) জানাবো না, যা করলে আল্লাহ বান্দার গুনাসমূহ ক্ষমা করেন এবং মর্যাদা বৃদ্ধি করেন? লোকেরা বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনি বলুন। তিনি বললেন, কষ্টকর অবস্থায় থেকেও পুর্ণাঙ্গরূপে ওযূ করা, ছালাতের জন্য মসজিদে বার বার যাওয়া এবং এক ছালাতের পর আর এক ছালাতের জন্য অপেক্ষা করা। আর এই কাজগুলোই হল সীমান্ত প্রহরা'।[৭৭]

(ঘ) ওযূ জান্নাত লাভের মাধ্যম :

---

৭৬. মুসলিম হা/২২৯; ইবনু মাজাহ হা/২৮২।
৭৭. মুসলিম হা/২৫১; মিশকাত হা/২৮২, বঙ্গানুবাদ (এমদাদিয়া) ২/৩৮ পৃঃ।

হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِبِلاَلٍ عِنْدَ صَلاَةِ الْفَجْرِ يَا بِلاَلُ حَدِّثْنِيْ بِأَرْجَى عَمَلٍ عَمِلْتَهُ فِيْ الإِسْلاَمِ فَإِنِّيْ سَمِعْتُ دَفَّ نَعْلَيْكَ بَيْنَ يَدَيَّ فِيْ الْجَنَّةِ قَالَ مَا عَمِلْتُ عَمَلاً أَرْجَى عِنْدِيْ أَنِّيْ لَمْ أَتَطَهَّرْ طُهُوْرًا فِيْ سَاعَةِ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ إِلاَّ صَلَّيْتُ بِذَلِكَ الطُّهُوْرِ مَا كُتِبَ لِيْ أَنْ أُصَلِّيَ-

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একদা ফজরের ছালাতের সময় বেলাল (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেন, 'হে বেলাল! ইসলাম গ্রহণের পর সর্বাধিক সন্তোষজনক যে আমল তুমি করেছ, তা আমাকে বল। কেননা জান্নাতে (মি'রাজের রাতে) আমি আমার সামনে তোমার পাদুকার আওয়াজ শুনতে পেয়েছি। বেলাল (রাঃ) বললেন, আমার নিকট এর চেয়ে (অধিক) সন্তোষজনক কিছু আমি করিনি যে, দিন-রাত যখনই যে কোন প্রহরে আমি পবিত্রতা অর্জন করেছি, তখনই সে তাহারাত দ্বারা ছালাত আদায় করেছি, যে পরিমাণ ছালাত আদায় করা আমার তাক্বদীরে লেখা ছিল'।[৭৮]

(ঙ) ওযূ অন্যান্য উম্মাতের সাথে উম্মাতে মুহাম্মাদীর পার্থক্যকারী :

একটি হাদীছে এসেছে, ছাহাবীগণ বললেন,

كَيْفَ تَعْرِفُ مَنْ لَمْ يَأْتِ بَعْدُ مِنْ أُمَّتِكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ فَقَالَ أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلاً لَهُ خَيْلٌ غُرٌّ مُحَجَّلَةٌ بَيْنَ ظَهْرَىْ خَيْلٍ دُهْمٍ بُهْمٍ أَلاَ يَعْرِفُ خَيْلَهُ. قَالُوْا بَلَى يَا رَسُوْلَ اللهِ. قَالَ فَإِنَّهُمْ يَأْتُوْنَ غُرًّا مُحَجَّلِيْنَ مِنَ الْوُضُوْءِ وَأَنَا فَرَطُهُمْ عَلَى الْحَوْضِ-

অর্থাৎ হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনি আপনার উম্মাতের এমন লোকদের কিভাবে চিনবেন যারা এখনও দুনিয়াতেই আসেনি? উত্তরে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, বল দেখি, যদি কোন ব্যক্তির নিকট কাল এক রঙ্গা বহু ঘোড়ার মধ্যে একদল

৭৮. বুখারী হা/১১৪৯, 'রাতে ও দিনে পবিত্রতা অর্জনের মর্যাদা' অনুচ্ছেদ, বঙ্গানুবাদ (তাওহীদ পাবলিকেশন্স) ১/৫৫৭ পৃঃ; মুসলিম হা/২৪৫৮।

ধবধবে সাদা কপাল ও সাদা হাত-পা বিশিষ্ট ঘোড়া থাকে, সে কি তার ঘোড়া সমূহ চিনতে পারবে না? তারা বললেন, হ্যাঁ, হে আল্লাহ্র রাসূল! তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, আমার উম্মতের লোকেরও ওযূর কারণে (ক্বিয়ামতের দিন) সেইরূপ ধবধবে সাদা কপাল ও সাদা হাত-পা অবস্থায় উপস্থিত হবে আর আমি হাউযে কাওছারের নিকট তাদের অগ্রগামী হিসাবে উপস্থিত থাকব'।[৭৯]

(চ) ওযূ শয়তানের গিঁট খোলার অন্যতম মাধ্যম :

হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ يَعْقِدُ الشَّيْطَانُ عَلَى قَافِيَةِ رَأْسِ أَحَدِكُمْ إِذَا هُوَ نَامَ ثَلاَثَ عُقَدٍ يَضْرِبُ كُلَّ عُقْدَةٍ عَلَيْكَ لَيْلٌ طَوِيْلٌ فَارْقُدْ فَإِنِ اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ اللهَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ فَإِنْ تَوَضَّأَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ فَإِنْ صَلَّى انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ فَأَصْبَحَ نَشِيْطًا طَيِّبَ النَّفْسِ وَإِلاَّ أَصْبَحَ خَبِيْثَ النَّفْسِ كَسْلاَنَ-

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমাদের কেউ যখন ঘুমিয়ে পড়ে তখন শয়তান তার ঘাড়ের পশ্চাদাংশে তিনটি গিঁট দেয়। প্রতি গিঁটে সে এ বলে চাপড়ায়, তোমার সামনে রয়েছে দীর্ঘ রাত, অতএব তুমি শুয়ে থাক। অতঃপর সে যদি জাগ্রত হয়ে আল্লাহকে স্মরণ করে তাহলে একটি গিঁট খুলে যায়। পরে ওযূ করলে আরেকটি গিঁট খুলে যায়। অতঃপর ছালাত আদায় করলে আরেকটি গিঁট খুলে যায়। তখন তার প্রভাত হয় উৎফুল্ল মনে ও অনাবিল চিত্তে। অন্যথা সে সকালে উঠে কলুষ কালিমা ও আলস্য সহকারে'।[৮০]

মাসআলা : ওযূ কার উপর ও কখন ওয়াজিব?

---

৭৯. মুসলিম হা/২৪৯; মিশকাত হা/২৯৮, 'ওযূর মাহাত্ম্য' অনুচ্ছেদ, বঙ্গানুবাদ (এমদাদিয়া) ২/৪৫ পৃঃ।

৮০. বুখারী হা/১১৪২, 'তাহাজ্জুদ' অধ্যায়, বঙ্গানুবাদ (তাওহীদ পাবলিকেশন্স) ১/৫৫৪ পৃঃ; মিশকাত হা/১২১৯।

মুসলিম, প্রাপ্ত বয়স্ক এবং জ্ঞান সম্পন্ন মানুষ যদি ছালাত আদায়ের ইচ্ছা করে অথবা কা'বা শরীফ তাওয়াফ করার ইচ্ছা করে তাহলে তার উপর ওযূ করা ওয়াজিব।

মাসআলা : ওযূর শর্ত সমূহ :

ওযূর কিছু শর্ত, ফরয এবং সুন্নাত কাজ রয়েছে। শর্ত এবং ফরয অবশ্যই আদায় করতে হবে। অজ্ঞতাবশত হোক অথবা ভুলবশত হোক যে কোন কারণে ওযূর শর্ত এবং ফরয কাজ সমূহ ছেড়ে দিলে ওযূ শুদ্ধ হবে না। আর সুন্নাত কাজ সমূহ যদি অজ্ঞতাবশত অথবা ভুলবশত ছুটে যায় তাহলে ওযূ শুদ্ধ হবে। কিন্তু তার ছওয়াব থেকে সে বঞ্চিত হবে।

ওযূর শর্ত সমূহ ৮ টি :

১- الإسلام অর্থাৎ ওযূকারী ব্যক্তিকে অবশ্যই মুসলিম হতে হবে। কেননা আল্লাহ তা'আলা কোন কাফিরের ইবাদত কবুল করবেন না। তিনি বলেন,

وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوْا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُوْرًا–

'আমি তাদের (কাফিরদের) কৃতকর্মের প্রতি লক্ষ্য করব, অতঃপর সেগুলিকে বিক্ষিপ্ত ধুলিকণায় পরিণত করব' *(ফুরক্বান ২৫/২৩)*।

তিনি অন্যত্র বলেন,

وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوْا بِاللهِ وَبِرَسُوْلِهِ وَلَا يَأْتُوْنَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلَا يُنْفِقُوْنَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُوْنَ–

'তাদের (কাফিরদের) দান গ্রহণ করা নিষেধ করা হয়েছে এইজন্য যে, তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অস্বীকার করে, ছালাতে শৈথিল্যের সহিত উপস্থিত হয় এবং অনিচ্ছাকৃতভাবে দান করে' *(তাওবা ৯/৫৪)*।

২-৩ العقل و التمييز অর্থাৎ জ্ঞান সম্পন্ন এবং প্রাপ্ত বয়স্ক হতে হবে। কেননা পাগল এবং শিশুর উপর থেকে আল্লাহ তা'আলা কলম উঠিয়ে নিয়েছেন।

হাদীছে এসেছে,

عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَعَنِ الْمَجْنُوْنِ حَتَّى يَعْقِلَ-

আলী (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, 'তিন শ্রেণীর ব্যক্তির উপর থেকে আল্লাহ তা'আলা কলম উঠিয়ে নিয়েছেন। ঘুমন্ত ব্যক্তি যতক্ষণ পর্যন্ত সে জাগ্রত না হয়, অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালক, যতক্ষণ না সাবালেগ হয় এবং পাগল যতক্ষণ তার জ্ঞান ফিরে না আসে।[৮১]

অতএব পাগল যতক্ষণ পর্যন্ত তার জ্ঞান ফিরে না আসে এবং অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালক, যতক্ষণ না সাবালেগ হয়। ততক্ষণ পর্যন্ত তার ওযূ শুদ্ধ হবে না।

৪- النية অর্থাৎ ওযূ শুদ্ধ হওয়ার জন্য নিয়ত ছহীহ হতে হবে।

রাসূল (ছাঃ) বলেন,

إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا، أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ-

'নিশ্চয়ই প্রত্যেক কাজ নিয়তের উপর নির্ভরশীল। আর মানুষ তার নিয়ত অনুযায়ী প্রতিফল পাবে। তাই যার হিজরত হবে ইহকাল লাভের অথবা কোন মহিলাকে বিবাহ করার উদ্দেশ্যে, তার হিজরত সেদিকেই গণ্য হবে, যে জন্য সে হিজরত করেছে'।[৮২]

অতএব প্রত্যেকটি কাজ যেমন নিয়তের উপর নির্ভরশীল তেমন ওযূ ছহীহ হওয়ার জন্যও নিয়ত যরূরী। তবে নিয়ত হবে অন্তরে সংকল্পের মাধ্যমে। মুখে প্রকাশ করলে তা বিদ'আতে পরিণত হবে। বর্তমানে আরবী ভাষায় নিয়ত পড়ার যে প্রচলন রয়েছে তার সবগুলিই মানুষের বানানো এবং কুরআন-সুন্নাহ পরিপন্থি যা অবশ্যই পরিত্যাজ্য।

---

৮১. আবুদাউদ হা/৪৪০৩; তিরমিযী হা/১৪২৩; ইবনু মাজাহ হা/২০৪১; মিশকাত হা/৩২৮৭, 'খোলা ও তালাক' অনুচ্ছেদ, বঙ্গানুবাদ (এমদাদিয়া) ৬/২৩৫ পৃঃ। আলবানী, সনদ ছহীহ।

৮২. বুখারী হা/১, 'আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)-এর প্রতি কিতাবে অহী শুরু হয়েছিল' অধ্যায়।

৫- ওযূর পানি পবিত্র হওয়া : অতএব অপবিত্র পানি দ্বারা ওযূ শুদ্ধ হবে না।

৬- ওযূর পানি বৈধ হওয়া : অর্থাৎ যদি কোন ব্যক্তি কারো নিকট থেকে অন্যায়ভাবে বা জোরপূর্বক পানি নিয়ে ওযূ করে তাহলে সেই পানি দ্বারা ওযূ হবে না।

৭- ওযূ করার পূর্বেই ইস্তিন্জা করা : অর্থাৎ যদি কোন ব্যক্তি পেশাব-পায়খানা করার পরে ওযূ করে অতঃপর ইস্তিন্জা করে তাহলে তার ওযূ ছহীহ হবে না।

৮- চামড়াতে পানি পৌঁছতে বাধা দেয় এমন বস্তুকে ওযূ করার পূর্বেই দূর করা : অর্থাৎ যদি কোন ব্যক্তি ওযূর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে এমন বস্তু ব্যবহার করে যা চামড়াতে পানি পৌঁছতে বাধা সৃষ্টি করে, তাহলে ওযূ করার পূর্বেই তা দূর করতে হবে। যেমন- কেউ নেইল পালিশ বা এ জাতীয় কিছু ব্যবহার করলে তা দূর করার পরে ওযূ করতে হবে। অন্যথা তার ওযূ ছহীহ হবে না।[৮৩]

মাসআলা : ওযূর ফরয কাজ সমূহ :

ওযূর ফরয চারটি যা আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআন মাজীদে ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করেছেন। তা হল :

১- সম্পূর্ণ মুখমণ্ডল ধৌত করা : আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ-

'হে মুমিনগণ! যখন তোমরা ছালাতে দণ্ডায়মান হতে চাও, তখন তোমাদের মুখমণ্ডল ধৌত কর' *(মায়েদা ৫/ ৬)*।

কুলি করা ও নাকে পানি দেওয়া মুখমণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত। অতএব কেউ যদি মুখমণ্ডল ধৌত করে কিন্তু কুলি না করে অথবা নাকে পানি না দেয়, তাহলে তার ওযূ ছহীহ হবে না। কারণ আল্লাহ তা'আলা সম্পূর্ণ মুখমণ্ডল ধোয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। আর কুলি করা ও নাকে পানি দেওয়া মুখমণ্ডল ধোয়ার অন্তর্ভুক্ত।

---

৮৩. ছালেহ আল-ফাউযান, আল-মুলাক্ষাছুল ফিকহী ১/৪১ পৃঃ; আল-ফিকহুল মুয়াস্সার ১৮ পৃঃ।

২- উভয় হাত কনুই পর্যন্ত ধৌত করা : আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ 'তোমরা তোমাদের হাত কনুই পর্যন্ত ধৌত কর' *(মায়েদা ৫/৬)*। এখানে কনুই পর্যন্ত বলতে কনুই সহ ধৌত করার কথা বলা হয়েছে।

হাদীছে এসেছে,

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا تَوَضَّأَ أَدَارَ الْمَاءَ عَلَى مِرْفَقَيْهِ-

জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন ওযূ করতেন তখন তাঁর দুই কনুইয়ের উপর পানি ঢেলে দিতেন।[৮৪]

অন্য হাদীছে এসেছে,

عَنْ نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُجْمِرِ قَالَ رَأَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَتَوَضَّأُ فَغَسَلَ وَجْهَهُ فَأَسْبَغَ الْوُضُوءَ ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى حَتَّى أَشْرَعَ فِيْ الْعَضُدِ ثُمَّ يَدَهُ الْيُسْرَى حَتَّى أَشْرَعَ فِى الْعَضُدِ ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى حَتَّى أَشْرَعَ فِى السَّاقِ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى حَتَّى أَشْرَعَ فِىْ السَّاقِ ثُمَّ قَالَ هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَتَوَضَّأُ-

নু'আঈম ইবনে আব্দুল্লাহ আল-মুজমির (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আবু হুরায়রাহ (রাঃ)-কে ওযূ করতে দেখেছি। তিনি খুব ভালভাবে মুখমণ্ডল ধৌত করলেন, এরপর ডান হাত বাহুর কিছু অংশসহ ধৌত করলেন। পরে বাম হাতও বাহুর কিছু অংশসহ ধৌত করলেন। এরপর মাথা মাসাহ করলেন। অতঃপর ডান পায়ের নলার কিছু অংশসহ ধৌত করলেন। তারপর বাম পায়ের নলার কিছু অংশসহ ধৌত করলেন। অতঃপর বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে এভাবে ওযূ করতে দেখেছি।[৮৫]

---

৮৪. দারাকুতনী হা/২৮০; সিলসিলা ছহীহা হা/২০৬৭।

৮৫. মুসলিম হা/২৪৬, 'ওযূর সময় মুখমণ্ডল, কনুই ও পায়ের টাখনুর বাইরে একটু বেশী করে ধোয়া উত্তম' অনুচ্ছেদ।

এ হাদীছ থেকে প্রমাণিত হয় যে, উভয় হাতের কনুই ও পায়ের গোড়ালী সহ ধৌত করতে হবে।

৩- সম্পূর্ণ মাথা মাসাহ করা : আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَامْسَحُوْا بِرُءُوْسِكُمْ 'তোমরা তোমাদের মাথা মাসাহ কর' *(মায়েদা ৫/৬)*।

এখানে মাথা মাসাহ বলতে সম্পূর্ণ মাথা মাসাহ করার কথা বলা হয়েছে। অতএব মাথার কিছু অংশ মাসাহ করা বৈধ নয়। হাদীছে এসেছে,

ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ، فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ، بَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ، حَتَّى ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ، ثُمَّ رَدَّهُمَا إِلَى الْمَكَانِ الَّذِيْ بَدَأَ مِنْهُ-

'অতঃপর তিনি দু'হাত দিয়ে মাথা মাসাহ করলেন। অর্থাৎ হাত দু'টি সামনে এবং পেছনে নিলেন। মাথার সম্মুখভাগ থেকে শুরু করে উভয় হাত পেছনের চুলের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত নিলেন। তারপর আবার যেখান থেকে শুরু করেছিলেন, সেখানেই ফিরিয়ে আনলেন'।[৮৬]

মাথা মাসাহ করার সাথে একই পানি দিয়ে কান মাসাহ করতে হবে। কারণ কান মাথার অন্তর্ভুক্ত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, الأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ. 'কানদ্বয় মাথার অংশ'।[৮৭]

অতএব যেহেতু কান মাথার অংশ সেহেতু মাথার সাথে কান মাসাহ করাও ফরয।

৪- টাখনু পর্যন্ত উভয় পা ধৌত করা : আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ 'তোমরা তোমাদের পা টাখনু পর্যন্ত ধৌত কর' *(মায়েদা ৫/৬)*।

এখানে টাখনু পর্যন্ত বলতে টাখনুসহ ধৌত করা বুঝানো হয়েছে। যেমন পূর্বোক্ত হাদীছ- '... আবু হুরায়রাহ ডান পায়ের নলার কিছু অংশসহ ধৌত করলেন।

---

৮৬. বুখারী হা/১৮৫, 'ওযূ' অধ্যায়, 'পূর্ণ মাথা মাসাহ করা' অনুচ্ছেদ, বঙ্গানুবাদ (তাওহীদ পাবলিকেশন্স) ১/১০৭ পৃঃ; মুসলিম হা/২৩৫; মিশকাত হা/৩৯৩, বঙ্গানুবাদ (এমদাদিয়া) ২/৭৮ পৃঃ।

৮৭. ইবনু মাজাহ হা/৪৪৩; আবূদাউদ হা/১৩৪; সিলসিলা ছহীহা হা/৩৬; ইরওয়াউল গালীল হা/৮৪।

অতঃপর বাম পায়ের নলার কিছু অংশসহ ধৌত করলেন। এরপর বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে এভাবে ওযূ করতে দেখেছি।[৮৮]

উপরিউক্ত ওযূর চারটি ফরয ছাড়াও আরো দু'টি কাজ অপরিহার্য। এমনকি ফকীহগণের অনেকেই এ দু'টিকেও ফরযের মধ্যে গণ্য করেছেন।[৮৯] তবে এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের মধ্যে মতভেদ রয়েছে।

১- ওযূ করার সময় ধারাবাহিকতা রক্ষা করা : অর্থাৎ প্রথমে মুখমণ্ডল, তারপর দুই হাত ধৌত করা, অতঃপর মাথা মাসাহ করা এবং শেষে দুই পা ধৌত করা। যেভাবে পবিত্র কুরআনে এসেছে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوْا بِرُءُوْسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ-

'হে মুমিনগণ! যখন তোমরা ছালাতে দণ্ডায়মান হতে চাও, তখন তোমাদের মুখ ও কনুই পর্যন্ত হাত ধৌত কর, মাথা মাসাহ কর এবং টাখনু পর্যন্ত পা ধৌত কর' *(মায়েদা ৫/৬)*।

উক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ওযূর যে ধারাবাহিকতা বর্ণনা করেছেন তা বজায় রাখা অপরিহার্য। কেননা আল্লাহ তা'আলা কনুই পর্যন্ত হাত এবং টাখনু পর্যন্ত পা ধৌত করার মাঝখানে মাথা মাসাহ করার নির্দেশ দিয়েছেন। যদি ধারাবাহিকতা বজায় রাখা অপরিহার্য না হত, তাহলে তিনি হাত ও পা ধৌত করার মাঝখানে মাথা মাসাহ করার নির্দেশ দিতেন না। হয় মাথা মাসাহ করার নির্দেশ ধৌত করা অঙ্গ সমূহের আগে বা পরে দিতেন। এছাড়াও ওযূর পদ্ধতি সম্পর্কিত প্রত্যেক হাদীছেই ধারাবাহিকতা বজায় রাখা হয়েছে।[৯০] অতএব মুখমণ্ডলের পূর্বে হাত কিংবা হাতের পূর্বে পা ধৌত করলে ওযূ ছহীহ হবে না।

---

৮৮. মুসলিম হা/২৪৬, 'ওযূর সময় মুখমণ্ডল, কনুই ও পায়ের টাখনুর বাইরে একটু বেশী করে ধোয়া উত্তম' অনুচ্ছেদ।

৮৯. মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল-উছায়মীন, শারহুল মুমতে ১/১৮৩ পৃঃ; ছালেহ আল-ফাউযান, আল-মুলাক্ষাছুল ফিকহী ১/৪১ পৃঃ।

৯০. মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল-উছায়মীন, শারহুল মুমতে ১/১৮৯-১৯০ পৃঃ।

২- ওযূ করার সময় এক অঙ্গ শুকানোর পূর্বেই অপর অঙ্গ ধৌত করা :

হাদীছে এসেছে,

عَنْ خَالِد عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَأَى رَجُلاً يُصَلِّى وَفِي ظَهْرِ قَدَمه لُمْعَةٌ قَدْرُ الدِّرْهَمِ لَمْ يُصِبْهَا الْمَاءُ فَأَمَرَهُ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُعِيْدَ الْوُضُوءَ وَالصَّلاَةَ-

খালিদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি রাসূল (ছাঃ)-এর কতিপয় ছাহাবী সূত্রে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এক ব্যক্তিকে দেখলেন যে, তিনি ছালাত আদায় করছেন, কিন্তু তার পায়ের পাতায় এক দিরহাম পরিমাণ জায়গা শুকনো দেখতে পেলেন, যেখানে পানি পৌঁছেনি। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে পুনরায় ওযূ করে ছালাত আদায় করার নির্দেশ দিলেন।[৭১]

অত্র হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, এক অঙ্গ শুকানোর পূর্বেই অপর অঙ্গ ধৌত করা অপরিহার্য। যদি অপরিহার্য না হত তাহলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হাদীছে উল্লেখিত ব্যক্তিকে পুনরায় ওযূ করে ছালাত আদায় করার নির্দেশ দিতেন না। বরং তার পায়ের যতুটুকু জায়গা শুকনো ছিল ততটুকুই ধৌত করার নির্দেশ দিতেন। কিন্তু যেহেতু তার অন্যান্য অঙ্গ শুকিয়ে গিয়েছিল সেহেতু তাকে পুনরায় ওযূ করার নির্দেশ দিয়েছেন।

মাসআলা : ওযূর সুন্নাত কাজ সমূহ :

(ক) মিসওয়াক করে ওযূ আরম্ভ করা সুন্নাত :

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ وُضُوْءٍ-

‘যদি আমি আমার উম্মতের উপর কঠিন মনে না করতাম, তাহলে প্রত্যেক ওযূর সাথে মিসওয়াক করার নির্দেশ দিতাম’।[৭২]

---

৭১. আবুদাঊদ হা/১৭৫; আলবানী, সনদ ছহীহ, দ্র: ইরওয়াউল গালীল ১/১২৭।

৭২. বুখারী, ‘ছায়েমের জন্য কাঁচা বা শুকনো মিসওয়াক ব্যবহার করা’ অনুচ্ছেদ, বঙ্গানুবাদ (তাওহীদ পাবলিকেশন্স) ২/৩০৮ পৃঃ।

(খ) বিসমিল্লাহ বলে ওযূ আরম্ভ করা সুন্নাত :

হাদীছে এসেছে, عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لاَ وُضُوْءَ لَهُ وَلاَ وُضُوْءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ- আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'ছালাত হবে না ওযূ ছাড়া এবং ওযূ হবে না বিসমিল্লাহ বলা ছাড়া'।[৯৩]

অত্র হাদীছের প্রতি লক্ষ্য করে কিছু সংখ্যক আলেম বলেন যে, বিসমিল্লাহ বলে ওযূ আরম্ভ করা ওয়াজিব। তবে ছহীহ মত হল, বিসমিল্লাহ বলে ওযূ আরম্ভ করা সুন্নাত।[৯৪] কেননা যে হাদীছগুলোতে রাসূল (ছাঃ)-এর ওযূর পদ্ধতি বর্ণনা করা হয়েছে তাতে 'বিসমিল্লাহ' বলার কথা বলা হয়নি। তাছাড়া ইমাম আহমাদ (রহঃ) বলেন, 'বিসমিল্লাহ' বলে ওযূ আরম্ভ করা ওয়াজিব মর্মে ভাল সনদের কোন হাদীছ আমার জানা নেই।[৯৫]

(গ) ঘুম থেকে জেগে ওযূ করার পূর্বে দুই হাত কব্জি পর্যন্ত ধৌত করা সুন্নাত :

হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ فِي أَنْفِهِ ثُمَّ لِيَنْثُرْ وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ وَإِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلْيَغْسِلْ يَدَهُ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهَا فِيْ وَضُوْئِهِ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لاَ يَدْرِيْ أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ-

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমাদের মধ্যে কেউ যখন ওযূ করে তখন সে যেন তার নাক পানি দিয়ে ঝাড়ে। আর যে শৌচকার্য করে সে যেন বেজোড় সংখ্যক ঢিলা ব্যবহার করে। আর তোমাদের কেউ যখন ঘুম থেকে জাগে তখন সে যেন ওযূর পানিতে হাত ঢুকানোর পূর্বে তা ধুয়ে নেয়। কারণ তোমাদের কেউ জানে না যে, ঘুমন্ত অবস্থায় তার হাত কোথায় থাকে'।[৯৬]

---

৯৩. আবুদাঊদ হা/১০১; তিরমিযী হা/২৫; ইবনু মাজাহ হা/৩৯৯; মিশকাত হা/৪০২, বঙ্গানুবাদ (এমদাদিয়া) ২/৮২ পৃঃ। আলবানী, সনদ ছহীহ।

৯৪. ছহীহ ফিকহুস সুন্নাহ ১/১২২ পৃঃ।

৯৫. ইবনু কুদামা, আল-মুগনী ১/১৪৫ পৃঃ।

৯৬. বুখারী হা/১৬২, 'বেজোড় সংখ্যক ঢিলা ব্যবহার করা' অনুচ্ছেদ, বঙ্গানুবাদ (তাওহীদ পাবলিকেশন্স) ১/৯৬ পৃঃ; মুসলিম হা/২৭৮; মিশকাত হা/৩৯১, বঙ্গানুবাদ (এমদাদিয়া) ২/৭৭ পৃঃ।

(ঘ) নাকের ভিতরে পানি প্রবেশ করিয়ে তা ঝেড়ে ফেলা সুন্নাত : তবে ছিয়াম অবস্থায় নাকের এমন গভীরে পানি প্রবেশ করানো যাবে না। যাতে পেটের মধ্যে পানি প্রবেশের সম্ভাবনা থাকে।

হাদীছে এসেছে,

عَنْ عَاصِمِ بْنِ لَقِيطِ بْنِ صَبِرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَالِغْ فِيْ الاِسْتِنْشَاقِ إِلاَّ أَنْ تَكُوْنَ صَائِمًا-

আছেম ইবনে লাক্বীত ইবনে ছাবিরা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমরা নাসিকায় পানি প্রবেশ করাও। তবে ছিয়াম অবস্থা ছাড়া'।[৯৭]

(ঙ) ওযূর অঙ্গ সমূহ পানি দিয়ে মর্দন করা সুন্নাত :

হাদীছে এসেছে,

عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيْمٍ عَنْ عَمِّهِ قَالَ : رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ، فَجَعَلَ يَدْلُكُ ذِرَاعَيْهِ-

আব্বাদ ইবনে তামীম তার চাচা হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে ওযূ করতে দেখেছি, তিনি তাঁর হাত মর্দন করলেন।[৯৮]

(চ) দাড়ি খিলাল করা সুন্নাত :

দাড়ি দুই প্রকার। ১- পাতলা দাড়ি যার ভিতর দিয়ে চামড়া দেখা যায়। এই দাড়ি ধৌত করা ওয়াজিব। ২- ঘন দাড়ি যার ভিতর দিয়ে চামড়া দেখা যায় না। এই দাড়ি ধৌত করা ওয়াজিব নয়। বরং পানি দিয়ে খিলাল করা সুন্নাত।

হাদীছে এসেছে,

عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ قَالَ : رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يُخَلِّلُ لِحْيَتَهُ-

---

৯৭. আবুদাঊদ হা/২৩৬৬; তিরমিযী হা/৭৮৮; নাসাঈ হা/৮৭; ইবনু মাজাহ হা/৪০৭; আলবানী, সনদ ছহীহ।

৯৮. ছহীহ ইবনে হিব্বান হা/১০৮২; মুসতাদরাক হাকেম হা/৫০৯; আরনাঊত, সনদ ছহীহ।

আম্মার ইবনে ইয়াসির (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে তাঁর দাড়ি খিলাল করতে দেখেছি।[৯৯]

অন্য হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَنَسِ ابْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا تَوَضَّأَ أَخَذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ فَأَدْخَلَهُ تَحْتَ حَنَكِهِ فَخَلَّلَ بِهِ لِحْيَتَهُ وَقَالَ هَكَذَا أَمَرَنِيْ رَبِّيْ عَزَّ وَجَلَّ–

আনাস ইবনু মালেক (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন ওযূ করতেন তখন হাতের এক অঞ্জলী পানি নিতেন এবং তাঁর চোয়ালের নিচে প্রবেশ করাতেন। অতঃপর তা দ্বারা তাঁর দাড়ি খিলাল করতেন এবং তিনি বলতেন, 'আল্লাহ তা'আলা আমাকে অনুরূপ নির্দেশ দিয়েছেন'।[১০০]

(ছ) হাত ধোয়ার সময় প্রথমে ডান হাত এবং পা ধোয়ার সময় প্রথমে ডান পা ধৌত করা সুন্নাত :

হাদীছে এসেছে,

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ : كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُحِبُّ التَّيَمُّنَ مَا اسْتَطَاعَ فِيْ شَأْنِهِ كُلِّهِ فِيْ طُهُوْرِهِ وَتَرَجُّلِهِ وَتَنَعُّلِهِ–

আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (ছাঃ) নিজের সমস্ত কাজে যথাসম্ভব ডান দিক হতে আরম্ভ করা পসন্দ করতেন। পবিত্রতা অর্জন, মাথা আচড়ানো এবং জুতা পরার সময়ও।[১০১]

(জ) ওযূর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সমূহ দ্বিতীয় বার ও তৃতীয় বার ধৌত করা সুন্নাত : তবে প্রথম বার ধৌত করা ওয়াজিব।

হাদীছে এসেছে,

---

৯৯. তিরমিযী হা/২৯; ইবনু মাজাহ হা/৪২৯; আলবানী, সনদ ছহীহ।

১০০. আবুদাঊদ হা/১৪৫, মিশকাত হা/৪০৮, বঙ্গানুবাদ (এমদাদিয়া) ২/৮৩ পৃঃ; আলবানী, সনদ ছহীহ।

১০১. বুখারী হা/৪২৬, 'মসজিদে প্রবেশ ও অন্যান্য কাজ ডান দিক হতে আরম্ভ করা' অনুচ্ছেদ, বঙ্গানুবাদ (তাওহীদ পাবলিকেশন্স) ১/২১৭ পৃঃ; মুসলিম হা/২৬৮; মিশকাত হা/৪০০, বঙ্গানুবাদ (এমদাদিয়া) ২/৮১ পৃঃ।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ تَوَضَّأَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَرَّةً مَرَّةً–

ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী করীম (ছাঃ) ওযূর অঙ্গ একবার করে ধৌত করেছেন।[১০২]

অন্য হাদীছে এসেছে,

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم تَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ–

আব্দুল্লাহ ইবনে যায়েদ বলেন, নবী করীম (ছাঃ) ওযূর অঙ্গ দু'বার করে ধৌত করেছেন।[১০৩]

অন্য হাদীছে এসেছে,

عَنْ حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ أَنَّهُ رَأَى عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ دَعَا بِإِنَاءٍ فَأَفْرَغَ عَلَى كَفَّيْهِ ثَلاَثَ مِرَارٍ فَغَسَلَهُمَا ثُمَّ أَدْخَلَ يَمِيْنَهُ فِيْ الإِنَاءِ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثًا وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثَلاَثَ مِرَارٍ ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلاَثَ مِرَارٍ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ثُمَّ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوْئِيْ هَذَا ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لاَ يُحَدِّثُ فِيْهِمَا نَفْسَهُ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ–

হুমরান (রহঃ) হতে বর্ণিত, তিনি ওছমান ইবনে আফ্ফান (রাঃ)-কে দেখেছেন যে, তিনি পানির পাত্র আনিয়ে উভয় হাতের তালুতে তিনবার ঢেলে তা ধুয়ে নিলেন। অতঃপর ডান হাত পাত্রের মধ্যে ঢুকালেন। তারপর কুলি করলেন ও নাকে পানি দিয়ে নাক পরিষ্কার করলেন। তারপর তাঁর মুখমণ্ডল তিনবার ধৌত করলেন এবং দু'হাত কনুই পর্যন্ত তিনবার ধৌত করলেন। অতঃপর মাথা মাসাহ করলেন। অতঃপর দুই পা টাখনু পর্যন্ত তিনবার ধৌত করলেন। পরে বললেন, আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আমার মত এ রকম ওযূ

---

১০২. বুখারী হা/১৫৭, 'ওযূর মধ্যে একবার করে ধৌত করা' অনুচ্ছেদ, বঙ্গানুবাদ (তাওহীদ পাবলিকেশন্স) ১/৯৫ পৃঃ; মিশকাত হা/৩৯৫, বঙ্গানুবাদ (এমদাদিয়া) ২/৮০ পৃঃ।

১০৩. বুখারী হা/১৫৮, 'ওযূর মধ্যে দু'বার করে ধৌত করা' অনুচ্ছেদ, বঙ্গানুবাদ (তাওহীদ পাবলিকেশন্স) ১/৯৫ পৃঃ; মিশকাত হা/৩৯৬, বঙ্গানুবাদ (এমদাদিয়া) ২/৮০ পৃঃ।

করবে, অতঃপর দু'রাক'আত ছালাত আদায় করবে, যাতে দুনিয়ার কোন খেয়াল করবে না, তার পূর্বের গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে'।[১০৪]

অতএব উল্লিখিত দলীল সমূহ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ওযূতে প্রথমবার ধৌত করা ওয়াজিব এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার ধৌত করা সুন্নাত। তবে মাথা শুধুমাত্র একবার মাসাহ করতে হবে।

(ঝ) ওযূ শেষে দো'আ পড়া সুন্নাত :

হাদীছে এসেছে,

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ الْوُضُوْءَ، ثُمَّ يَقُوْلُ : أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، إِلاَّ فُتِحَتْ لَهُ ثَمَانِيَةُ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ، يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ-

ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'মুসলমানদের যে কেউ ওযূ করবে, সে যেন উত্তমভাবে ওযূ করে। অতঃপর বলে, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য মা'বূদ নেই এবং আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ (ছাঃ) আল্লাহ্‌র বান্দা ও তাঁর রাসূল। তার জন্য জান্নাতের আটটি দরজা খুলে দেওয়া হবে। সে যেকোন দরজা দিয়ে ইচ্ছা প্রবেশ করতে পারবে।[১০৫]

মাসআলা : ওযূ ভঙ্গের কারণ সমূহ :

ওযূ ভঙ্গের কারণ মোট ৫টি। যথা :

১- পেশাব ও পায়খানার রাস্তা দিয়ে কিছু বের হওয়া :

পেশাব-পায়খানার রাস্তা দিয়ে মল-মূত্র, বীর্য, মযী[১০৬], হায়েয ও নিফাসের রক্ত এবং বায়ু বের হলে ওযূ ভঙ্গ হয়ে যায়।

---

১০৪. বুখারী হা/১৫৯, 'ওযূর মধ্যে তিনবার করে ধৌত করা' অনুচ্ছেদ, বঙ্গানুবাদ (তাওহীদ পাবলিকেশন্স) ১/৯৫ পৃঃ।

১০৫. মুসলিম হা/২৩৪; ইবনু মাজাহ হা/৪৭০, 'ওযূর পরে কি বলবে' অনুচ্ছেদ; মিশকাত হা/২৮৯, 'ওযূর মাহাত্ম্য' অনুচ্ছেদ, বঙ্গানুবাদ (এমদাদিয়া) ২/৪১ পৃঃ।

১০৬. বীর্যপাতের পূর্বে নিঃসৃত অপেক্ষাকৃত তরল শুক্ররস।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوْا مَاءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا-

'অথবা তোমাদের কেউ পেশাব-পায়খানা থেকে আসে কিংবা তোমরা স্ত্রী সম্ভোগ কর, তবে যদি পানি না পাও তাহলে পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম কর' *(নিসা ৪/৪৩)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

لاَ تُقْبَلُ صَلاَةُ مَنْ أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ-

'যে ব্যক্তির ওযূ ভঙ্গ হয়েছে তার ছালাত হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত সে ওযূ না করে'।[১০৭]

অন্য হাদীছে এসেছে,

عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّال، قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا أَنْ لاَ نَنْزِعَ خِفَافَنَا، ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ إِلاَّ مِنْ جَنَابَةٍ، لَكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ-

ছাফওয়ান ইবনে আস্সাল (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদেরকে নির্দেশ দিতেন, আমরা যেন (সফর অবস্থায়) তিন দিন যাবৎ পেশাব-পায়খানা এবং ঘুমের কারণে আমাদের মোযা না খুলি। তবে জানাবাতের অবস্থা ব্যতীত।[১০৮]

অন্য হাদীছে এসেছে,

عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيْمٍ عَنْ عَمِّهِ أَنَّهُ شَكَا إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم الرَّجُلُ الَّذِيْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَجِدُ الشَّيْءَ فِيْ الصَّلاَةِ فَقَالَ : لاَ يَنْفَتِلْ، أَوْ لاَ يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا ، أَوْ يَجِدَ رِيْحًا-

---

১০৭. বুখারী হা/১৩৫, 'পবিত্রতা ব্যতীত ছালাত কবুল হবে না' অনুচ্ছেদ, বঙ্গানুবাদ (তাওহীদ পাবলিকেশন্স) ১/৮৫; মুসলিম হা/২২৫; মিশকাত হা/৩০০, বঙ্গানুবাদ (এমদাদিয়া) ২/৪৮ পৃঃ।

১০৮. তিরমিযী হা/৯৬; ইবনু মাজাহ হা/৪৭৮; মিশকাত হা/৫২০, 'মোজার উপর মাসাহ করা' অনুচ্ছেদ, বঙ্গানুবাদ (এমদাদিয়া) ২/১৩১ পৃঃ; আলবানী, সনদ হাসান।

আব্বাদ ইবনু তামীম (রহঃ)-এর চাচা হতে বর্ণিত, একদা আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট এক ব্যক্তি সম্পর্কে বলা হল যে, তার মনে হয়েছিল যেন ছালাতের মধ্যে কিছু হয়ে গিয়েছিল। তিনি বললেন, 'সে যেন ফিরে না যায়, যতক্ষণ না শব্দ শুনে বা দুর্গন্ধ পায়'।[১০৯]

অন্য বর্ণনায় এসেছে,

عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِىْ حُبَيْشٍ أَنَّهَا كَانَتْ تُسْتَحَاضُ فَقَالَ لَهَا النَّبِىُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ دَمُ الْحَيْضَةِ فَإِنَّهُ دَمٌ أَسْوَدُ يُعْرَفُ فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَمْسِكِىْ عَنِ الصَّلاَةِ فَإِذَا كَانَ الآخَرُ فَتَوَضَّئِىْ وَصَلِّى فَإِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ-

ফাতেমা বিনতে আবু হুবাইশ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি ইস্তিহাযাগ্রস্ত মহিলা ছিলেন। নবী করীম (ছাঃ) তাকে বললেন, হায়েযের রক্তের পরিচিতি এই যে, তা কাল রং-এর হবে। যখন এই ধরনের রক্ত প্রবাহিত হবে তখন ছালাত ত্যাগ করবে এবং যখন অন্যরূপ রং দেখবে তখন ওযূ করে ছালাত আদায় করবে। নিশ্চয়ই এটা হচ্ছে রগের রক্ত।[১১০]

অতএব বুঝা গেল, পেশাব-পায়খানার রাস্তা দিয়ে কোন কিছু বের হলেই ওযূ ভঙ্গ হয়ে যাবে।

২- পেশাব-পায়খানার রাস্তা ব্যতীত শরীরের অন্য কোন জায়গা দিয়ে মল-মূত্র অথবা বায়ূ নির্গত হওয়া :

কারো অসুস্থতার কারণে অপারেশনের মাধ্যমে যদি পেশাব-পায়খানার রাস্তা ব্যতীত অন্য কোন রাস্তা দিয়ে পেশাব-পায়খানা বের করে তবুও তার ওযূ ভঙ্গ হয়ে যাবে।

পক্ষান্তরে শরীরের যেকোন স্থান দিয়ে রক্ত, পুঁজ বের হলে এবং বমন হলে ওযূ ভঙ্গ হবে কি-না? এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের মধ্যে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। তবে ছহীহ মত হল, উল্লিখিত কারণে ওযূ ভঙ্গ হবে না। তবে রক্ত, পুঁজ

১০৯. বুখারী হা/১৩৭, 'নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত সন্দেহের কারণে ওযূ করতে হয় না' অনুচ্ছেদ, বঙ্গানুবাদ (তাওহীদ পাবলিকেশন্স) ১/৮৬ পৃঃ; মুসলিম হা/৩৬১; মিশকাত হা/৩০৬, 'যে যে কারণে ওযূ ওয়াজিব হয়' অনুচ্ছেদ, বঙ্গানুবাদ (এমদাদিয়া) ২/৪৯ পৃঃ।

১১০. আবুদাঊদ হা/২৮৬; আলবানী, সনদ ছহীহ।

এবং বমনের পরিমাণ খুব বেশী হলে মতভেদের গণ্ডি হতে নিজেকে দূরে রাখার জন্য পুনরায় ওযূ করাই ভাল।[১১১]

৩- ওযূ অবস্থায় জ্ঞান হারিয়ে ফেলা :

এখানে জ্ঞান হারানোর দু'টি মাধ্যম লক্ষণীয়।

(ক) অস্থায়ী জ্ঞান হারানো, যা ঘুম, অসুস্থতা এবং নেশাগ্রস্তের কারণে হয়ে থাকে। যেমন- রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নির্দেশ দিতেন,

أَنْ لاَ نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ إِلاَّ مِنْ جَنَابَةٍ لَكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ-

'আমরা যেন (সফর অবস্থায়) তিন দিন যাবৎ পেশাব-পায়খানা এবং ঘুমের কারণে আমাদের মোযা না খুলি। তবে জানাবাতের অবস্থা ব্যতীত'।[১১২]

অন্য হাদীছে এসেছে,

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِيْ طَالِبٍ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الْعَيْنُ وِكَـــاءُ السَّهِ، فَمَنْ نَامَ فَلْيَتَوَضَّأْ-

আলী ইবনু আবু তালেব (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'চক্ষু হল গুহ্যদ্বারের ঢাকনা। অতএব যে ব্যক্তি ঘুমাবে সে যেন ওযূ করে'।[১১৩]

এ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ওযূ অবস্থায় ঘুমিয়ে গেলে ওযূ ভঙ্গ হয়ে যায়। তবে তা এমন ঘুম যে, ঘুমের মধ্যে বায়ু নিঃসরণ হলে তা উপলব্ধি করা যায় না। পক্ষান্তরে যদি এমন ঘুম হয় যে ঘুমে বায়ু নিঃসরণ উপলব্ধি করা যায় সে ঘুমের কারণে ওযূ ভঙ্গ হবে না।[১১৪]

---

১১১. মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল-উছায়মীন, শারহুল মুমতে ১/২৭৪ পৃঃ; মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল-ফাওযান, আল-মুলাক্ষাছুল ফিক্বহী ১/৬১ পৃঃ।

১১২. তিরমিযী হা/৯৬; ইবনু মাজাহ হা/৪৭৮; মিশকাত হা/৫২০, 'মোজার উপর মাসাহ করা' অনুচ্ছেদ, বঙ্গানুবাদ (এমদাদিয়া) ২/১৩১ পৃঃ; আলবানী, সনদ হাসান।

১১৩. আবুদাউদ হা/২০৩; ইবনু মাজাহ হা/৪৭৭; আলবানী, সনদ হাসান। দ্রঃ ইরওয়াউল গালীল হা/১১৩।

১১৪. মাজমূ' ফাতাওয়া ২১/২৩০ পৃঃ।

এ প্রসঙ্গে হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ أَصْحَابُ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْتَظِرُوْنَ الْعِـــشَاءَ الآخِرَةَ حَتَّى تَخْفِقَ رُءُوْسُهُمْ ثُمَّ يُصَلُّوْنَ وَلاَ يَتَوَضَّئُوْنَ-

আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছাহাবীগণ এশার ছালাতের শেষ পর্যন্ত অপেক্ষা করছিলেন। এমনকি (ঘুমের কারণে) তাদের মাথা আন্দোলিত হচ্ছিল। অতঃপর তারা ছালাত আদায় করলেন। কিন্তু ওযূ করলেন না।[১১৫]

(খ) স্থায়ীভাবে জ্ঞান হারানো, যা পাগল হয়ে গেলে হয়ে থাকে। অস্থায়ীভাবে জ্ঞান হারালে যদি ওযূ ভঙ্গ হয়ে যায় তাহলে স্থায়ীভাবে জ্ঞান হারালেও ওযূ ভঙ্গ হয়ে যাবে।

৪- ওযূ অবস্থায় উটের গোশত খাওয়া :

হাদীছে এসেছে,

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُوْمِ الْغَنَمِ؟ قَالَ : إِنْ شِئْتَ فَتَوَضَّأْ، وَإِنْ شِئْتَ فَلاَ تَتَوَضَّأْ، قَالَ : أَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُوْمِ الْإِبِلِ؟ قَالَ : نَعَمْ، تَوَضَّأْ مِنْ لُحُوْمِ الْإِبِلِ-

জাবের ইবনু সামুরা (রাঃ) হতে বর্ণিত, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি কি ছাগলের গোশত খেয়ে ওযূ করব? তিনি বললেন, 'তুমি চাইলে ওযূ কর। আর না চাইলে ওযূ কর না'। অতঃপর জিজ্ঞেস করলেন, আমি কি উটের গোশত খেয়ে ওযূ করব? তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, উটের গোশত খেয়ে ওযূ করবে'।[১১৬]

---

১১৫. আবূদাঊদ হা/২০০; মিশকাত হা/৩১৭, 'যে যে কারণে ওযূ ওয়াজিব হয়' অনুচ্ছেদ, বঙ্গানুবাদ (এমদাদিয়া) ২/৫২ পৃঃ; আলবানী, সনদ ছহীহ।

১১৬. মুসলিম হা/৩৬০; মিশকাত হা/৩০৫, 'যে যে কারণে ওযূ ওয়াজিব হয়' অনুচ্ছেদ, বঙ্গানুবাদ (এমদাদিয়া) ২/৪৯ পৃঃ।

৫- ইসলাম ত্যাগ করা :

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيْمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِيْ الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ–

'আর যে ঈমান প্রত্যাখ্যান করল, অবশ্যই তার আমল বরবাদ হবে এবং সে আখেরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে' *(মায়েদা ৫/৫)*।

এছাড়া যে সকল কারণে গোসল ফরয হয়, সে সকল কারণে ওযূ ভঙ্গ হয়।

মাসআলা : লজ্জাস্থান স্পর্শ করলে ওযূ ভঙ্গ হবে কি?

এখানে লজ্জাস্থান বলতে পেশাব-পায়খানা উভয় দ্বারকে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ যদি কেউ ওযূ অবস্থায় পেশাব-পায়খানার রাস্তা সরাসরি স্পর্শ করে তাহলে তার ওযূ ভঙ্গ হবে কি-না? এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের মধ্যে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। তবে ছহীহ মত হল উত্তেজনা ব্যতীত স্বাভাবিকভাবে লজ্জাস্থান স্পর্শ করলে ওযূ ভঙ্গ হবে না। কিন্তু উত্তেজনা বশত স্পর্শ করলে এবং লজ্জাস্থান দিয়ে কিছু নির্গত হলে ওযূ ভঙ্গ হবে।[১১৭]

হাদীছে এসেছে,

عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ قَدِمْنَا عَلَى نَبِيِّ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَجَاءَ رَجُلٌ كَأَنَّهُ بَدَوِىٌّ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللهِ مَا تَرَى فِى مَسِّ الرَّجُلِ ذَكَرَهُ بَعْدَ مَا يَتَوَضَّأُ فَقَالَ هَلْ هُوَ إِلاَّ مُضْغَةٌ مِنْهُ أَوْ قَالَ بَضْعَةٌ مِنْهُ–

ক্বায়েস ইবনে ত্বলক তার পিতা হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, একদা আমরা আল্লাহ্র নবী (ছাঃ)-এর নিকট গমন করি। এমন সময় একজন গ্রাম্য লোক এসে জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহ্র রাসূল! ওযূ করার পরে যদি কোন ব্যক্তি তার পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করে তবে এ ব্যাপারে আপনার মতামত কি? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, 'পুরুষাঙ্গ তো একটি গোশতের টুকরা অথবা তিনি বললেন, গোশতের খণ্ড মাত্র'।[১১৮]

---

১১৭. মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল-উছায়মীন, শারহুল মুমতে ১/২৮৪ পৃঃ; মুহাম্মাদ ইবনে ওমর ইবনে সালেম বাযেমূল, আত-তারজীহু ফী মাসায়েলিত ত্বাহারাহ ওয়াছ ছালাত, ৬০ পৃঃ।

১১৮. আবীদাউদ হা/১৮২; তিরমিযী হা/৮৫; আলবানী, সনদ ছহীহ।

অত্র হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, লজ্জাস্থান স্পর্শ করলে ওযূ ভঙ্গ হবে না। লজ্জাস্থান শরীরের অন্যান্য অঙ্গের মতই। শরীরের অন্যান্য অঙ্গ স্পর্শ করলে যেমন ওযূ ভঙ্গ হবে না, তেমনি লজ্জাস্থান স্পর্শ করলেও ওযূ ভঙ্গ হবে না।

পক্ষান্তরে অন্য হাদীছে এসেছে,

عَنْ بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُوْلُ مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ-

বুসরা বিনতে ছাফওয়ান হতে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছেন, 'যে তার পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করল সে যেন ওযূ করে।'[১১৯]

অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ مَسَّتْ فَرْجَهَا فَلْتَتَوَضَّأْ-

'যে লোক তার পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করল সে যেন ওযূ করে, আর যে মহিলা তার লজ্জাস্থান স্পর্শ করল সে যেন ওযূ করে'।[১২০]

উল্লিখিত হাদীছদ্বয় দ্বারা লজ্জাস্থান স্পর্শ করলে ওযূ করা মুস্তাহাব বুঝানো হয়েছে; ওয়াজিব বুঝানো হয়নি। উপরোক্ত প্রথম হাদীছ যার প্রমাণ বহন করে। কেননা উক্ত হাদীছে রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'পুরুষাঙ্গ তো একটি গোশতের টুকরা অথবা তিনি বললেন, গোশতের খণ্ড মাত্র'।[১২১]

শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তায়মিয়া (রহঃ) বলেছেন, লজ্জাস্থান স্পর্শ করলে ওযূ করা মুস্তাহাব, ওয়াজিব নয়।[১২২]

তাছাড়া আলী ইবনু আবি তালেব (রাঃ), আম্মার ইবনু ইয়াসার (রাঃ), ইবনে মাস'ঊদ (রাঃ), ইবনে আব্বাস (রাঃ), হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান (রাঃ), ইমরান ইবনে হুসাইন (রাঃ), আবু দারদা (রাঃ), ক্বায়েস ইবনু তালক (রাঃ), ইবনে

---

১১৯. *আবুদাউদ হা/১৮১; তিরমিযী হা/৮২; নাসাঈ হা/১৬৩; আলবানী, সনদ ছহীহ।*
১২০. *মুসনাদে আহমাদ হা/৭০৭৬; আলবানী, সনদ ছহীহ; দ্র: ছহীহুল জামে আছ-ছাগীর হা/২৭২৫।*
১২১. *আবীদাঊদ হা/১৮২; তিরমিযী হা/৮৫; আলবানী, সনদ ছহীহ।*
১২২. *মাজমূ' ফাতাওয়া ২১/২৪১ পৃঃ।*

জুবাইর (রাঃ), নাখঈ এবং তাউস (রহঃ) সকলেই লজ্জাস্থান স্পর্শ করলে ওযূ ভঙ্গ হবে না বলে উল্লেখ করেছেন।[১২৩]

মাসআলা : নারীদের স্পর্শ করলে ওযূ ভঙ্গ হবে কি?

ওযূ অবস্থায় নারীদের স্পর্শ করলে ওযূ ভঙ্গ হবে কি-না এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের মধ্যে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। তবে বিশুদ্ধ মত হল ওযূ অবস্থায় নারীদের স্পর্শ করলে ওযূ ভঙ্গ হবে না।[১২৪]

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوْا بِرُءُوْسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوْا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوْا مَاءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَأَيْدِيْكُمْ مِنْهُ-

'হে মুমিনগণ! যখন তোমরা ছালাতে দণ্ডায়মান হতে চাও, তখন তোমাদের মুখ ও কনুই পর্যন্ত হাত ধৌত কর, মাথা মাসাহ কর এবং টাখনু পর্যন্ত পা (ধৌত কর) এবং যদি তোমরা অপবিত্র থাক, তবে ভালভাবে পবিত্র হও। আর যদি অসুস্থ হও কিংবা সফরে থাক অথবা যদি তোমাদের কেউ পায়খানা থেকে আসে অথবা তোমরা যদি স্ত্রীদের সাথে সহবাস কর অতঃপর পানি না পাও, তবে পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম কর। সুতরাং তা দ্বারা তোমাদের মুখ ও হাত মাসাহ কর' *(মায়েদা ৫/ ৬)*।

এই আয়াতে উল্লেখিত أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاءَ বলতে স্ত্রী সহবাসের কথা বুঝানো হয়েছে। শুধুমাত্র হাত দ্বারা স্পর্শ করা বুঝানো হয়নি।[১২৫]

এছাড়াও হাদীছে এসেছে,

---

১২৩. মুছান্নাফ আব্দুর রায্যাক ১/১১৭-১২১ পৃঃ; মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বা ১/১৬৪-১৬৫ পৃঃ।
১২৪. মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল-উছায়মীন, শারহুল মুমতে ১/২৯১ পৃঃ; আত-তারজীহু ফী মাসায়েলিত ত্বাহারাহ ওয়াছ ছালাত ৬১-৬৭ পৃঃ।
১২৫. তাফসীরুত ত্বাবারী, (দারুল ফিকর) ৫/১০৫ পৃঃ।

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبَّلَ بَعْضَ نِسَائِهِ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ، وَلَمْ يَتَوَضَّأْ فَقُلْتُ : مَا هِيَ إِلاَّ أَنْتِ فَضَحِكَتْ-

আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর কতিপয় স্ত্রীকে চুম্বন করলেন। অতঃপর ছালাতের জন্য বের হয়ে গেলেন কিন্তু ওযূ করলেন না। আমি বললাম (উরওয়া ইবনে জুবাইর), সেটা আপনি ছাড়া আর কে? তখন তিনি (আয়েশা) হাসতে লাগলেন।[১২৬]

অতএব ওযূ অবস্থায় নারী স্পর্শ করলে বা চুম্বন করলে ওযূ ভঙ্গ হবে না।

শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তায়মিয়া (রহঃ) বলেন, কোন মহিলাকে স্পর্শ করলে অথবা কোন অপবিত্র বস্তু স্পর্শ করলে ওযূ ভঙ্গ হবে না।[১২৭]

মাসআলা : মৃত ব্যক্তিকে গোসল করালে ওযূ ভঙ্গ হবে কি?

ওযূ অবস্থায় মৃত ব্যক্তিকে গোসল করালে ওযূ ভঙ্গ হবে না। কারণ মৃত ব্যক্তিকে গোসল করালে ওযূ ভঙ্গ হওয়ার বিষয়টি কুরআন ও ছহীহ হাদীছ দ্বারা সাব্যস্ত নয়।

পক্ষান্তরে ইবনু ওমর (রাঃ), আবু হুরায়রাহ (রাঃ) এবং ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে একটি আছার বর্ণিত হয়েছে যেখানে তাঁরা মৃত ব্যক্তিকে গোসল করানোর পরে ওযূ করার নির্দেশ দিয়েছেন।[১২৮]

অত্র আছার দ্বারা ওযূ ভঙ্গ হওয়ার কথা বুঝানো হয়নি। বরং মৃত ব্যক্তিকে গোসল করানোর পরে ওযূ করা মুস্তাহাব বুঝানো হয়েছে।[১২৯]

মাসআলা : যে সকল ইবাদতের জন্য ওযূ করা ওয়াজিব :

(ক) ছালাত আদায় করার জন্য ওযূ করা :

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

---

১২৬. তিরমিযী হা/৮৬; ইবনু মাজাহ হা/৫০২; আলবানী, সনদ ছহীহ।
১২৭. ইমাম ইবনে তাইমিয়া, হাক্বীকাতুছ ছিয়াম ৪৪ পৃঃ।
১২৮. মুছান্নাফ আব্দুর রায্যাক হা/৬১০১।
১২৯. মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল-উছায়মীন, শারহুল মুমতে ১/২৯৬ পৃঃ।

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوْا بِرُءُوْسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ-

‘হে মুমিনগণ! যখন তোমরা ছালাতে দণ্ডায়মান হতে চাও, তখন তোমাদের মুখ ও কনুই পর্যন্ত হাত ধৌত কর, মাথা মাসাহ কর এবং টাখনু পর্যন্ত পা ধৌত কর’ *(মায়েদা ৫/৬)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

لاَ تُقْبَلُ صَلاَةٌ بِغَيْرِ طُهُوْرٍ وَلاَ صَدَقَةٌ مِنْ غُلُوْلٍ-

‘পবিত্রতা ব্যতীত ছালাত এবং হারাম মালের দান কবুল হয় না’।[১৩০]

তিনি অন্যত্র বলেন,

لاَ تُقْبَلُ صَلاَةُ مَنْ أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ-

‘যে ব্যক্তির ওযূ ভঙ্গ হয়েছে তার ছালাত হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত সে ওযূ না করে’।[১৩১]

অতএব ছালাত ছহীহ হওয়ার পূর্বশর্ত হল ওযূ ছহীহ হওয়া।

(খ) পবিত্র কা‘বা গৃহ তাওয়াফ করা :

হাদীছে এসেছে,

عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، أَنَّ أَوَّلَ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ حِيْنَ قَدِمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ تَوَضَّأَ، ثُمَّ طَافَ، ثُمَّ لَمْ تَكُنْ عُمْرَةً، ثُمَّ حَجَّ أَبُوْ بَكْرٍ، وَعُمَرُ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا مِثْلَهُ-

১৩০. মুসলিম হা/২২৪, ‘ছালাতের জন্য পবিত্রতা ওয়াজিব’ অনুচ্ছেদ; মিশকাত হা/৩০১, বঙ্গানুবাদ (এমদাদিয়া) ২/৪৮ পৃঃ।

১৩১. বুখারী হা/১৩৫, ‘পবিত্রতা ব্যতীত ছালাত কবুল হবে না’ অনুচ্ছেদ, বঙ্গানুবাদ (তাওহীদ পাবলিকেশন্স) ১/৮৫ পৃঃ; মুসলিম হা/২২৫; মিশকাত হা/৩০০, বঙ্গানুবাদ (এমদাদিয়া) ২/৪৮ পৃঃ।

আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মক্কায় উপনীত হয়ে সর্বপ্রথম ওযূ করে তাওয়াফ সম্পন্ন করেন। (রাবী বলেন), রাসূল (ছাঃ)-এর এই তাওয়াফটি উমরার তাওয়াফ ছিল না। অতঃপর আবূ বকর ও ওমর (রাঃ) অনুরূপভাবে হজ্জ করেছেন।[১৩২]

অন্য হাদীছে এসেছে,

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم : لاَ نَذْكُرُ إِلاَّ الْحَجَّ فَلَمَّا جِئْنَا سَرِفَ طَمِثْتُ فَدَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا أَبْكِي فَقَالَ مَا يُبْكِيْكِ قُلْتُ لَوَدِدْتُ وَاللهِ أَنِّيْ لَمْ أَحُجَّ الْعَامَ قَالَ لَعَلَّكِ نُفِسْتِ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَإِنَّ ذَلِكَ شَيْءٌ كَتَبَهُ اللهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ فَافْعَلِيْ مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لاَ تَطُوْفِيْ بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِيْ-

আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)-এর সঙ্গে হজ্জের উদ্দেশ্যে বের হয়েছিলাম। আমরা 'সারিফ' নামক স্থানে পৌঁছলে আমি ঋতুবতী হই। এ সময় নবী করীম (ছাঃ) এসে আমাকে কাঁদতে দেখলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কাঁদছ কেন'? আমি বললাম, আল্লাহ্র শপথ! এ বছর হজ্জ না করাই আমার জন্য পসন্দনীয়। তিনি বললেন, 'সম্ভবত তুমি ঋতুবতী হয়েছ'। আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, এটাতো আদম কন্যাদের জন্য আল্লাহ নির্ধারিত করেছেন। তুমি পবিত্র হওয়া পর্যন্ত অন্যান্য হাজীদের মত সমস্ত কাজ করে যাও, কেবল কা'বা গৃহ তাওয়াফ করবে না'।[১৩৩]

এছাড়াও অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلاَةٌ فَأَقِلُّوْا مِنَ الْكَلاَمِ-

---

১৩২. বুখারী হা/১৬১৪-১৬১৫, বঙ্গানুবাদ (তাওহীদ পাবলিকেশন্স) ২/১৭৭ পৃঃ; মুসলিম হা/১২৩৫; মিশকাত হা/২৫৬৩।

১৩৩. বুখারী হা/৩০৫, বঙ্গানুবাদ (তাওহীদ পাবলিকেশন্স) ১/১৫৬ পৃঃ; মুসলিম হা/১২১১; মিশকাত হা/২৫৭২।

'বায়তুল্লাহ তাওয়াফ ছালাতের মতই। অতএব তোমরা বাক্যলাপ কম কর'।[১৩৪]

অতএব যেহেতু রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) স্বয়ং ওযূ করে তাওয়াফ করেছেন এবং আয়েশা (রাঃ)-কে হায়েয অবস্থায় তাওয়াফ করতে নিষেধ করেছেন এবং বলেছেন, তাওয়াফ ছালাতের মতই। তবে পার্থক্য হল, তাওয়াফে কথা বলা জায়েয। সেহেতু ওযূ করে তাওয়াফ করা ওয়াজিব।

মাসআলা : কুরআন স্পর্শ করার জন্য ওযূ করা ওয়াজিব কি?

ওযূ অবস্থায় কুরআন স্পর্শ করাই উত্তম। তবে ওযূ বিহীন কুরআন স্পর্শ করা জায়েয। আল্লাহ তা'আলা বলেন, لاَ يَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُوْنَ 'কেউ তা (কুরআন) স্পর্শ করে না পবিত্রগণ ছাড়া' (ওয়াক্বিয়া ৭৯)। এখানে 'পবিত্রগণ' বলতে ফেরেশতাগণকে বুঝানো হয়েছে। বিনা ওযূ উদ্দেশ্য নয়।

সুলায়মান ইবনে মূসা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, لاَ يَمَسُّ الْقُرْآنَ إِلاَّ طَاهِرٌ. 'কুরআন স্পর্শ করে না পবিত্র ব্যক্তি ছাড়া'।[১৩৫] এখানে পবিত্র ব্যক্তি বলতে এমন অপবিত্রতা থেকে পবিত্রতা অর্জনকে বুঝানো হয়েছে, যে অপবিত্রতার কারণে গোসল করা ওয়াজিব হয়।

অতএব কুরআন স্পর্শ করতে হলে ওযূ করা উত্তম, ওয়াজিব নয়। অর্থাৎ বিনা ওযূতে কুরআন স্পর্শ করে তেলাওয়াত করা জায়েয।

মাসআলা : তিলাওয়াত ও শুকরিয়া সিজদাহ করার জন্য ওযূ শর্ত কি?

তিলাওয়াতে সিজদাহ অর্থাৎ কুরআনের যে সকল আয়াত তেলাওয়াত করলে সিজদাহ করতে হয় এবং শুকরিয়ার সিজদাহ, যা ভাল কোন খবর শুনলে করতে হয় তা ওযূ করে আদায় করা উত্তম। কিন্তু ওযূ করা ওয়াজিব নয়। অর্থাৎ বিনা ওযূতে এই সিজদাহ করা জায়েয।

এ প্রসঙ্গে হাদীছে এসেছে,

---

১৩৪. নাসাঈ হা/২৯২২; ইবনু হিব্বান হা/৩৮৩৬; আলবানী, সনদ ছহীহ। দ্রঃ ইরওয়া হা/১২১।
১৩৫. মুয়াত্তা মালেক হা/৬৮০; দারাকুতনী হা/৪৪৭; মিশকাত হা/৪৬৫; আলবানী, সনদ ছহীহ। দ্রঃ ইরওয়াউল গালীল হা/১২২।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضـــي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجَدَ بِالنَّجْمِ وَسَجَدَ مَعَهُ الْمُسْلِمُوْنَ وَالْمُشْرِكُوْنَ وَالْجِنُّ وَالإِنْسُ-

ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) সূরা নাজ্‌ম তিলাওয়াতের পর সিজদাহ করেন এবং তাঁর সাথে সমস্ত মুসলিম, মুশরিক, জ্বিন ও ইনসান সবাই সিজদাহ করেছিল'।[১৩৬]

অতএব তিলাওয়াত ও শুকরিয়ার সিজদাহ্‌র ক্ষেত্রে ওযূ পূর্বশর্ত হলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মুশরিকদেরকে সিজদাহ করতে নিষেধ করতেন। কেননা তাদের ওযূ ও ছালাত ছহীহ নয়। শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তায়মিয়াহ এবং মুহাম্মাদ ইবনে ছালেহ আল-উছায়মীন (রহঃ) অনুরূপ ফৎওয়া প্রদান করেছেন।[১৩৭]

মাসআলা : যে সকল কাজের জন্য ওযূ করা সুন্নাত?

(ক) আল্লাহ তা'আলার যিকির এবং কুরআন তেলাওয়াতের সময় ওযূ করা সুন্নাত।

(খ) ওযূ অবস্থায় থাকা সত্ত্বেও প্রত্যেক ছালাতের সময় ওযূ করা সুন্নাত। কারণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) প্রত্যেক ছালাতের সময় ওযূ করতেন।

হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ قُلْتُ كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُوْنَ قَالَ يُجْزِئُ أَحَدَنَا الْوُضُوْءُ مَا لَمْ يُحْدِثْ-

---

১৩৬. বুখারী হা/১০৭১, 'মুশরিকদের সাথে মুসলিমগণের সাজদাহ করা আর মুশরিকরা অপবিত্র, তাদের ওযূ হয় না' অনুচ্ছেদ, বঙ্গানুবাদ (তাওহীদ পাবলিকেশন্স) ১/৫২৪ পৃঃ।

১৩৭. মাজমূ' ফাতাওয়া ২১/২৭৯,২৯৩ পৃঃ; মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল-উছায়মীন, শারহুল মুমতে ১/৩২৫-৩২৭ পৃঃ।

আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (ছাঃ) প্রত্যেক ছালাতের সময় ওযূ করতেন। আমি বললাম, আপনারা কি করতেন? তিনি বললেন, ওযূ ভঙ্গের কারণ না হওয়া পর্যন্ত আমাদের পূর্বের ওযূ যথেষ্ট হত।[১৩৮]

(গ) সহবাসের পরে পুনরায় স্ত্রী মিলন, ঘুমাতে বা পানাহার করতে চাইলে ওযূ করা সুন্নাত।

হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُوْدَ فَلْيَتَوَضَّأْ-

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমাদের কেউ একবার স্ত্রী সহবাস করার পরে পুনরায় সহবাসের ইচ্ছা করলে সে যেন ওযূ করে'।[১৩৯]

অন্য হাদীছে এসেছে,

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ تَوَضَّأَ وُضُوْءَهُ لِلصَّلاَةِ قَبْلَ أَنْ يَنَامَ-

আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জুনুবী বা নাপাক অবস্থায় ঘুমাতে চাইলে ছালাতের ওযূর ন্যায় ওযূ করে ঘুমাতেন।[১৪০]

অন্য হাদীছে এসেছে,

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ جُنُبًا فَأَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَنَامَ تَوَضَّأَ وُضُوْءَهُ لِلصَّلاَةِ-

---

১৩৮. বুখারী হা/২১৪, 'হাদাছ ব্যতীত ওযূ করা' অনুচ্ছেদ, বঙ্গানুবাদ (তাওহীদ পাবলিকেশন্স) ১/১১৮ পৃঃ।

১৩৯. মুসলিম হা/৩০৮; মিশকাত হা/৪৫৪, 'নাপাক ব্যক্তির সাথে মিলা-মিশা ও তার পক্ষে যা মোবাহ' অনুচ্ছেদ, বঙ্গানুবাদ, এমদাদিয়া ২/১০৬ পৃঃ।

১৪০. মুসলিম হা/৩০৫।

আয়েশা (রাঃ) আরো বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জুনুবী বা নাপাক অবস্থায় খেতে অথবা ঘুমাতে চাইলে ছালাতের ওযূর ন্যায় ওযূ করে নিতেন।[১৪১]

(ঘ) গোসল করার পূর্বে ওযূ করা সুন্নাত।

হাদীছে এসেছে,

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ بَدَأَ فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ كَمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ يُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِيْ الْمَاءِ فَيُخَلِّلُ بِهَا أُصُوْلَ شَعَرِهِ ثُمَّ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ غُرَفٍ بِيَدَيْهِ ثُمَّ يُفِيْضُ الْمَاءَ عَلَى جِلْدِهِ كُلِّهِ-

আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ছাঃ) যখন জানাবাতের গোসল করতেন, তখন প্রথমে তাঁর হাত দু'টো ধুয়ে নিতেন। অতঃপর ছালাতের ওযূর মত ওযূ করতেন। অতঃপর তাঁর আঙ্গুলগুলো পানিতে ডুবিয়ে নিয়ে চুলের গোড়া খিলাল করতেন। অতঃপর তাঁর উভয় হাতের তিন আঁজলা পানি মাথায় ঢালতেন। তারপর তাঁর সারা দেহের উপর পানি ঢেলে দিতেন।[১৪২]

(ঙ) ঘুমের পূর্বে ওযূ করা সুন্নাত :

হাদীছে এসেছে,

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَتَيْتَ مَضْجَعَكَ فَتَوَضَّأْ وُضُوْءَكَ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلَى شِقِّكَ الأَيْمَنِ...)

বারা ইবনু আযেব (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (ছাঃ) বলেছেন, যখন তুমি বিছানায় যাবে তখন ছালাতের ওযূর মত ওযূ করে নিবে। তারপর ডান কাতে শয়ন করবে...।[১৪৩]

মাসআলা : ওযূর নিয়ম :

---

১৪১. মুসলিম হা/৩০৬; মিশকাত হা/৪৫৩, বঙ্গানুবাদ (এমদাদিয়া) ২/১০৬ পৃঃ।

১৪২. বুখারী হা/২৪৮, 'গোসলের পূর্বে ওযূ করা' অনুচ্ছেদ, বঙ্গানুবাদ (তাওহীদ পাবলিকেশন্স) ১/১৩৪ পৃঃ; মুসলিম হা/৩১৬; মিশকাত হা/৪৩৫, বঙ্গানুবাদ (এমদাদিয়া) ২/৯৩ পৃঃ।

১৪৩. বুখারী হা/২৪৭, 'গোসলের পূর্বে ওযূ করা' অনুচ্ছেদ, বঙ্গানুবাদ (তাওহীদ পাবলিকেশন্স) ১/১৩১ পৃঃ; মুসলিম হা/২৭১০; মিশকাত হা/২৩৮৫।

(১) প্রথমে মনে মনে ওযূর নিয়ত করবে।[১৪৪] অতঃপর (২) 'বিসমিল্লাহ' বলবে।[১৪৫] এরপর (৩) ডান হাতে পানি নিয়ে দুই হাত কব্জি সমেত ধুবে[১৪৬] এবং আঙ্গুল সমূহ খিলাল করবে।[১৪৭] আঙ্গুলে আংটি থাকলে নাড়াচাড়া করে সেখানে পানি প্রবেশ করাবে।[১৪৮] এরপর (৪) ডান হাতে পানি নিয়ে ভালভাবে কুলি করবে ও প্রয়োজনে নতুন পানি নিয়ে নাকে দিয়ে বাম হাত দ্বারা ভালভাবে নাক ঝাড়বে।[১৪৯] তারপর (৫) কপালের গোড়া থেকে দুই কানের লতী হয়ে থুৎনির নীচ পর্যন্ত পুরা মুখমণ্ডল ধৌত করবে[১৫০] ও দাড়ি খিলাল করবে।[১৫১] তারপর (৬) প্রথমে ডান ও পরে বাম হাত কনুই সহ ধুবে।[১৫২] এরপর (৭) পানি নিয়ে দু'হাতের ভিজা আঙ্গুলগুলি মাথার সম্মুখ হতে পিছনে ও পিছন হতে সম্মুখে বুলিয়ে একবার পুরা মাথা মাসাহ করবে।[১৫৩] একই সাথে ভিজা শাহাদত আঙ্গুল দ্বারা কানের ভিতর অংশে ও বুড়ো আঙ্গুল দ্বারা পিছন অংশে মাসাহ করবে।[১৫৪] অতঃপর ডান ও বাম পায়ের টাখনুসহ ভালভাবে ধুবে[১৫৫] ও বাম হাতের আঙ্গুল দ্বারা পায়ের আঙ্গুল সমূহ খিলাল করবে।[১৫৬] (৯) এভাবে ওযূ শেষে বাম হাতে কিছু পানি নিয়ে লজ্জাস্থান বরাবর ছিটিয়ে দিবে[১৫৭] ও নিম্নোক্ত দো'আ পাঠ করবে-

---

১৪৪. মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/১।
১৪৫. তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৪০২।
১৪৬. মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, নায়লুল আওতার ১/২০৬ ও ২১০ পৃঃ।
১৪৭. নাসাঈ, আবূদাঊদ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৪০৫।
১৪৮. বুখারী, নায়লুল আওতার ১/২৩১ পৃঃ; 'আংটি নাড়াচাড়া ও আঙ্গুল সমূহ খিলাল করা' অনুচ্ছেদ।
১৪৯. মুত্তাফাক আলাইহ, মিশকাত হা/৩৯৪।
১৫০. মুত্তাফাক আলাইহ, নায়লুল আওতার ১/২১০ পৃঃ।
১৫১. তিরমিযী, নায়লুল আওতার ১/২২৪ পৃঃ।
১৫২. বুখারী, নায়লুল আওতার ১/২২৩ পৃঃ।
১৫৩. মুত্তাফাক আলাইহ, মিশকাত হা/৩৯৪।
১৫৪. নাসাঈ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৪১৪।
১৫৫. মুত্তাফাক আলাইহ, মিশকাত হা/৩৯৪।
১৫৬. আবূদাঊদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/৪০৬-০৭।
১৫৭. আবূদাঊদ, নাসাঈ, মিশকাত হা/৩৬১।

أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، اللَّهُمَّ اجْعَلْنِيْ مِنَ التَّوَّابِيْنَ وَاجْعَلْنِيْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ-

'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ (ছাঃ) তাঁর বান্দা ও রাসূল। হে আল্লাহ! আপনি আমাকে তওবাকারীদের ও পবিত্রতা অর্জনকারীদের অন্তর্ভুক্ত করুন'।

ওমর ফারূক (রাঃ) হতে বর্ণিত, উক্ত হাদীছে রাসূল (ছাঃ) এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি পূর্ণভাবে ওযূ করবে ও কালেমায়ে শাহাদত পাঠ করবে, তার জন্য জান্নাতের আটটি দরজাই খুলে দেওয়া হবে। যে দরজা দিয়ে ইচ্ছা সে প্রবেশ করবে।[১৫৮] উল্লেখ্য যে, এই দো'আ পাঠের সময় আসমানের দিকে তাকানোর হাদীছটি 'মুনকার' বা যঈফ।[১৫৯]

---

১৫৮. তিরমিযী, মিশকাত হা/২৮৯।
১৫৯. নাছিরুদ্দীন আলবানী, ইরওয়াউল গালীল ১/১৩৫ পৃঃ।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

মোযা, পাগড়ী ও ব্যাণ্ডেজের উপর মাসাহ সম্পর্কিত মাসআলা

মাসআলা : মোযার উপর মাসাহ করার হুকুম :

মোযা দুই প্রকার। যথা- ১- اَلْخُفُّ অর্থাৎ চামড়ার তৈরী মোযা। ২- اَلْجَــوْرَبُ অর্থাৎ কাপড়ের তৈরী মোযা। এই উভয় প্রকার মোযার উপর মাসাহ করা জায়েয।

ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহঃ) বলেন, لَيْسَ فِيْ قَلْبِيْ مِنَ الْمَسْحِ شَيْءٌ، فِيْــهِ أَرْبَعُوْنَ حَدِيْثًا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- অর্থাৎ মোযার উপরে মাসাহ করা জায়েয, এতে আমার অন্তরে সামান্যতম সন্দেহ নেই। এ সম্পর্কে নবী করীম (ছাঃ) হতে ৪০টি হাদীছ বর্ণিত হয়েছে।[১৬০]

হাদীছে এসেছে,

عَنْ الْمُغيرَة بْنِ شُعْبَةَ عَنْ رَسُوْلِ الله صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ خَرَجَ لِحَاجَتِه فَاتَّبَعَهُ الْمُغيْرَةُ بِإِدَاوَةٍ فِيْهَا مَاءٌ فَصَبَّ عَلَيْهِ حِيْنَ فَرَغَ مِنْ حَاجَتِهِ فَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ-

মুগীরাহ ইবনু শু‘বাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) প্রাকৃতিক প্রয়োজনে বাইরে গেলে তিনি (মুগীরাহ) পানি সহ একটা পাত্র নিয়ে তাঁর অনুসরণ করলেন। অতঃপর আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) প্রাকৃতিক প্রয়োজন শেষ করে এলে তিনি তাঁকে পানি ঢেলে দিলেন। আর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ওযূ করলেন এবং উভয় মোযার উপর মাসাহ করলেন।[১৬১]

---

১৬০. ইবনে কুদামা (রহঃ), মুগনী ১/৩৬০ পৃঃ।

১৬১. বুখারী হা/২০৩, ‘মোযার উপর মাসাহ করা’ অনুচ্ছেদ, বঙ্গানুবাদ (তাওহীদ পাবলিকেশন্স) ১/১১৫ পৃঃ।

মাসআলা : মোযার উপর মাসাহ ছহীহ হওয়ার পূর্বশর্ত সমূহ :

(ক) পবিত্র অবস্থায় অর্থাৎ ওযূ অবস্থায় মোযা পরিধান করা। অতএব ওযূ বিহীন অবস্থায় মোযা পরিধান করলে তার উপর মাসাহ করা জায়েয নয়।

হাদীছে এসেছে,

عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِيْ سَفَرٍ فَأَهْوَيْتُ لأَنْزِعَ خُفَّيْهِ فَقَالَ دَعْهُمَا فَإِنِّيْ أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا–

উরওয়া ইবনে মুগীরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী করীম (ছাঃ)-এর সঙ্গে কোন এক সফরে ছিলাম। (ওযূ করার সময়) আমি তাঁর মোযা দু'টি খুলতে চাইলে তিনি বললেন, ও দু'টি থাক, আমি পবিত্র অবস্থায় ওদু'টি পরেছিলাম। (এই বলে) তিনি তার উপর মাসাহ করলেন।[১৬২]

(খ) মোযা বৈধ হওয়া। অর্থাৎ যদি কেউ অন্য কারো মোযা জোরপূর্বক অন্যায়ভাবে ছিনিয়ে নিয়ে পরিধান করে অথবা চুরিকৃত মোযা পরিধান করে অথবা রেশমী কাপড়ের তৈরী মোযা পরিধান করে। তাহলে তার উপর মাসাহ করা জায়েয নয়।

(গ) মোযা পবিত্র হওয়া। অর্থাৎ অপবিত্র মোযার উপর মাসাহ করা জায়েয নয়। যেমন কুকুর অথবা গাধার চামড়া দ্বারা তৈরীকৃত মোযার উপর মাসাহ করা জায়েয নয়।

(ঘ) শারঈ দলীল দ্বারা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে মাসাহ করা। আর তা হল, মুক্বীমের জন্য এক দিন, এক রাত এবং মুসাফিরের জন্য তিন দিন, তিন রাত।

হাদীছে এসেছে,

عَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِئٍ قَالَ سَأَلْتُ عَلِيَّ ابْنِ أَبِى طَالِبٍ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَقَالَ جَعَلَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ لِلْمُسَافِرِ وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيْمِ–

---

১৬২. *বুখারী হা/২০৬, 'পবিত্র অবস্থায় উভয় পা মোযায় প্রবেশ করানো' অনুচ্ছেদ, বঙ্গানুবাদ (তাওহীদ পাবলিকেশন্স)* ১/১১৬ *পৃঃ।*

শুরাইহ ইবনে হানী বলেন, আমি আলী ইবনু আবি তালেব (রাঃ)-কে মোযার উপর মাসাহ করা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম (মাসাহ কতদিন যাবৎ করা যায়?) উত্তরে তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তা মুসাফিরের জন্য তিন দিন, তিনি রাত এবং মুক্বীমের জন্য এক দিন, এক রাত নির্ধারণ করে দিয়েছেন'।[১৬৩]

অতএব মুক্বীমের জন্য এক দিন, এক রাত এবং মুসাফিরের জন্য তিন দিন, তিন রাত অতিক্রম হলে তার উপর মাসাহ করা জায়েয নয়।

মাসআলা : মোযার উপর মাসাহ করার নিয়ম :

মোযার উপর মাসাহ করার সময় তার উপরিভাগ মাসাহ করতে হবে। অর্থাৎ পায়ের পাতার উপর মাসাহ করতে হবে।

হাদীছে এসেছে,

عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ عَلَى ظَاهِرِهِمَا-

মুগীরাহ ইবনে শু'বাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে মোযাদ্বয়ের উপরিভাগ মাসাহ করতে দেখেছি।[১৬৪]

অতএব মোযার নিম্নভাগ ও পেছনের দিকে মাসাহ করা বৈধ নয়।

আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

لَوْ كَانَ الدِّيْنُ بِالرَّأْىِ لَكَانَ أَسْفَلُ الْخُفِّ أَوْلَى بِالْمَسْحِ مِنْ أَعْلاَهُ وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَمْسَحُ عَلَى ظَاهِرِ خُفَّيْهِ-

অর্থাৎ দ্বীন যদি বিবেক-বুদ্ধি অনুসারেই হত, তাহলে মোযার উপরিভাগ অপেক্ষা নিম্নভাগ মাসাহ করাই উত্তম হত। অথচ আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে দেখেছি, তিনি তাঁর মোযাদ্বয়ের উপর দিকেই মাসাহ করতেন।[১৬৫]

---

১৬৩. মুসলিম হা/২৭৬; মিশকাত হা/৫১৭, 'মোযার উপর মাসাহ করা' অনুচ্ছেদ, বঙ্গানুবাদ (এমদাদিয়া) ২/১২৯ পৃঃ।

১৬৪. তিরমিযী হা/৯৮; মিশকাত হা/৫২২, বঙ্গানুবাদ (এমদাদিয়া) ২/১৩২ পৃঃ; আলবানী, সনদ হাসান ছহীহ।

মাসআলা : মোযার উপর মাসাহ ভঙ্গের কারণ সমূহ :

(ক) গোসল ফরয হলে : অর্থাৎ মোযার উপরে মাসাহ করার পরে স্ত্রী মিলন করলে অথবা স্বপ্নদোষ হলে তা ভঙ্গ হয়ে যাবে।

হাদীছে এসেছে,

عَنْ صَفْوَان بْنِ عَسَّالٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا إِذَا كُنَّا فِيْ سَفَرٍ أَلاَّ نَنْزِعَ خِفَافَنَا إِلاَّ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ، إِلاَّ مِنْ جَنَابَةٍ...)

ছফওয়ান ইবনু আস্সাল (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা যখন সফরে থাকতাম তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদেরকে নির্দেশ দিতেন, আমরা যেন আমাদের মোযা না খুলি তিন দিন অতিবাহিত হওয়ার পূর্বে। তবে জানাবাতের অবস্থা ব্যতীত।[১৬৬]

(খ) মোযা খুলে ফেললে মাসাহ ভঙ্গ হয়ে যাবে : অর্থাৎ পবিত্র অবস্থায় মোযা পরিধান করার পরে তা খুলে পুনরায় পরিধান করলে উক্ত মোযার উপরে মাসাহ করা বৈধ নয়। কিন্তু এমতাবস্থায় ওযূ ভঙ্গ হবে কি না? এব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের মধ্যে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। তবে ছহীহ মত হল, ওযূ ভঙ্গ হবে না।[১৬৭] এ মর্মে একটি আছার বর্ণিত হয়েছে,

عَنْ أَبِيْ ظَبْيَانَ أَنَّهُ رَأَى عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بَالَ قَائِمًا ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى نَعْلَيْهِ ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَخَلَعَ نَعْلَيْهِ ثُمَّ صَلَّى-

আবু যাবইয়ান (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি দেখলেন আলী (রাঃ) দাঁড়িয়ে পেশাব করলেন। অতঃপর পানি নিয়ে ডাকলেন। তারপর ওযূ করলেন এবং তাঁর জুতাদ্বয়ের উপরে মাসাহ করলেন। অতঃপর মসজিদে প্রবেশ করলেন এবং জুতাদ্বয় খলে ফেললেন। অতঃপর ছালাত আদায় করলেন।[১৬৮]

---

১৬৫. আবুদাউদ হা/১৬২; মিশকাত হা/৫২৫, বঙ্গানুবাদ (এমদাদিয়া) ২/১৩৩ পৃঃ; আলবানী, সনদ ছহীহ।

১৬৬. তিরমিযী হা/৯৬; ইবনু মাজাহ হা/৪৭৮; মিশকাত হা/৫২০, 'মোজার উপর মাসাহ করা' অনুচ্ছেদ, বঙ্গানুবাদ (এমদাদিয়া) ২/১৩১ পৃঃ; আলবানী, সনদ হাসান।

১৬৭. ছহীহ ফিকহুস সুন্নাহ ১/১৫৬ পৃঃ।

১৬৮. শারহু মা'আনীল আছার, ত্বহাবী ১/৮৫ পৃঃ, সনদ ছহীহ।

(গ) নির্দিষ্ট সময় শেষ হয়ে গেলে : ইসলামী শরী'আত কর্তৃক নির্দিষ্ট সময় শেষ হওয়ার পরে মোযার উপর মাসাহ করা জায়েয নয়। আর তা হল, মুক্বীমের জন্য এক দিন, এক রাত এবং মুসাফিরের জন্য তিন দিন, তিন রাত।[১৬৯]

মাসআলা : সফর অবস্থায় মোযার উপর মাসাহ করে নির্দিষ্ট সময় অতিক্রম হওয়ার পূর্বেই মুক্বীম হলে তার হুকুম :

সফর অবস্থায় মোযার উপর তিন দিন, তিন রাত মাসাহ করা বৈধ। কিন্তু সফরকারী এক দিন অথবা দুই দিন পরে নিজ বাড়ীতে ফিরে আসলে সে মুক্বীম হয়ে গেল। এ অবস্থায় তার জন্য এক দিন, এক রাতের বেশী মাসাহ করা বৈধ নয়। এমতাবস্থায় তার করণীয় হল, সে মুক্বীমের হুকুম পালন করবে। অর্থাৎ যদি এক দিন, এক রাত অতিক্রম হয়ে থাকে তাহলে মাসাহ ত্যাগ করবে। আর যদি এক দিন, এক রাতের কিছু অংশ বাকী থাকে তাহলে তা পূর্ণ করবে।[১৭০]

মাসআলা : মুক্বীম অবস্থায় মোযার উপর মাসাহ করে নির্দিষ্ট সময় অতিক্রম হওয়ার পূর্বেই সফরে বের হলে তার হুকুম :

কেউ মুক্বীম অবস্থায় মোযার উপর মাসাহ করে এক দিন অতিক্রম হলে এবং এক রাত বাকী থাকতেই সফরে বের হল। এখন যেহেতু সে মুসাফির সেহেতু তার জন্য তিন দিন, তিন রাত মাসাহ করা বৈধ। এমতাবস্থায় তার করণীয় হল, সে মুক্বীমের হুকুম বাস্তবায়ন করবে। অর্থাৎ সে তার মুক্বীম অবস্থার বাকী এক রাত মাসাহ করে মাসাহ ত্যাগ করবে। কেননা এক্ষেত্রে মুসাফিরের হুকুম পালন করলে মাসাহ ছহীহ হবে কি-না এ ব্যাপারে সন্দেহ রয়েছে। অতএব যে বিষয়ে সন্দেহ রয়েছে তা থেকে দূরে থাকাই উচিত।[১৭১] কেননা রাসূলুল্লাহ

---

১৬৯. মুসলিম হা/২৭৬; মিশকাত হা/৫১৭, 'মোযার উপর মাসাহ করা' অনুচ্ছেদ, বঙ্গানুবাদ (এমদাদিয়া) ২/১২৯ পৃঃ।

১৭০. মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল-উছায়মীন, শারহুল মুমতে ১/২৫১ পৃঃ।

১৭১. মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল-উছায়মীন, শারহুল মুমতে ১/২৫২ পৃঃ।

(ছাঃ) বলেছেন, دَعْ مَا يَرِيْبُكَ إِلَى مَا لاَ يَرِيْبُكَ. ‘যা তোমার কাছে সন্দেহযুক্ত মনে হয়, তা পরিত্যাগ করে সন্দেহমুক্ত কাজ কর’।[১৭২]

মাসআলা : পাগড়ীর উপর মাসাহ করার হুকুম :

পাগড়ীর উপর মাসাহ করা জায়েয। তবে পাগড়ীর বেশী অংশ মাসাহ করতে হবে। সামান্য কিছু অংশ মাসাহ করলে ছহীহ হবে না।[১৭৩]

হাদীছে এসেছে,

عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَمْسَحُ عَلَى عِمَامَتِهِ وَخُفَّيْهِ-

জা‘ফর ইবনে আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী করীম (ছাঃ)-কে তাঁর পাগড়ীর উপর এবং উভয় মোযার উপর মাসাহ করতে দেখেছি।[১৭৪]

অতএব পাগড়ীর উপর মাসাহ করা জায়েয। কিন্তু এর উপর ভিত্তি করে টুপির উপর মাসাহ করা বৈধ নয়। কেননা হাদীছে টুপির উপর মাসাহ করার কথা বর্ণিত হয়নি। তাছাড়াও পাগড়ী খুলে পুনরায় বাঁধতে যে কষ্ট অনুভূত হয়, টুপিতে তা হয় না।[১৭৫]

মাসআলা : ব্যাণ্ডেজের উপর মাসাহ করার হুকুম :

শরীরের কোন অঙ্গ ভেঙ্গে গেলে বা কেটে গেলে সেই অঙ্গে ব্যাণ্ডেজ করা হয়। ওযূ করার সময় সেই ব্যাণ্ডেজের উপর মাসাহ করা জায়েয। এক্ষেত্রে কোন সময় সীমা নির্ধারিত নয়। অর্থাৎ যতদিন পর্যন্ত ব্যাণ্ডেজ থাকবে ততদিন পর্যন্ত মাসাহ করা জায়েয।[১৭৬]

---

১৭২. *তিরমিযী হা/২৫১৮; নাসাঈ হা/৫৭১১; মিশকাত হা/২৭৭৩; আলবানী,সনদ ছহীহ।*
১৭৩. *মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল-উছায়মীন, শারহুল মুমতে ১/২৫৯ পৃঃ।*
১৭৪. *বুখারী হা/২০৫, ‘মোযার উপর মাসাহ করা’ অনুচ্ছেদ, বঙ্গানুবাদ (তাওহীদ পাবলিকেশন্স) ১/১১৫ পৃঃ।*
১৭৫. *মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল-উছাইমীন, শারহুল মুমতে ১/২৫৩-২৫৪ পৃঃ।*
১৭৬. *ফিক্বহুল মুয়াস্সার, মুজাম্মা মালিক ফাহ্দ ২৭ পৃঃ।*

অষ্টম পরিচ্ছেদ

গোসল সম্পর্কিত মাসআলা

মাসআলা : গোসলের পরিচয় :

الغسل-এর আভিধানিক অর্থ : ধৌত করা।

الغسل-এর পারিভাষিক অর্থ : ইবাদতের উদ্দেশ্যে, নির্দিষ্ট নিয়মে, পবিত্র পানি দ্বারা সর্ব শরীর ধৌত করার নাম গোসল।[১৭৭]

মাসআলা : গোসলের হুকুম :

গোসল ওয়াজিব হওয়ার কারণ সংঘটিত হলে গোসল করা ওয়াজিব। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوْا 'আর যদি তোমরা অপবিত্র থাক, তবে ভালোভাবে পবিত্র হও' *(মায়েদা ৫/৬)*।

মাসআলা : যে সকল কারণে গোসল করা ওয়াজিব :

(ক) যৌন উত্তেজনার সাথে বীর্য নির্গত হওয়া : আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَـــاطَّهَّرُوْا 'আর যদি তোমরা অপবিত্র থাক, তবে ভালোভাবে পবিত্র হও' *(মায়েদা ৫/৬)*।

হাদীছে এসেছে,

عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ كُنْتُ رَجُلاً مَذَّاءً فَجَعَلْتُ أَغْتَسِلُ حَتَّى تَشَقَّقَ ظَهْرِيْ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَوْ ذُكِرَ لَهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليْه وسلم لاَ تَفْعَلْ إِذَا رَأَيْتَ الْمَذْىَ فَاغْسِلْ ذَكَرَكَ وَتَوَضَّأْ وُضُوْءَكَ لِلصَّلاَةِ فَإِذَا فَضَخْتَ الْمَاءَ فَاغْتَسِلْ-

---

১৭৭. *ফিক্বহুল মুয়াস্সার, মুজাম্মা মালিক ফাহ্দ ২৮ পৃঃ।*

আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার প্রায়ই মযী নির্গত হত এবং আমি গোসল করতাম। এমনকি এ কারণে আমার পৃষ্ঠদেশে ব্যথা অনুভব করতাম। অতঃপর আমি এ বিষয়টি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট পেশ করি অথবা অন্য কারো দ্বারা পেশ করা হয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, 'তুমি এরূপ করবে না। বরং যখনই তুমি মযী দেখবে তখন তোমার পুরুষাঙ্গ ধৌত করবে এবং ছালাত আদায়ের জন্য ওযূ করবে। অবশ্য যদি কোন সময় উত্তেজনা বশতঃ বীর্য নির্গত হয় তবে গোসল করবে'।[১৭৮]

অতএব জাগ্রত অবস্থায় অসুস্থতার কারণে যৌন উত্তেজনা ছাড়াই বীর্যপাত হলে তার উপর গোসল ওয়াজিব নয়।[১৭৯]

পক্ষান্তরে ঘুমন্ত অবস্থায় বীর্যপাত হলেই গোসল ওয়াজিব হবে। এক্ষেত্রে গোসল ওয়াজিব হওয়ার জন্য যৌন উত্তেজনা শর্ত নয়।

হাদীছে এসেছে,

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ أَنَّهَا قَالَتْ جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ امْرَأَةُ أَبِي طَلْحَةَ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّ اللهَ لاَ يَسْتَحْيِيْ مِنَ الْحَقِّ هَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ غُسْلٍ إِذَا هِيَ احْتَلَمَتْ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَعَمْ إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ-

উম্মুল মুমিনীন উম্মু সালামাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবু তালহা (রাঃ)-এর স্ত্রী উম্মু সুলাইম (রাঃ) আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)-এর খিদমতে এসে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! আল্লাহ তা'আলা হকের ব্যাপারে লজ্জা করেন না। স্ত্রীলোকের স্বপ্নদোষ হলে কি ফরয গোসল করবে? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, হ্যাঁ, যদি তারা বীর্য দেখে'।[১৮০]

অতএব স্বপ্নের কিছু বুঝতে পারুক বা না পারুক, ঘুম থেকে জেগে বীর্য দেখলেই তার উপর গোসল ওয়াজিব।

---

১৭৮. আবুদাউদ হা/২০৬; নাসাঈ হা/১৯৩; আলবানী, সনদ ছহীহ।

১৭৯. মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল-উছায়মীন, শারহুল মুমতে ১/৩৩৪ পৃঃ।

১৮০. বুখারী হা/২৮২, 'মহিলাদের স্বপ্নদোষ' অনুচ্ছেদ, বঙ্গানুবাদ (তাওহীদ পাবলিকেশন্স) ১/১৪৬ পৃঃ; মুসলিম হা/৩১৩।

(খ) পুরুষাঙ্গের খাতনার স্থান পর্যন্ত স্ত্রীর যৌনাঙ্গে প্রবেশ করালে বীর্য নির্গত হোক বা না হোক গোসল ওয়াজিব হবে।

হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ، ثُمَّ اجْتَهَدَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ وَإِنْ لَمْ يَنْزِلْ-

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমাদের কেউ স্ত্রীলোকের চার শাখার (দুই হাত ও দুই পায়ের) সম্মুখে বসে এবং সহবাসের চেষ্টা করলে গোসল ফরয হয়, যদিও সে বীর্যপাত না করে'।[১৮১]

অন্য হাদীছে এসেছে,

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ وَجَبَ الْغُسْلُ، فَعَلْتُهُ أَنَا وَرَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاغْتَسَلْنَا-

আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যখন (পুরুষের) খাতনার স্থল (স্ত্রীর) খাতনার স্থলে প্রবেশ করবে, তখন উভয়ের উপর গোসল ফরয হবে। আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমি ও রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরূপ করেছি। অতঃপর উভয়ে গোসল করেছি।[১৮২]

(গ) মুসলিম ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করলে তার উপর গোসল ওয়াজিব।

হাদীছে এসেছে,

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ قَالَ بَيْنَمَا رَجُلٌ وَاقِفٌ بِعَرَفَةَ إِذْ وَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَوَقَصَتْهُ، أَوْ قَالَ فَأَوْقَصَتْهُ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم اغْسِلُوْهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوْهُ فِيْ ثَوْبَيْنِ، وَلاَ تُحَنِّطُوْهُ، وَلاَ تُخَمِّرُوْا رَأْسَهُ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا-

---

১৮১. বুখারী হা/২৯১; মুসলিম হা/৩৪৮; মিশকাত হা/৪৩০, 'গোসল' অনুচ্ছেদ, বঙ্গানুবাদ (এমদাদিয়া) ২/৯২ পৃঃ।

১৮২. তিরমিযী হা/১০৮; মিশকাত হা/৪৪২, বাঙ্গানুবাদ (এমদাদিয়া) ২/৯৬ পৃঃ; আলবানী সনদ ছহীহ।

আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি আরাফাতে অবস্থানরত অবস্থায় আকস্মাৎ তার উটনী হতে পড়ে যায়। এতে তার ঘাড় মটকে গেল অথবা রাবী বলেছেন, ঘাড় মটকে দিল (যাতে সে মারা গেল)। তখন নবী করীম (ছাঃ) বললেন, তাকে বরই পাতাসহ পানি দিয়ে গোসল দাও এবং দু'কাপড়ে তাকে কাফন দাও। তাকে সুগন্ধি লাগাবে না এবং তার মস্তক আবৃত করবে না। কেননা ক্বিয়ামত দিবসে সে তালবিয়া পাঠরত অবস্থায় উত্থিত হবে'।[১৮৩]

উল্লিখিত হাদীছ দ্বারা বুঝা যায় যে, মানুষ মৃত্যুবরণ করলে তার উপর গোসল ওয়াজিব হয়ে যায়। তবে যুদ্ধে শহীদ হওয়া ব্যক্তির উপর গোসল ওয়াজিব নয়।

অন্য হাদীছে এসেছে,

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أُحُدٍ فِيْ ثَوْبٍ وَاحِدٍ ثُمَّ يَقُوْلُ أَيُّهُمْ أَكْثَرُ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ فَإِذَا أُشِيْرَ لَهُ إِلَى أَحَدِهِمَا قَدَّمَهُ فِيْ اللَّحْدِ وَقَالَ أَنَا شَهِيْدٌ عَلَى هَؤُلاَءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ فِيْ دِمَائِهِمْ وَلَمْ يُغَسَّلُوْا وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ-

জাবের ইবনু আব্দুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (ছাঃ) ওহুদের শহীদগণের দুই দুই জনকে একই কাপড়ে (ক্ববরে) একত্র করলেন। অতঃপর জিজ্ঞেস করলেন, তাদের দু'জনের মধ্যে কে কুরআন অধিক জানত? দু'জনের মধ্যে একজনের দিকে ইঙ্গিত করা হলে তাকে ক্ববরে পূর্বে রাখলেন এবং বললেন, আমি ক্বিয়ামতের দিন এদের ব্যাপারে সাক্ষী হব। তিনি রক্ত-মাখা অবস্থায় তাদের দাফন করার নির্দেশ দিলেন, তাদের গোসল দেওয়া হয়নি এবং তাদের (জানাযা) ছালাতও আদায় করা হয়নি।[১৮৪]

(ঘ) হায়েয এবং নিফাসের রক্ত বন্ধ হলে তার উপর গোসল ওয়াজিব।

---

১৮৩. বুখারী হা/১২৬৫, 'দু'কাপড়ে কাফন দেওয়া' অনুচ্ছেদ, বঙ্গানুবাদ (তাওহীদ পাবলিকেশন্স) ২/১৩ পৃঃ; মুসলিম হা/১২০৬; মিশকাত হা/১৬৩৭।

১৮৪. বুখারী হা/১৩৪৩, 'শহীদের জন্য জানাযার ছালাত' অনুচ্ছেদ, বঙ্গানুবাদ (তাওহীদ পাবলিকেশন্স) ২/৪৭ পৃঃ; মিশকাত হা/১৬৬৫।

হাদীছে এসেছে,

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِيْ حُبَيْشٍ كَانَتْ تُسْتَحَاضُ فَسَأَلَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ ذَلِك عِرْقٌ وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلاَةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْتَسِلِيْ وَصَلِّي-

আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, ফাতেমা বিনতে আবূ হুবাইশ (রাঃ)-এর ইস্তিহাযা হত। তিনি এ বিষয়ে নবী (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেন। আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) বললেন, 'এ হচ্ছে রগের রক্ত, হায়েযের রক্ত নয়। সুতরাং হায়েয শুরু হলে ছালাত ছেড়ে দেবে। আর হায়েয শেষ হলে গোসল করে ছালাত আদায় করবে'।[১৮৫]

নিফাসের ক্ষেত্রেও হায়েযের অনুরূপ হুকুম প্রযোজ্য। কেননা নিফাস হায়েযের মতই। আয়েশা (রাঃ) হজ্জে গিয়ে সারিফ নামক স্থানে পৌঁছে ঋতুবতী হলে রাসূল (ছাঃ) তাকে বলেছিলেন, (لَعَلَّكِ نُفِسْتِ) 'সম্ভবত তুমি ঋতুবতী হয়েছ'।[১৮৬] এখানে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিফাস শব্দের ব্যবহার করে হায়েয হওয়াকে বুঝিয়েছেন। অতএব হায়েয এবং নিফাসের হুকুম একই।

মাসআলা : পবিত্রতা অর্জনের গোসলের নিয়ম :

অপবিত্র অবস্থা থেকে পবিত্রতা অর্জনের জন্য গোসল করা ওয়াজিব। আর সেই গোসলের সুন্নাতী নিয়ম হল- সে পবিত্রতা অর্জনের নিয়ত করবে এবং বিসমিল্লাহ বলে প্রথমে উভয় হাত ধৌত করবে। অতঃপর লজ্জাস্থান ও তার আশেপাশে যে স্থানগুলোতে বীর্য লেগেছে তা ধৌত করবে। এরপর সে ছালাতের অযূর ন্যায় ওযূ করবে। তারপর হাতে পানি নিয়ে মাথার চুল খিলাল করবে। অতঃপর হাত দ্বারা মাথায় তিন বার পানি দিবে এবং সারা শরীরে পানি ঢেলে দিবে।

হাদীছে এসেছে,

---

১৮৫. বুখারী হা/৩২০, 'হায়েয শুরু ও শেষ হওয়া' অনুচ্ছেদ, বঙ্গানুবাদ (তাওহীদ পাবলিকেশন্স) ১/১৬২ পৃঃ।

১৮৬. বুখারী হা/৩০৫, 'ঋতুবতী নারী হজ্জের যাবতীয় বিধান পালন করবে তবে কা'বা গৃহের তাওয়াফ ব্যতীত' অনুচ্ছেদ, বঙ্গানুবাদ (তাওহীদ পাবলিকেশন্স) ১/১৫৬ পৃঃ; মুসলিম হা/১২১১।

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ بَدَأَ فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ كَمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلاَةِ ثُمَّ يُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي الْمَاءِ فَيُخَلِّلُ بِهَا أُصُوْلَ شَعَرِهِ ثُمَّ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ ثَلاَثَ غُرَفٍ بِيَدَيْهِ ثُمَّ يُفِيْضُ الْمَاءَ عَلَى جِلْدِهِ كُلِّهِ-

আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (ছাঃ) যখন জানাবাতের গোসল করতেন, তখন প্রথমে তাঁর হাত দু'টো ধুয়ে নিতেন। অতঃপর ছালাতের ওযূর মত ওযূ করতেন। অতঃপর তাঁর অঙ্গুলগুলো পানিতে ডুবিয়ে নিয়ে চুলের গোড়া খিলাল করতেন। অতঃপর তাঁর উভয় হাতের তিন আঁজলা পানি মাথায় ঢালতেন। তারপর তাঁর সারা দেহের উপর পানি ঢেলে দিতেন।[১৮৭]

মাসআলা : যে সকল কারণে গোসল করা সুন্নাত :

(ক) সহবাসের পরে পুনরায় সহবাসে লিপ্ত হতে চাইলে গোসল করা সুন্নাত।

হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِيْ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم طَافَ ذَاتَ يَوْمٍ عَلَى نِسَائِهِ يَغْتَسِلُ عِنْدَ هَذِهِ وَعِنْدَ هَذِهِ. قَالَ فَقُلْتُ لَهُ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَلاَ تَجْعَلُهُ غُسْلاً وَاحِدًا قَالَ هَذَا أَزْكَى وَأَطْيَبُ وَأَطْهَرُ-

আবু রাফে' (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক রাত্রে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর সকল বিবির নিকট ঘুরে বেড়ালেন। তিনি এর নিকট একবার ও তার নিকট একবার গোসল করলেন। আবু রাফে' বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)! সর্বশেষে একবারই মাত্র কেন গোসল করলেন না? উত্তরে রাসূল (ছাঃ) বললেন, 'এটা হচ্ছে অধিক পবিত্রতাবর্ধক, অধিক আনন্দদায়ক ও অধিক পরিচ্ছন্ন'।[১৮৮]

---

১৮৭. বুখারী হা/২৪৮, 'গোসলের পূর্বে ওযূ করা' অনুচ্ছেদ, বঙ্গানুবাদ (তাওহীদ পাবলিকেশন্স) ১/১৩৪ পৃঃ; মুসলিম হা/৩১৬; মিশকাত হা/৪৩৫, বঙ্গানুবাদ (এমদাদিয়া) ২/৯৩ পৃঃ।

১৮৮. আবুদাউদ, হা/২১৯; মিশকাত হা/৪৭০, 'নাপাক ব্যক্তির সাথে মিলা-মিশা ও তার পক্ষে যা মোবাহ' অনুচ্ছেদ, বঙ্গানুবাদ (এমদাদিয়া) ২/১১১ পৃঃ; আলবানী, সনদ হাসান

(খ) জুম'আর ছালাতের জন্য গোসল করা সুন্নাত।

হাদীছে এসেছে,

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ-

আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমাদের মধ্যে কেউ জুম'আর ছালাতে আসলে সে যেন গোসল করে'।[১৮৯]

(গ) দুই ঈদের দিনে গোসল করা সুন্নাত।

হাদীছে এসেছে,

عَنْ زَاذَانَ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ عَلِيًّا رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنِ الْغُسْلِ قَالَ : اغْتَسِلْ كُلَّ يَوْمٍ إِنْ شِئْتَ. فَقَالَ : لاَ الْغُسْلُ الَّذِى هُوَ الْغُسْلُ قَالَ : يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَيَوْمَ عَرَفَةَ، وَيَوْمَ النَّحْرِ، وَيَوْمَ الْفِطْرِ-

যাযান (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি আলী (রাঃ)-কে গোসল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। তিনি বললেন, তুমি চাইলে প্রতিদিন গোসল করতে পার। ঐ ব্যক্তি বলল, না, তবে গোসল হল (সুন্নাতী) গোসল। তিনি বললেন, জুম'আর দিনে, আরাফার দিনে, কুরবানীর দিনে এবং ঈদুল ফিতরের দিনে।[১৯০]

(ঘ) হজ্জ ও ওমরার ইহরাম বাঁধার পূর্বে গোসল করা সুন্নাত।

হাদীছে এসেছে,

عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُ رَأَى النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم تَجَرَّدَ لِإِهْلاَلِهِ وَاغْتَسَلَ-

---

১৮৯. বুখারী হা/৮৭৭, 'জুম'আর দিন গোসল করার তাৎপর্য' অনুচ্ছেদ, বঙ্গানুবাদ, তাওহীদ পাবলিকেশন্স ১/৪২৬ পৃঃ; মুসলিম হা/৮৪৪; মিশকাত হা/৫৩৭।

১৯০. সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী হা/৬৩৪৩, 'দুই ঈদের ছালাত' অনুচ্ছেদ।

যায়েদ ইবনে ছাবেত (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি নবী করীম (ছাঃ)-কে এহরামের জন্য সেলাইবিহীন কাপড় পরিধান করতে ও গোসল করতে দেখেছেন।[১৯১]

(ঙ) মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেওয়ার পরে গোসল করা সুন্নাত :

হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ-

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে মৃত ব্যক্তিকে গোসল করাল, সে যেন গোসল করে'।[১৯২]

(চ) কোন অমুসলিম ইসলাম কবুল করলে তার উপর গোসল করা ওয়াজিব।

হাদীছে এসেছে,

عَنْ قَيْسِ بْنِ عَاصِمٍ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم أُرِيْدُ الإِسْلاَمَ فَأَمَرَنِى أَنْ أَغْتَسِلَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ-

ক্বায়েস ইবনু আছেম (রাঃ) বলেন, আমি ইসলাম কবুল করার আগ্রহে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর খিদমতে হাযির হলে তিনি আমাকে কুলের পাতা মিশ্রিত পানি দ্বারা গোসল করার নির্দেশ দিলেন।[১৯৩]

মাসআলা : গোসল ফরয হওয়া অবস্থায় হারাম কাজ সমূহ :

(ক) মসজিদে অবস্থান করা হারাম। তবে মসজিদে অবস্থান না করে তা অতিক্রম করতে পারে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

---

১৯১. তিরমিযী হা/৮৩০, 'এহরামের সময় গোসল করা' অনুচ্ছেদ; মিশকাত হা/২৫৪৭, বঙ্গানুবাদ (এমদাদিয়া) ৫/১৮৯ পৃঃ; আলবানী, সনদ ছহীহ।

১৯২. ইবনু মাজাহ হা/১৪৬৩; মিশকাত হা/৫৪১, বঙ্গানুবাদ (এমদাদিয়া) ২/১০১ পৃঃ; আলবানী, সনদ ছহীহ।

১৯৩. আবুদাউদ হা/৩৫৫, 'ইসলাম গ্রহণের গোসল করা' অনুচ্ছেদ; আলবানী, সনদ ছহীহ।

وَلاَ جُنُبًا إِلاَّ عَابِرِيْ سَبِيْلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوْا-

‘আর অপবিত্র অবস্থায়ও না, যতক্ষণ না তোমরা গোসল কর, তবে যদি তোমরা পথ অতিক্রমকারী হও’ *(নিসা ৪/৪৩)*।

(খ) ছালাত আদায় করা হারাম। ছালাত ছহীহ হওয়ার পূর্বশর্ত হল, ছোট ও বড় উভয় প্রকার নাপাকী হতে পবিত্রতা অর্জন করা।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

لاَ تُقْبَلُ صَلاَةٌ بِغَيْرِ طُهُوْرٍ وَلاَ صَدَقَةٌ مِنْ غُلُوْلٍ-

‘পবিত্রতা ব্যতীত ছালাত এবং হারাম মালের দান কবুল হয় না’।[১৯৪]

অন্যত্র তিনি বলেছেন,

لاَ تُقْبَلُ صَلاَةُ مَنْ أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ-

‘যে ব্যক্তির ওযূ ভঙ্গ হয়েছে তার ছালাত হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত সে ওযূ না করে’।[১৯৫]

(গ) কুরআন স্পর্শ করা হারাম।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন, لاَ يَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُوْنَ ‘কেউ তা (কুরআন) স্পর্শ করে না পবিত্রগণ ব্যতীত’ *(ওয়াক্বিয়া ৭৯)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, لاَ يَمَسُّ الْقُرْآنَ إِلا طَاهِرٌ. ‘কুরআন স্পর্শ করে না পবিত্র ব্যক্তি ব্যতীত’।[১৯৬]

অতএব যার উপর গোসল ওয়াজিব তার জন্য কুরআন স্পর্শ করা হারাম। কিন্তু স্পর্শ না করে কুরআন তেলাওয়াত করতে পারবে কি না? এব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের মধ্যে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। তবে ছহীহ মত হল, হায়েয অথবা নিফাসের কারণে অপবিত্র নারী স্পর্শ না করে কুরআন তেলাওয়াত করতে

---

১৯৪. মুসলিম হা/২২৪, ‘ছালাতের জন্য পবিত্রতা ওয়াজিব’ অনুচ্ছেদ; মিশকাত হা/৩০১, বঙ্গানুবাদ, এমদাদিয়া ২/৪৮ পৃঃ।

১৯৫. বুখারী হা/১৩৫, ‘পবিত্রতা ব্যতীত ছালাত কবুল হবে না’ অনুচ্ছেদ, বঙ্গানুবাদ (তাওহীদ পাবলিকেশন্স) ১/৮৫ পৃঃ; মুসলিম হা/২২৫; মিশকাত হা/৩০০, বঙ্গানুবাদ (এমদাদিয়া) ২/৪৮ পৃঃ।

১৯৬. মুয়াত্তা মালেক হা/৬৮০; দারাকুতনী হা/৪৪৭; মিশকাত হা/৪৬৫; আলবানী, সনদ ছহীহ। দ্রঃ ইরওয়াউল গালীল হা/১২২।

পারবে। পক্ষান্তরে বীর্য নির্গত হওয়ার মাধ্যমে (সহবাস অথবা সপ্নদোষ) অপবিত্র ব্যক্তি কুরআন তেলাওয়াত করতে পারবে না। কেননা একজন হায়েযা অথবা নিফাসী নারী ইচ্ছা করলেই পবিত্র হতে পারে না। বরং তার পবিত্রতা আল্লাহর হাতে। আল্লাহ যখন তাকে পবিত্র করেন তখনি কেবল সে পবিত্র হতে পারে। ফলে দীর্ঘ দিন যাবৎ অপবিত্রতার কারণে কুরআন না পড়লে ভূলে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। পক্ষান্তরে বীর্য নির্গত হওয়ার মাধ্যমে অপবিত্র ব্যক্তি ইচ্ছা করলেই গোসল করে পবিত্রতা অর্জন করতে পারে। এতে তার কুরআন ভুলে যাওয়ার কোন অবকাশ নেই।[১৯৭]

(ঘ) পবিত্র কা'বা গৃহ তাওয়াফ করা হারাম।

হাদীছে এসেছে,

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم : لاَ نَذْكُرُ إِلاَّ الْحَجَّ فَلَمَّا جِئْنَا سَرِفَ طَمِثْتُ فَدَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا أَبْكِي فَقَالَ مَا يُبْكِيْكِ قُلْتُ لَوَدِدْتُ وَاللهِ أَنِّي لَمْ أَحُجَّ الْعَامَ قَالَ لَعَلَّكِ نُفِسْتِ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَإِنَّ ذَلِكَ شَيْءٌ كَتَبَهُ اللهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ فَافْعَلِيْ مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لاَ تَطُوْفِيْ بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِيْ-

আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)-এর সঙ্গে হজ্জের উদ্দেশ্যে বের হয়েছিলাম। আমরা 'সারিফ' নামক স্থানে পৌঁছলে আমি ঋতুবতী হই। এ সময় নবী করীম (ছাঃ) এসে আমাকে কাঁদতে দেখলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কাঁদছ কেন'? আমি বললাম, আল্লাহ্র শপথ! এ বছর হজ্জ না করাই আমার জন্য পসন্দনীয়। তিনি বললেন, 'সম্ভবত তুমি ঋতুবতী হয়েছ'। আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, এটাতো আদম কন্যাদের জন্য আল্লাহ নির্ধারিত করেছেন। তুমি পবিত্র হওয়া পর্যন্ত অন্যান্য হাজীদের মত সমস্ত কাজ করে যাও, কেবল কা'বা গৃহ তাওয়াফ করবে না'।[১৯৮]

---

১৯৭. *মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল-উছায়মীন, শারহুল মুমতে ১/৩৪৯ পৃঃ।*

১৯৮. *বুখারী হা/৩০৫, বঙ্গানুবাদ, তাওহীদ পাবলিকেশন্স ১/১৫৬ পৃঃ; মুসলিম হা/১২১১; মিশকাত হা/২৫৭২।*

নবম পরিচ্ছেদ

তায়াম্মুম সম্পর্কিত মাসআলা

তায়াম্মুমের পরিচয় :

التيمم-এর শাব্দিক অর্থ : القصد অর্থাৎ ইচ্ছা করা।

التـــيمم-এর পারিভাষিক অর্থ : আল্লাহ তা'আলার ইবাদতের উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট নিয়মে পবিত্র মাটি দ্বারা মুখমণ্ডল ও উভয় হাত মাসাহ করার নাম তায়াম্মুম।[১৯৯]

التـــيمم-এর হুকুম : তায়াম্মুম ইসলামী শরী'আতে জায়েয, যা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে উম্মাতে মুহাম্মাদীর জন্য বিশেষ ছাড়।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوْا مَاءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَأَيْدِيْكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيْدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيْدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ-

'আর যদি তোমরা অসুস্থ হও কিংবা সফরে থাক অথবা তোমাদের কেউ পায়খানা থেকে আসে অথবা তোমরা স্ত্রীদের সাথে সহবাস কর অতঃপর পানি না পাও, তবে পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম কর। সুতরাং তোমাদের মুখ ও হাত তা দ্বারা মাসাহ কর। আল্লাহ তোমাদের উপর কোন সমস্যা সৃষ্টি করতে চান না, বরং তিনি চান তোমাদের পবিত্র করতে এবং তার নে'মত তোমাদের উপর পূর্ণ করতে, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর' *(মায়েদাহ ৫/৬)*।

হাদীছে এসেছে,

---

১৯৯. *ফিক্বহুল মুয়াস্‌সার ৩২ পৃঃ।*

عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الصَّعِيْدُ الطَّيِّبُ وَضُوْءُ الْمُسْلِمِ وَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ عَشْرَ سِنِيْنَ-

আবু যার (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'পবিত্র মাটি মুসলমানের জন্য পবিত্রকারী, যদিও সে দশ বছর পানি না পায়'।[২০০]

অন্য হাদীছে এসেছে,

عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فُضِّلْنَا عَلَى النَّاسِ بِثَلاَثٍ جُعِلَتْ صُفُوْفُنَا كَصُفُوْفِ الْمَلاَئِكَةِ وَجُعِلَتْ لَنَا الأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدًا وَجُعِلَتْ تُرْبَتُهَا لَنَا طَهُوْرًا إِذَا لَمْ نَجِدِ الْمَاءَ-

হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'সমগ্র মানব জাতির উপর আমাদের শ্রেষ্ঠত্ব দেওয়া হয়েছে তিনটি বিষয়ে। আমাদের কাতার বা সারিকে করা হয়েছে ফেরেশতাদের কাতার বা সারির ন্যায়। সমস্ত ভূমণ্ডলকে আমাদের জন্য সিজদার স্থান করা হয়েছে এবং মাটিকে করা হয়েছে আমাদের জন্য পবিত্রকারী, যখন আমরা পানি না পাই'।[২০১]

মাসআলা : তায়াম্মুম ছহীহ হওয়ার পূর্বশর্ত সমূহ :

(ক) النيـــة অর্থাৎ পানি না পেলে ওযূর পরিবর্তে ছালাতের জন্য তায়াম্মুম-এর নিয়ত করা। কেননা তায়াম্মুম একটি ইবাদত, যা নিয়ত ছহীহ হওয়ার উপর নির্ভরশীল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى-

'নিশ্চয়ই প্রতিটি কাজ নিয়তের উপর নির্ভরশীল। আর মানুষ তার নিয়ত অনুযায়ী প্রতিফল পায়'।[২০২]

---

২০০. তিরমিযী হা/১২৪; নাসাঈ হা/৩২২; আলবানী, সনদ ছহীহ।
২০১. মুসলিম হা/৫২২; মিশকাত হা/৫২৬, 'তায়াম্মুম' অনুচ্ছেদ, বঙ্গানুবাদ (এমদাদিয়া) ২/১৩৪ পৃঃ।
২০২. বুখারী হা/১।

উল্লেখ্য যে, নফল ছালাতের নিয়তে তায়াম্মুম করলে তাতে ফরয ছালাত আদায় করা যাবে কি না? এব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের মধ্যে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। তবে ছহীহ মত হল, তায়াম্মুম যে নিয়তেই করা হোক না কেন, তা দ্বারা ফরয-নফল সকল প্রকার ছালাত আদায় করা যাবে।[২০৩]

(খ) الإسلام। অর্থাৎ ব্যক্তিকে মুসলিম হতে হবে। কেননা তায়াম্মুম হল ইবাদত, যা কোন কাফিরের নিকট হতে আল্লাহ তা'আলা গ্রহণ করবেন না। তিনি বলেন,

وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوْا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُوْرًا–

'আমি তাদের (কাফিরদের) কৃতকর্মের প্রতি লক্ষ্য করব, অতঃপর সেগুলিকে বিক্ষিপ্ত ধুলিকণায় পরিণত করব' *(ফুরক্বান ২৫/২৩)*।

তিনি অন্যত্র বলেন,

وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوْا بِاللهِ وَبِرَسُوْلِهِ وَلَا يَأْتُوْنَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلَا يُنْفِقُوْنَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُوْنَ–

'তাদের (কাফিরদের) দান গ্রহণ করা নিষেধ করা হয়েছে এইজন্য যে, তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অস্বীকার করে, ছালাতে শৈথিল্যের সহিত উপস্থিত হয় এবং অনিচ্ছাকৃতভাবে দান করে' *(তাওবা ৯/৫৪)*।

(গ) العقــل। অর্থাৎ জ্ঞান সম্পন্ন হতে হবে। কেননা পাগল এবং অজ্ঞান ব্যক্তির উপর ইবাদত ওয়াজিব নয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَعَنِ الْمَجْنُوْنِ حَتَّى يَعْقِلَ–

২০৩. *মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল-উছায়মীন, শারহুল মুমতে ১/৪০০ পৃঃ।*

'তিন শ্রেণীর ব্যক্তির উপর থেকে আল্লাহ তা'আলা কলম উঠিয়ে নিয়েছেন। ঘুমন্ত ব্যক্তি, যতক্ষণ পর্যন্ত সে জাগ্রত না হয়। শিশু, যতক্ষণ পর্যন্ত তার স্বপ্ন দোষ না হয় এবং পাগল, যতক্ষণ তার জ্ঞান ফিরে না আসে'।[২০৪]

(ঘ) পানি ব্যবহারে অক্ষমতার শারঈ ওযর থাকা। অর্থাৎ শারঈ ওযরের কারণে পানি ব্যবহারে অক্ষম হলে তার উপর তায়াম্মুম করা ওয়াজিব। আর এই অক্ষমতা কয়েকভাবে হতে পারে। যেমন-

১- পানি না পাওয়া। অর্থাৎ যদি কোন ব্যক্তি ছালাতের সময় ওযূ করার জন্য পানি না পায়, তাহলে সে ব্যক্তি পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করে ছালাত আদায় করতে পারবে। পানি বিদ্যমান থাকলে তার উপর তায়াম্মুম করা জায়েয নয়।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

فَلَمْ تَجِدُوْا مَاءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَأَيْدِيْكُمْ مِنْهُ-

'অতঃপর যদি পানি না পাও, তবে পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম কর। সুতরাং তোমাদের মুখ ও হাত তা দ্বারা মাসাহ কর' *(মায়েদা ৫/৬)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

الصَّعِيْدُ الطَّيِّبُ وَضُوْءُ الْمُسْلِمِ وَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ عَشْرَ سِنِيْنَ-

'পবিত্র মাটি মুসলমানের জন্য পবিত্রকারী, যদিও সে দশ বছর পানি না পায়'।[২০৫]

২- অসুস্থতা বৃদ্ধি কিংবা সুস্থতা লাভ করতে বিলম্ব হওয়ার আশংকা। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى 'আর যদি তোমরা অসুস্থ থাক, (তবে তায়াম্মুম করতে পার)' *(মায়েদা ৫/৬)*।

হাদীছে এসেছে,

---

২০৪. আবুদাউদ হা/৪৪০৩; তিরমিযী হা/১৪২৩; নাসাঈ হা/৩৪৩২; ইবনু মাজাহ হা/২৪১; আলবানী, সনদ ছহীহ।

২০৫. তিরমিযী হা/১২৪; নাসাঈ হা/৩২২; আলবানী, সনদ ছহীহ।

عَنْ جَابِرٍ قَالَ خَرَجْنَا فِيْ سَفَرٍ فَأَصَابَ رَجُلاً مِنَّا حَجَرٌ فَشَجَّهُ فِيْ رَأْسِه ثُمَّ احْتَلَمَ فَسَأَلَ أَصْحَابَهُ فَقَالَ هَلْ تَجِدُوْنَ لِيْ رُخْصَةً فِيْ التَّيَمُّمِ فَقَالُوْا مَا نَجِدُ لَكَ رُخْصَةً وَأَنْتَ تَقْدِرُ عَلَى الْمَاءِ، فَاغْتَسَلَ فَمَاتَ فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أُخْبِرَ بِذَلِكَ، فَقَالَ قَتَلُوْهُ قَتَلَهُمُ اللهُ أَلاَّ سَأَلُوْا إِذْ لَمْ يَعْلَمُوْا فَإِنَّمَا شِفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالُ إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيْهِ أَنْ يَتَيَمَّمَ وَيَعْصِرَ-

জাবের (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমরা এক সফরে বের হলাম। হঠাৎ আমাদের একজনের মাথায় একটা পাথরের চোট লাগল এবং তার মাথা জখম করে দিল। অতঃপর তার স্বপ্নদোষ হল এবং সে তার সাথীদেরকে জিজ্ঞেস করল, তোমরা কি এ অবস্থায় আমার জন্য তায়াম্মুমের অনুমতি আছে বলে মনে কর? তারা বলল, আমরা তোমার জন্য অনুমতি আছে বলে মনে করি না। কেননা তুমি পানি পাচ্ছ। সুতরাং সে গোসল করল আর এতে সে মারা গেল। অতঃপর আমরা যখন নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকটে আসলাম, তখন তাঁকে এই সংবাদ দেওয়া হল। তিনি বললেন, 'তারা তাকে হত্যা করেছে, আল্লাহ তাদেরকে হত্যা করুন। তারা যখন জানে না তখন অন্যদেরকে জিজ্ঞেস করল না কেন? কেননা অজানা রোগের চিকিৎসাই হচ্ছে জিজ্ঞেস করা। অথচ তার জন্য যথেষ্ট ছিল, তায়াম্মুম করা এবং তার জখমের উপর একটি পট্টি বাঁধা'।[২০৬]

অতএব পানি ব্যবহারের কারণে রোগ বৃদ্ধি পাওয়ার অশংকা থাকলে তায়াম্মুম করে ছালাত আদায় করা বৈধ।

৩- প্রচণ্ড শীতে পানি ব্যবহারের কারণে শারীরিক ক্ষতি অথবা মৃত্যুর ভয় করলে। হাদীছে এসেছে,

عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ احْتَلَمْتُ فِيْ لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ فِيْ غَزْوَةِ ذَاتِ السَّلاَسِلِ فَأَشْفَقْتُ إِنِ اغْتَسَلْتُ أَنْ أَهْلِكَ فَتَيَمَّمْتُ ثُمَّ صَلَّيْتُ بِأَصْحَابِيْ الصُّبْحَ، فَذَكَرُوْا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا عَمْرُو صَلَّيْتَ بِأَصْحَابِكَ وَأَنْتَ جُنُبٌ.

---

২০৬. *আবুদাউদ হা/৩৩৬; মিশকাত হা/৫৩১, 'তায়াম্মুম' অনুচ্ছেদ, বঙ্গানুবাদ (এমদাদিয়া) ২/১৩৭ পৃঃ; আলবানী, সনদ হাসান।*

فَأَخْبَرْتُهُ بِالَّذِيْ مَنَعَنِيْ مِنَ الاغْتِسَالِ وَقُلْتُ إِنِّيْ سَمِعْتُ اللهَ يَقُوْلُ (وَلاَ تَقْتُلُوْا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا) فَضَحِكَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا-

আমর ইবনুল আছ (রাঃ) বলেন, যাতু সালাসিলের যুদ্ধের সময় একদা শীতের রাতে আমার স্বপ্নদোষ হয়। আমার আশংকা হল যে, যদি এই সময় আমি গোসল করি তবে ক্ষতিগ্রস্ত হব। আমি তায়াম্মুম করে আমার সাথীদের সাথে ফজরের ছালাত আদায় করি। প্রত্যাবর্তনের পর আমার সঙ্গী- সাথীরা এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে অবহিত করেন। নবী করীম (ছাঃ) বললেন, হে আমর! তুমি নাপাক অবস্থায় তোমার সাথীদের সাথে ছালাত আদায় করলে? তখন আমি তাঁকে আমার গোসল করার অক্ষমতার কথা জানালাম এবং বললাম, আমি আল্লাহ তা'আলাকে বলতে শুনেছি, 'তোমরা নিজেদের হত্যা কর না। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা তোমাদের প্রতি অত্যন্ত মেহেরবান' *(নিসা ৪/২৯)*। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মুচকি হাসি দিলেন ও কিছুই বললেন না।[২০৭]

(ঙ) পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করা। অর্থাৎ যে মাটির সাথে পেশাব-পায়খানা মিশ্রিত হয়েছে, সেই মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করা জায়েয নয়।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَأَيْدِيْكُمْ مِنْهُ-

'পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম কর। সুতরাং তোমাদের মুখ ও হাত তা দ্বারা মাসাহ কর' *(মায়েদাহ ৫/৬)*।

ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, صَعِيْدًا বলতে সেই মাটিকে বুঝানো হয়েছে যেই মাটিতে শষ্য উৎপাদন করা হয়। আর طَيِّبًا বলতে পবিত্র মাটিকে বুঝানো হয়েছে।[২০৮]

---

২০৭. *আবুদাউদ হা/৩৩৪, 'নাপাক অবস্থায় ঠাণ্ডার আশংকায় তায়াম্মুম করা' অনুচ্ছেদ, আলবানী, সনদ ছহীহ।*

২০৮. *ফিক্বহুল মুয়াস্সার ৩৩ পৃঃ।*

অতএব পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করতে হবে। কিন্তু যদি মাটি পাওয়া না যায়। তাহলে বালি অথবা পাথর দ্বারাও তায়াম্মুম করা বৈধ। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেন, فَاتَّقُوْا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ 'সাধ্যমত আল্লাহকে ভয় কর' *(তাগাবুন ৬৪/১৬)*। আওযাঈ (রহঃ) বলেন, বালি মাটির অন্তর্ভুক্ত।[২০৯]

মাসআলা : তায়াম্মুম ভঙ্গের কারণ সমূহ :

(ক) ওযূ ভঙ্গের কারণ সংঘটিত হওয়া। অর্থাৎ তায়াম্মুম করার পরে পেশাব, পায়খানা ও বায়ু নিঃসরণ হলে, স্ত্রী সহবাস করলে বা স্বপ্নদোষ হলে তায়াম্মুম ভঙ্গ হয়ে যাবে।

(খ) পানি উপস্থিত হওয়া। অর্থাৎ তায়াম্মুম করার পরে পানি পাওয়া গেলে তায়াম্মুম ভঙ্গ হয়ে যাবে এবং তার উপর উক্ত পানি দ্বারা ওযূ করা ওয়াজিব হবে।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

الصَّعِيْدُ الطَّيِّبُ وَضُوْءُ الْمُسْلِمِ وَلَوْ إِلَى عَشْرِ سِنِيْنَ فَإِذَا وَجَدْتَ الْمَاءَ فَأَمِسَّهُ جِلْدَكَ فَإِنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ-

'পবিত্র মাটি মুসলমানের জন্য পবিত্রকারী, যদিও সে দশ বছর পানি না পায়। আর যখন তুমি পানি পাবে তখন তোমার চর্মে পানি লাগাবে, কেননা এটাই উত্তম'।[২১০]

মাসআলা : ছালাত আরম্ভ হওয়ার পরে পানি পাওয়া গেলে করণীয় :

পানি না পাওয়ার কারণে তায়াম্মুম করে ছালাত আরম্ভ করলে এবং ছালাত রত অবস্থায় পানি উপস্থিত হলে উক্ত ছালাত ছেড়ে পুনরায় ওযূ করে ছালাত আদায় করতে হবে কি-না? এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের মধ্যে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। তবে এক্ষেত্রে ছহীহ মত হল, তাকে পুনরায় ওযূ করে ছালাত আদায় করতে হবে।

---

২০৯. *ফিক্বহুল মুয়াস্সার ৩৪ পৃঃ।*
২১০. *আবুদাঊদ হা/৩৩২; আলবানী, সনদ ছহীহ।*

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

فَلَمْ تَجِدُوْا مَاءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا–

‘অতঃপর যদি পানি না পাও, তবে পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম কর *(মায়েদাহ ৫/৬)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

فَإِذَا وَجَدْتَ الْمَاءَ فَأَمِسَّهُ جِلْدَكَ فَإِنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ–

‘যখন তুমি পানি পাবে তখন তোমার চর্মে পানি লাগাবে, এটাই উত্তম’।[২১১]

অতএব পানি পাওয়ার সাথে সাথে তায়াম্মুম বাতিল হয়ে যাবে। পানি দ্বারা ওযূ করে ছালাত আদায় করতে হবে।

মাসআলা : তায়াম্মুম করে ছালাত আদায়ের পরে পানি পেলে করণীয় :

পানি না পাওয়ার কারণে তায়াম্মুম করে ছালাত আদায় করার পরে পানি পাওয়া গেলে ছালাত বাতিল হবে না। অর্থাৎ পুনরায় ওযূ করে ছালাত আদায় করতে হবে না। কেননা পানি না পাওয়ার কারণে ওযূর পরিবর্তে তায়াম্মুমের মাধ্যমে পবিত্রতা অর্জন করে ছালাত আদায় করা হয়েছে।

হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ قَالَ خَرَجَ رَجُلاَنِ فِيْ سَفَرٍ فَحَضَرَتِ الصَّلاَةُ وَلَيْسَ مَعَهُمَا مَاءٌ فَتَيَمَّمَا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَصَلَّيَا ثُمَّ وَجَدَا الْمَاءَ فِيْ الْوَقْتِ فَأَعَادَ أَحَدُهُمَا الصَّلاَةَ وَالْوُضُوْءَ وَلَمْ يُعِدِ الآخَرُ، ثُمَّ أَتَيَا رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَا ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ لِلَّذِيْ لَمْ يُعِدْ أَصَبْتَ السُّنَّةَ وَأَجْزَأَتْكَ صَلاَتُكَ. وَقَالَ لِلَّذِيْ تَوَضَّأَ وَأَعَادَ لَكَ الأَجْرُ مَرَّتَيْنِ–

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা দুই ব্যক্তি সফরে বের হয়। পথিমধ্যে ছালাতের সময় উপনীত হলে তারা পানি না পাওয়ায় তায়াম্মুম করে ছালাত আদয় করল। অতঃপর উক্ত ছালাতের সময়ের মধ্যে পানি প্রাপ্ত

২১১. *তদেব।*

হওয়ায় তাদের একজন ওযূ করে পুনরায় ছালাত আদায় করল এবং অপর ব্যক্তি ছালাত আদায় হতে বিরত থাকল। অতঃপর উভয়েই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর খিদমতে হাযির হয়ে এই ঘটনা বর্ণনা করল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, 'তোমাদের যে ব্যক্তি পুনরায় ওযূ করে ছালাত আদায় করেনি সে সুন্নাত অনুযায়ী কাজ করেছে এবং এটাই তার জন্য যথেষ্ট'। আর যে ব্যক্তি ওযূ করে পুনরায় ছালাত আদায় করেছে তার সম্পর্কে বলেন, 'তুমি দ্বিগুণ ছওয়াবের অধিকারী হয়েছ'।[২১২]

অতএব সুন্নাত হল, পুনরায় ছালাত আদায় না করা। পক্ষান্তরে পুনরায় ওযূ করে ছালাত আদায়কারী সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দ্বিগুণ ছওয়াবের অধিকারী বলার কারণ হল সে ব্যক্তি জানত না যে, কোনটি সুন্নাত। তাই সে ইজতিহাদ বা গবেষণা করে ছালাত বাতিল হওয়ার ভয়ে পুনরায় ওযূ করে ছালাত আদায় করেছিল। সুতরাং সে ইজতিহাদ ও ছালাত উভয়টির জন্য দ্বিগুণ ছওয়াবের অধিকারী হয়েছিল। কিন্তু উল্লিখিত হাদীছ হতে কোনটি সুন্নাত এটা জানার পরেও যদি কোন ব্যক্তি পুনরায় ওযূ করে ছালাত আদায় করে তাহলে তা বিদ'আতে পরিণত হবে। কেননা তা সুন্নাত বহির্ভূত আমল।[২১৩]

(গ) ওযর দূরীভূত হওয়া। অর্থাৎ যে ওযরের কারণে তায়াম্মুম করা হয়েছে সে ওযর দূরীভূত হলে তায়াম্মুম বাতিল হয়ে যাবে। যেমন- অসুস্থতা বৃদ্ধির আশংকায় তায়াম্মুম করে ছালাত আদায় করা বৈধ। কিন্তু তায়াম্মুম অবস্থায় সুস্থতা ফিরে পেলে তায়াম্মুম বাতিল হয়ে যাবে এবং তার উপর ওযূ করে ছালাত আদায় করা ওয়াজিব হবে।

মাসআলা : তায়াম্মুম করার নিয়ম :

তায়াম্মুমের নিয়ত করে, বিসমিল্লাহ বলে উভয় হাত মাটিতে মারবে। অতঃপর তাতে ফুঁ দিয়ে মুখমণ্ডল ও উভয় হাতের কব্জি পর্যন্ত উপরিভাগ মাসাহ করবে।

হাদীছে এসেছে,

---

২১২. *আবুদাউদ হা/৩৩৮, 'তায়াম্মুম করে ছালাত আদায়ের পরে ওয়াক্তের মধ্যেই পানি পাওয়া' অনুচ্ছেদ; মিশকাত হা/৫৩৩, 'তায়াম্মুম' অনুচ্ছেদ, বঙ্গানুবাদ (এমদাদিয়া) ২/১৩৭ পৃঃ; আলবানী, সনদ ছহীহ।*

২১৩. *মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল-উছায়মীন, শারহুল মুমতে ১/৪০৬-৪০৭ পৃঃ।*

عَنْ سَعِيْد بْنِ عَبْد الرَّحْمَنِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّاب فَقَالَ إِنِّيْ أَجْنَبْتُ فَلَمْ أُصِب الْمَاءَ فَقَالَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِر لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّاب أَمَا تَذْكُرُ أَنَّا كُنَّا فِيْ سَفَرٍ أَنَا وَأَنْتَ فَأَمَّا أَنْتَ فَلَمْ تُصَلِّ، وَأَمَّا أَنَا فَتَمَعَّكْتُ فَصَلَّيْتُ فَذَكَرْتُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيْكَ هَكَذَا فَضَرَبَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِكَفَّيْهِ الأَرْضَ وَنَفَخَ فِيْهِمَا ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ-

সাঈদ ইবনু আব্দুর রহমান (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ)-এর নিকট এসে বলল, আমি নাপাক হয়েছি, কিন্তু পানি পেলাম না। এসময় আম্মার ইবনু ইয়াসির ওমর (রাঃ)-কে স্মরণ করিয়ে দিয়ে বললেন, আপনার কি স্মরণ নেই যে, এক সফরে আমি ও আপনি উভয়ে ছিলাম। উভয়ে নাপাক হয়েছিলাম, কিন্তু আপনি পানির অভাবে ছালাত আদায় করলেন না, আর আমি মাটিতে গড়াগড়ি দিলাম এবং ছালাত আদায় করলাম। অতঃপর এক সময় আমি এটা নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট বিবৃত করলাম। তিনি বললেন, তোমার জন্য এরূপ করাই যথেষ্ট ছিল। এই বলে তিনি স্বীয় হাতের করদ্বয় যমীনের উপর মারলেন এবং উভয় হাতে ফুঁ দিলেন। অতঃপর উভয় হাত দ্বারা মুখমণ্ডল ও দু'হাতের কব্জি পর্যন্ত মাসাহ করলেন।[২১৪]

অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيْكَ أَنْ تَقُوْلَ بِيَدَيْكَ هَكَذَا، ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدَيْهِ الأَرْضَ ضَرْبَةً وَاحِدَةً ثُمَّ مَسَحَ الشِّمَالَ عَلَى الْيَمِيْنِ وَظَاهِرَ كَفَّيْهِ وَوَجْهَهُ-

'তোমার পক্ষে এরূপ করাই যথেষ্ট ছিল। এই বলে তিনি তাঁর উভয় হাত একবার মাটিতে মারলেন এবং বাম হাত দ্বারা ডান হাত মাসাহ করলেন। অতঃপর মুখমণ্ডল ও উভয় হাতের কব্জি পর্যন্ত তার উপরিভাগ মাসাহ করলেন'।[২১৫]

---

২১৪. *বুখারী হা/৩৩৮, 'তায়াম্মুমের জন্য মাটিতে হাত মারার পর উভয় হাতে ফুঁ দেওয়া' অনুচ্ছেদ, বঙ্গানুবাদ (তাওহীদ পাবলিকেশন্স) ১/১৭২ পৃঃ; মিশকাত হা/৫২৮, বঙ্গানুবাদ (এমদাদিয়া) ২/১৩৫ পৃঃ।*

২১৫. *মুসলিম হা/৩৬৮, 'তায়াম্মুম' অধ্যায়।*

দশম পরিচ্ছেদ

অপবিত্র বস্তু থেকে পবিত্রতা অর্জন সম্পর্কিত মাসআলা

মাসআলা : নাজাসাতের পরিচয় :

النجاسة-এর সংজ্ঞা : النجاسة এমন অপরিচ্ছন্ন বস্তু যা থেকে দূরে থাকার জন্য ইসলামী শরী'আত নির্দেশ প্রদান করেছে।[২১৬]

النجاسة বা অপবিত্র বস্তুর প্রকারভেদ : النجاسة বা অপবিত্র বস্তু তিন প্রকার।[২১৭] যথা-

(১) نجاسة مغلظة (নাজাসাতে মুগাল্লাযা) অর্থাৎ যা বেশী অপবিত্র। যেমন- কুকুর ও শূকর।

(২) نجاسة مخففة (নাজাসাতে মুখাফফাফাহ) অর্থাৎ যা অল্প অপবিত্র। যেমন- শিশুর পেশাব, যে খাদ্য খাওয়া আরম্ভ করেনি।

(৩) نجاسة متوسطة (নাজাসাতে মুতাওয়াসসেতা) অর্থাৎ মধ্যম অবিত্র। যেমন- পেশাব ও পায়খানা।

মাসআলা : অপবিত্র বস্তু সমূহ :

পৃথিবীতে এমন কিছু বস্তু আছে যেগুলোকে ইসলামী শরী'আত অপবিত্র ঘোষণা করেছে এবং তা থেকে দূরে থাকার নির্দেশ দিয়েছে। যেমন-

(ক) পেশাব ও পায়খানা : হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : إِذَا وَطِئَ أَحَدُكُمْ بِنَعْلِهِ الْأَذَى، فَإِنَّ التُّرَابَ لَهُ طَهُوْرٌ-

---

২১৬. *আল-ফিকহুল মুয়াস্‌সার ৩৫ পৃঃ।*
২১৭. *আল-ফিকহুল মুয়াস্‌সার ৩৫ পৃঃ; শারহুল মুমতে ১/৪১৪ পৃঃ।*

আবু হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যখন তোমাদের কেউ জুতা দ্বারা নাপাক জিনিস মাড়ায়, তবে (পরবর্তী) মাটি তার জন্য পবিত্রকারী'।[২১৮]

অন্য হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِك قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ فِيْ الْمَسْجِد مَعَ رَسُوْلِ الله صلى الله عليه وسلم إِذْ جَاءَ أَعْرَابِىٌّ فَقَامَ يَبُوْلُ فِيْ الْمَسْجِد فَقَالَ أَصْحَابُ رَسُوْلِ الله صلى الله عليه وسلم مَهْ مَهْ. فَقَالَ رَسُوْلُ الله صلى الله عليه وسلم لاَ تُزْرِمُوْهُ دَعُوْهُ. فَتَرَكُوْهُ حَتَّى بَالَ. ثُمَّ إِنَّ رَسُوْلَ الله صلى الله عليه وسلم دَعَاهُ فَقَالَ لَهُ إِنَّ هَذه الْمَسَاجدَ لاَ تَصْلُحُ لشَىْءٍ منْ هَذَا الْبَوْلِ وَلاَ الْقَذَرِ إِنَّمَا هِىَ لذكْرِ الله عَزَّوَجَلَّ وَالصَّلاَةِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ. قَالَ فَأَمَرَ رَجُلاً مِنَ الْقَوْمِ فَجَاءَ بِدَلْوٍ مِنْ مَاءٍ فَشَنَّهُ عَلَيْه-

আনাস ইবনু মালেক (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে মসজিদে ছিলাম, এমন সময় এক বেদুইন আসল এবং মসজিদে দাঁড়িয়ে পেশাব করতে লাগল। রাসূল (ছাঃ)-এর ছাহাবীগণ বলে উঠলেন, রাখ! রাখ! তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তাকে বাধা দিও না, তাকে তার অবস্থায় ছেড়ে দাও। সুতরাং তাঁরা তাকে ছেড়ে দিলেন, যে পর্যন্ত না সে পেশাব করল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে ডাকলেন এবং বললেন, দেখ, এই মসজিদ সমূহে পেশাব ও অপবিত্রকরণের মত কিছু করা সঙ্গত নয়। এটা শুধু আল্লাহ্র যিকির, ছালাত ও কুরআন পাঠের জন্য। আনাস (রাঃ) বলেন, অতঃপর রাসূল (ছাঃ) লোকদের মধ্যে একজনকে নির্দেশ দিলেন। সে এক বালতি পানি আনল এবং তার উপর ঢেলে দিল।[২১৯]

অতএব উপরোক্ত হাদীছদ্বয় দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, পেশাব ও পায়খানা অপবিত্র যা থেকে পবিত্রতা অর্জন করার মাধ্যম হল পানি এবং মাটি।

---

২১৮. আবুদাউদ হা/৩৮৫; মিশকাত হা/৫০৩, বঙ্গানুবাদ (এমদাদিয়া) ২/১২৫ পৃঃ।

২১৯. বুখারী হা/২২০, বঙ্গানুবাদ (তাওহীদ পাবলিকেশন্স) ১/১২০ পৃঃ; মুসলিম হা/২৮৫; মিশকাত হা/৪৯২, বঙ্গানুবাদ (এমদাদিয়া) ২/১২২ পৃঃ।

(খ) গোশত খাওয়া হালাল এমন পশুর প্রবাহিত রক্ত : যে সকল পশুর গোশত খাওয়া হালাল সেগুলি যবেহ করলে যে রক্ত প্রবাহিত হয়, তা অপবিত্র। তবে যেসব রক্ত গোশতের মধ্যে থেকে যায়, তা পবিত্র। আল্লাহ তা'আলা বলেন, أَوْ دَمًا مَسْفُوْحًا 'কিংবা প্রবাহিত রক্ত' (অপবিত্র) *(আন'আম ৬/১৪৫)*।

অতএব গোশতের মধ্যে বিদ্যমান রক্ত প্রবাহিত রক্তের অন্তর্ভুক্ত নয়। সুতরাং তা পবিত্র।

(গ) গোশত খাওয়া হারাম এমন প্রানীর মল-মূত্র : যে সকল প্রাণীর গোশত খাওয়া হারাম সেগুলির মল-মূত্র অপবিত্র। যেমন- ইঁদুর, বিড়াল, কুকুর, গাধা ইত্যাদির মল-মূত্র।

হাদীছে এসেছে,

عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ : أَرَادَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَبَرَّزَ فَقَالَ : ائْتِنِيْ بِثَلاَثَةِ أَحْجَارٍ فَوَجَدْتُ لَهُ حَجَرَيْنِ وَرَوْثَةَ حِمَارٍ، فَأَمْسَكَ الْحَجَرَيْنِ وَطَرَحَ الرَّوْثَةَ، وَقَالَ : هِيَ رِجْسٌ-

আব্দুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) পায়খানা করার ইচ্ছা করলেন। তখন তিনি বললেন, আমাকে তিনটি পাথর এনে দাও। আমি তাঁর জন্য দু'টি পাথর ও গাধার মল পেলাম। তিনি পথর দু'টি গ্রহণ করলেন এবং (গাধার) মল ছুড়ে ফেলে দিয়ে বললেন, এটা অপবিত্র'।[২২০]

এ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, গোশত খাওয়া হারাম পশুর মল-মূত্র অপবিত্র।

(ঘ) মৃত প্রাণী : যে সকল পশু-পাখি শারঈ বিধান অনুযায়ী যবেহ ছাড়াই স্বাভাবিক ভাবে মৃতবরণ করে, সেসব মৃত প্রাণী অপবিত্র। আল্লাহ তা'আলা বলেন, إِلاَّ أَنْ يَكُـوْنَ مَيْتَـةً 'মৃত ব্যতীত' *(আন'আম ৬/১৪৫)*। তবে দু'টি মৃত হালাল ও পবিত্র। তা হল মাছ এবং পঙ্গপাল বা ফড়িং জাতীয় প্রাণী বিশেষ।

হাদীছে এসেছে,

---

২২০. বুখারী হা/১৫৬; তিরমিযী হা/১৭; নাসাঈ হা/৪২; আলবানী, সনদ ছহীহ।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ أُحِلَّتْ لَكُمْ مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ، فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ فَالْحُوْتُ وَالْجَرَادُ، وَأَمَّا الدَّمَانِ فَالْكَبِدُ وَالطِّحَالُ–

আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'দু'প্রকারের মৃত এবং দু'প্রকারের রক্ত তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে। সেই মৃত দু'টি হল মাছ ও টিড্ডি। আর দু'প্রকারের রক্ত হল যকৃৎ ও প্লীহা'।[২২১]

আর যে সকল প্রাণীর রক্ত প্রবাহিত হয় না সেগুলি মৃত্যুবরণ করলেও তা পবিত্র। যেমন- মশা, মাছি, পিপিলিকা ইত্যাদি।

হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِيْ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ كُلَّهُ ثُمَّ لْيَطْرَحْهُ فَإِنَّ فِيْ أَحَدِ جَنَاحَيْهِ شِفَاءً وَفِيْ الآخَرِ دَاءً–

আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যখন তোমাদের কারো কোন খাবারের পাত্রে মাছি পড়ে, তখন তাকে পুরোপুরি ডুবিয়ে দিবে, তারপর ফেলে দিবে। কারণ তার এক ডানায় থাকে আরোগ্য ও আরেক ডানায় থাকে রোগ'।[২২২]

অত্র হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, রক্ত প্রবাহিত হয় না এমন প্রাণী মৃত্যুবরণ করলেও পবিত্র।

(ঙ) المذي (মযী) : স্বামী-স্ত্রী উভয়ে সহবাসের চিন্তা অথবা ইচ্ছা করলে উত্তেজনা বসত যে সাদা তরল ও পিচ্ছিল পানি স্ত্রী ও পুরুষ লিঙ্গ থেকে নির্গত

---

২২১. *মুসনাদে আহমাদ হা/৫৭২৩; ইবনু মাজাহ হা/৩৩১৪; মিশকাত হা/৪২৩২, বঙ্গানুবাদ (এমদাদিয়া) ৮/১৩৩ পৃঃ; আলবানী, সনদ ছহীহ।*

২২২. *বুখারী হা/৫৭৮২, কোন পাত্রে মাছি পড়া অনুচ্ছেদ, বঙ্গানুবাদ (তাওহীদ পাবলিকেশন্স) ৫/৩৫৯ পৃঃ; মিশকাত হা/৪১১৫।*

হয় যাতে শরীরিক কোন দুর্বলতা অনুভূত হয় না, তাকে মযী বলা হয়। এটা অপবিত্র হওয়ার ব্যাপারে ওলামায়ে কেরাম ঐক্যমত পোষণ করেছেন।[২২৩]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

إِذَا رَأَيْتَ الْمَذْىَ فَاغْسِلْ ذَكَرَكَ وَتَوَضَّأْ وُضُوْءَكَ لِلصَّلاَةِ-

'যখনই তুমি মযী দেখবে তখন তোমার পুরুষাঙ্গ ধৌত করবে এবং ছালাত আদায়ের জন্য ওযূ করবে'।[২২৪]

অতএব মযী অপবিত্র বলেই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তা থেকে পবিত্রতা অর্জনের জন্য ধৌত করার নির্দেশ দিয়েছেন।

(চ) الودي (ওয়াদী) : এটা সাদা গরম পানি যা সাধারণত পেশাবের পরে বের হয়ে থাকে। এটা অপবিত্র হওয়ার ব্যাপারে ওলামায়ে কেরাম ঐক্যমত পোষণ করেছেন।

ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন,

أَمَّا الْوَدْيُ وَالْمَذْيُ فَقَالَ : اغسِلْ ذَكَرَكَ أَوْ مَذَاكِيْرَكَ وَتَوَضَّأْ وُضُوْءَكَ لِلصَّلاَةِ-

'আর ওয়াদী ও মযী সম্পর্কে তিনি বলেন, তুমি তোমার লজ্জাস্থান ধৌত কর এবং ছালাতের জন্য ওযূ কর।[২২৫] অতএব ওয়াদী অপবিত্র বলেই ধৌত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

(ছ) হায়েযের রক্ত : হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ جَاءَتِ امْرَأَةٌ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ أَرَأَيْتَ إِحْدَانَا تَحِيْضُ فِيْ الثَّوْبِ كَيْفَ تَصْنَعُ قَالَ تَحُتُّهُ ثُمَّ تَقْرُصُهُ بِالْمَاءِ وَتَنْضَحُهُ وَتُصَلِّيْ فِيْهِ-

---

২২৩. *ইমাম নববী, আল-মাজমু ২/৬ পৃঃ; ইবনু কুদামা, আল-মুগনী ১/১৬৮ পৃঃ; ছহীহ ফিকহুস সুন্নাহ ১/৭২ পৃঃ।*

২২৪. *আবুদাউদ হা/২০৬; নাসাঈ হা/১৯৩; আলবানী, সনদ ছহীহ।*

২২৫. *সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী হা/৮৩২, 'মযী এবং ওয়াদী গোসল ওয়াজিব করে না' অনুচ্ছেদ।*

আসমা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, জনৈকা মহিলা নবী (ছাঃ)-এর নিকট এসে বললেন, (হে আল্লাহর রাসূল!) বলুন, আমাদের কারো কাপড়ে হায়েযের রক্ত লেগে গেলে সে কি করবে? তিনি বললেন, 'সে তা ঘষে ফেলবে, তারপর পানি দিয়ে রগড়াবে এবং ভাল করে ধুয়ে ফেলবে। অতঃপর সেই কাপড়ে ছালাত আদায় করবে'।[২২৬]

উল্লিখিত হাদীছ হায়েযের রক্তের অপবিত্রতা প্রমাণ করে।

(জ) কুকুরের লালা : হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم طُهُوْرُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيْهِ الْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُوْلاَهُنَّ بِالتُّرَابِ-

আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমাদের কারো পাত্রের পবিত্রতা লাভ করা হল যখন তাতে কুকুর মুখ দেয় তখন তা সাতবার ধোয়া এবং প্রথমবার মাটি দ্বারা'।[২২৭]

অতএব কুকুরের লালা অপবিত্র বলেই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কুকুরে মুখ দেওয়া পাত্রকে সাতবার ধৌত করার নির্দেশ দিয়েছেন।

মাসআলা : বীর্য অপবিত্র কি?

বীর্য অপবিত্র কি না? এব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের মধ্যে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। তবে ছহীহ মত হল, তা পবিত্র। হাদীছে এসেছে,

عَنْ عَائِشَةَ فِيْ الْمَنِىِّ قَالَتْ كُنْتُ أَفْرُكُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم-

'আয়েশা (রাঃ) থেকে বীর্য সম্পর্কিত বিষয়ে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাপড় থেকে বীর্য ঘষা দিয়ে তুলে ফেলতাম।[২২৮]

অন্য হাদীছে এসেছে,

---

২২৬. *বুখারী হা/২২৭, 'ওযূ' অধ্যায়, 'রক্ত ধৌত করা' অনুচ্ছেদ, বঙ্গানুবাদ (তাওহীদ পাবলিকেশন্স) ১/১২৩ পৃঃ।*

২২৭. *মুসলিম হা/২৭৯, 'কুকুরের লালার হুকুম' অনুচ্ছেদ; মিশকাত হা/৪৯০, 'অপবিত্র হতে পবিত্রকরণ' অনুচ্ছেদ, বঙ্গানুবাদ (এমদাদিয়া) ২/১২১ পৃঃ।*

২২৮. *মুসলিম হা/২৮৮, 'বীর্য সম্পর্কীয় বিধান' অনুচ্ছেদ।*

أَنَّ رَجُلاً نَزَلَ بِعَائِشَةَ فَأَصْبَحَ يَغْسِلُ ثَوْبَهُ فَقَالَتْ عَائِشَةُ إِنَّمَا كَانَ يُجْزِئُكَ إِنْ رَأَيْتَهُ أَنْ تَغْسِلَ مَكَانَهُ فَإِنْ لَمْ تَرَ نَضَحْتَ حَوْلَهُ وَلَقَدْ رَأَيْتُنِي أَفْرُكُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَرْكًا فَيُصَلِّيْ فِيْهِ-

জনৈক ব্যক্তি ‘আয়েশা (রাঃ)-এর মেহমান হল, তিনি দেখলেন, ভোরে সে তার কাপড় ধুচ্ছে (অর্থাৎ তার সপ্নদোষ হয়েছিল)। তা দেখে আয়েশা (রাঃ) বললেন, তোমার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট হত যে, তুমি বীর্য দেখলে কেবলমাত্র সে স্থানটি ধুয়ে নিতে। আর যদি না দেখে থাক তাহলে স্থানটিতে পানি ছিটিয়ে দিতে। কেননা এমনও হয়েছে যে, আমি নিজে রাসূল (ছাঃ)-এর কাপড় থেকে শুকনো বীর্য ঘষা দিয়ে তুলে ফেলেছি এবং তিনি সেই কাপড়েই ছালাত আদায় করেছেন।[২২৯]

উল্লিখিত হাদীছদ্বয় থেকে প্রতিয়মাণ হয় যে, বীর্য পবিত্র। অপবিত্র হলে তা ঘষা দিয়ে তুলে ফেলা যথেষ্ট হতো না। বরং তা পানি দ্বারা ধৌত করা ওয়াজিব হত।

এছাড়াও ছাহাবায়ে কেরামের অবশ্যই সপ্নদোষ হত এবং এতে স্বাভাবিকভাবেই তাঁদের শরীরে ও কাপড়ে বীর্য লাগত। তথাপি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বীর্য থেকে পবিত্রতা অর্জনের কোন পদ্ধতি বর্ণনা করেননি। যেমন তিনি পেশাব, পায়খানা, কুকুরের লালা, হায়েয ও নিফাসের রক্ত ইত্যাদি থেকে পবিত্রতা অর্জন করার পদ্ধতি বর্ণনা করেছেন।[২৩০]

যদি বলা হয় যে, বীর্যপাত হলে যেখানে গোসল ওয়াজিব হয়, সেখানে বীর্য পবিত্র হয় কিভাবে? তাহলে বলব, গোসল ওয়াজিব হওয়ার কারণ বীর্য নির্গত হওয়া; বীর্যের অপবিত্রতা নয়। তাছাড়াও কোন অসুস্থতার কারণে উত্তেজনা ছাড়াই বীর্য নির্গত হলে গোসল ওয়াজিব হয় না যা অত্র বইয়ের গোসল অনুচ্ছেদে বর্ণনা করা হয়েছে।

---

২২৯. মুসলিম হা/২৮৮, ‘বীর্য সম্পর্কীয় বিধান’ অনুচ্ছেদ।
২৩০. ছহীহ ফিকহুস সুন্নাহ ১/৭৫ পৃঃ।

মাসআলা : অপবিত্র বস্তু থেকে পবিত্রতা অর্জনের পদ্ধতি :

(ক) যমীনে পতিত অপবিত্র বস্তু থেকে পবিত্রতা অর্জনের পদ্ধতি : যদি যমীনের কোন স্থানে পায়খানা জাতীয় নাপাকী থাকে যা শুধুমাত্র পানি ঢেলে দূর করা সম্ভব নয়, তাহলে তা পানি দ্বারা ভালভাবে ধৌত করতে হবে। আর যদি পেশাব জাতীয় নাপাকী থাকে, তাহলে তার উপর পানি ঢেলে দিলেই তা পবিত্র হয়ে যাবে। যেমনভাবে রাসূলুল্লাহ বেদুঈনের পেশাবের উপর পানি ঢেলে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

(খ) হায়েযের রক্ত থেকে কাপড় পবিত্র করার পদ্ধতি : হায়েযের রক্ত থেকে কাপড় পবিত্র করতে হলে তা পানি দ্বারা ধুয়ে ফেলতে হবে।

হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ جَاءَت امْرَأَةٌ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ أَرَأَيْتَ إِحْدَانَا تَحِيْضُ فِيْ الثَّوْبِ كَيْفَ تَصْنَعُ قَالَ تَحُتُّهُ ثُمَّ تَقْرُصُهُ بِالْمَاءِ وَتَنْضَحُهُ وَتُصَلِّيْ فِيْهِ-

আসমা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘জনৈকা মহিলা নবী (ছাঃ)-এর নিকট এসে বললেন, (হে আল্লাহর রাসূল!) বলুন, আমাদের কারো কাপড়ে হায়েযের রক্ত লেগে গেলে সে কি করবে? তিনি বললেন, ‘সে তা ঘষে ফেলবে, তারপর পানি দিয়ে রগড়াবে এবং ভাল করে ধুয়ে ফেলবে। অতঃপর সেই কাপড়ে ছালাত আদায় করবে’।[২৩১]

(গ) পায়খানা ও পেশাব থেকে কাপড় পবিত্র করার পদ্ধতি : যদি কাপড়ে পায়খানা লাগে তাহলে তা পানি দ্বারা ধুয়ে ফেলতে হবে। আর পেশাব লাগলে তার উপর পানি ঢেলে দিলেই পবিত্র হয়ে যাবে। তবে দুধ পানকারী ছেলে শিশুর পেশাবের উপর পানি ছিটিয়ে দিলেই তা পবিত্র হয়ে যাবে। কিন্তু দুধ পানকারী মেয়ে শিশুর পেশাব পানি দ্বারা ধুয়ে ফেলতে হবে।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

يُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ الْجَارِيَةِ وَيُرَشُّ مِنْ بَوْلِ الْغُلاَمِ-

---

২৩১. *বুখারী হা/২২৭, ‘ওযূ’ অধ্যায়, ‘রক্ত ধৌত করা’ অনুচ্ছেদ, বঙ্গানুবাদ, তাওহীদ পাবলিকেশন্স ১/১২৩ পৃঃ।*

'মেয়ের পেশাব ধৌত করতে হয় এবং ছেলের পেশাবে পানি ছিটিয়ে দিতে হবে'।[২৩২]

(ঘ) মযী থেকে পবিত্রতা অর্জনের পদ্ধতি : মযী বের হয়ে কাপড়ে লাগলে তার উপর পানি ছিটিয়ে দিলেই তা পবিত্র হয়ে যাবে।

হাদীছে এসেছে,

عَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ قَالَ : كُنْتُ أَلْقَى مِنَ الْمَذْيِ شِدَّةً، فَكُنْتُ أُكْثِرُ الاغْتِسَالَ مِنْهُ، فَسَأَلْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ : إِنَّمَا يُجْزِئُكَ مِنْهُ الْوُضُوْءُ، فَقُلْتُ : فَكَيْفَ بِمَا يُصِيْبُ ثَوْبِيْ مِنْهُ؟ قَالَ : يَكْفِيْكَ أَنْ تَأْخُذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ فَتَنْضَحَ بِهَا مِنْ ثَوْبِكَ حَيْثُ تَرَى أَنَّهُ أَصَابَهُ-

সাহল ইবনু হুনাইফ (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমার অত্যধিক মযী নির্গত হত, তাই আমি অধিক গোসল করতাম। অতঃপর আমি এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করি। তিনি বলেন, মযী বের হওয়ার পরে ওযূ করাই তোমার জন্য যথেষ্ট। তখন আমি বললাম, আমার কাপড়ে মযী লাগলে কি করব? তিনি বললেন, 'কাপড়ের যে স্থানে মযীর নিদর্শন দেখবে, এক আঁজলা পানি নিয়ে তার উপর ছিটিয়ে দেওয়াই যথেষ্ট হবে'।[২৩৩]

উল্লেখ্য যে, মযী শরীরের কোন স্থানে লাগলে সে স্থান ধুয়ে ফেলতে হবে এবং কাপড়ে লাগলে তার উপরে শুধু পানি ছিটিয়ে দিলেই চলবে।

(ঙ) কুকুরের লালা থেকে পবিত্রতা অর্জনের পদ্ধতি : কুকুরের লালা থেকে পবিত্রতা অর্জনের পদ্ধতি বর্ণনা করে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

طُهُوْرُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيْهِ الْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُوْلاَهُنَّ بِالتُّرَابِ-

'তোমাদের কারো পাত্রের পবিত্রতা লাভ করা হল যখন তাতে কুকুর মুখ দেয় তখন তা সাতবার ধৌত করা এবং প্রথমবার মাটি দ্বারা'।[২৩৪]

---

২৩২. *আবুদাউদ হা/৩৭৬; নাসাঈ হা/৩০৪; ইবনু মাজাহ হা/৫২৬; মিশকাত হা/৫০২, বঙ্গানুবাদ (এমদাদিয়া) ২/১২৫ পৃঃ; আলবানী, সনদ ছহীহ।*

২৩৩. *আবুদাউদ হা/২১০; তিরমিযী হা/১১৫; ইবনু মাজাহ হা/৫০৬; আলবানী, সনদ হাসান।*

২৩৪. *মুসলিম হা/২৭৯, 'কুকুরের লালার হুকুম' অনুচ্ছেদ; মিশকাত হা/৪৯০, 'অপবিত্র হতে পবিত্রকরণ' অনুচ্ছেদ, বঙ্গানুবাদ (এমদাদিয়া) ২/১২১ পৃঃ।*

একাদশতম পরিচ্ছেদ

হায়েয ও নিফাস সম্পর্কিত মাসআলা

মাসআলা : মহিলাদের লজ্জাস্থান হতে নির্গত রক্তের প্রকারভেদ :

মহিলাদের লজ্জাস্থান হতে নির্গত রক্ত তিন প্রকার। যথা-

(ক) دم الحيض (হায়েযের রক্ত) : এটা দুর্গন্ধযুক্ত, ঘন ও কালো রঙের হয়, যা নির্দিষ্ট সময়ে প্রাপ্তবয়স্ক নারীদের লজ্জাস্থান হতে নির্গত হয়।[২৩৫]

(খ) دم النفاس (নিফাসের রক্ত) : সন্তান প্রসবের পরে নারীদের লজ্জাস্থান হতে যে রক্ত নির্গত হয় তাকে নিফাস বলা হয়।[২৩৬]

(গ) دم الاستحاضة (ইস্তিহাযার রক্ত) : হায়েয ও নিফাসের নির্ধারিত সময় ব্যতীত অন্য সময় যে রক্ত নারীর লজ্জাস্থান হতে নর্গত হয়, তাকে ইস্তিহাযা বলা হয়।[২৩৭]

মাসআলা : হায়েযের সময়সীমা :

হায়েয আল্লাহ তা'আলা আদম কন্যাদের জন্য নির্ধারণ করেছেন। কিন্তু এর সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ সময়সীমা নির্ধারণ করেননি। অতএব প্রত্যেক নারীর হায়েযের নিয়মের উপর তার সময়সীমা নির্ধারিত হবে। অর্থাৎ যে নারীর নিয়মিত তিন দিন হায়েয হয়, তার জন্য এই তিন দিনই হায়েয হিসাবে গণ্য হবে। আবার যার পাঁচ দিন হায়েয হয় তার জন্য পাঁচ দিনই হায়েয হিসাবে গণ্য হবে। কখনও এর চেয়ে এক অথবা দুই দিন বেশী হলে তা ইস্তিহাযা বলে গণ্য হবে।

শায়খুল ইসলাম ইবনে তায়মিয়া (রহঃ) বলেন, যারা হায়েযের সর্বনিম্ন সময় এক দিন, এক রাত এবং সর্বোচ্চ সময় পনের দিন বলেন, তাদের এই মত

---

২৩৫. ছহীহ ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/২০৬ পৃঃ।
২৩৬. তদেব ১/২১৫ পৃঃ।
২৩৭. তদেব ১/২১৬ পৃঃ।

কুরআন ও সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত নয়। বরং এটা নারীর হায়েযের নিয়মের উপরে নির্ভরশীল।[২৩৮]

হায়েযের সময় নির্ধারণ করতে হলে প্রত্যেক নারীকে তার হায়েযের নিয়মের প্রতি লক্ষ্য করতে হবে। এক্ষেত্রে নারীদেরকে তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়।

১- الْمُبْتَدَأَةُ তথা আরম্ভ হওয়া : অর্থাৎ যে নারীর প্রথম হায়েয হয়েছে। এই প্রকার নারী যে কয়দিন রক্ত দেখবে, সেদিনগুলিকে হায়েয হিসাবে গণ্য করবে এবং হায়েযের যাবতীয় হুকুম মেনে চলবে।

২- الْمُعْتَادَةُ তথা অভ্যস্ত হওয়া : অর্থাৎ যে নারী প্রত্যেক মাসে নির্দিষ্ট সময়ে হায়েয হওয়ায় অভ্যস্ত। এই প্রকার নারী প্রত্যেক মাসে যে কয়দিন হায়েয হয়ে থাকে, সেই কয়দিনকেই হায়েয হিসাবে গণ্য করবে এবং হায়েযের যাবতীয় হুকুম মেনে চলবে।

যদি কোন মাসে হায়েযের নির্দিষ্ট দিন থেকে এক বা দু'দিন বেশী রক্ত দেখা দেয়, অর্থাৎ কোন নারীর প্রত্যেক মাসে নিয়মিত পাঁচ দিন হায়েয হয়। কিন্তু হঠাৎ করে কোন মাসে ছয়/সাত দিন রক্ত দেখা দিলে প্রথমত সে অতিরিক্ত দিনগুলোকে হায়েয হিসাবে গণ্য করবে না। বরং এই দিনগুলোতে ছালাত, ছিয়াম সহ ইসলামের যাবতীয় বিধান পালন করবে এবং তিন মাস পর্যন্ত এই অতিরিক্ত দিনগুলোর প্রতি লক্ষ্য রাখবে। যদি পরপর তিন মাস যাবৎ একই নিয়ম বলবৎ থাকে তাহলে সেই অতিরিক্ত দিনগুলোকেও হায়েয হিসাবে গণ্য করবে এবং হয়েযের যাবতীয় হুকুম মেনে চলবে।

পক্ষান্তরে যদি প্রত্যেক মাসের নির্দিষ্ট নিয়ম থেকে এক অথবা দু'দিন কম দেখা দেয়। অর্থাৎ কোন নারীর প্রত্যেক মাসে নিয়মিত সাত দিন হায়েয হয়ে থাকে। কিন্তু হঠাৎ করে কোন মাসে পাঁচ দিন পরেই রক্ত বন্ধ হয়ে গেলে সে গোসল করে পবিত্র হবে এবং ছালাত, ছিয়াম সহ ইসলামের যাবতীয় বিধান পালন করবে। তার জন্য স্বামী সহবাস বৈধ হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আর তারা তোমাকে ঋতুস্রাব সম্পর্কে প্রশ্ন করে। বল, তা কষ্ট। সুতরাং তোমরা ঋতুস্রাবকালে স্ত্রীদের থেকে দূরে থাক এবং তারা পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত তাদের নিকটবর্তী হয়ো না। অতঃপর যখন তারা পবিত্র হবে, তখন তাদের নিকট

---

২৩৮. *ফাতাওয়া ইবনে তাইমিয়া ২১/৬২৩ পৃঃ।*

আস, যেভাবে আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ তওবাকারীদেরকে ভালবাসেন এবং ভালবাসেন অধিক পবিত্রতা অর্জনকারীদেরকে' *(বাক্বারাহ ২/২২২)*।

৩- الْمُتَمَيِّزَةُ তথা পার্থক্য নিরূপিত হওয়া : অর্থাৎ যে নারীর হায়েয ও ইস্তিহাযার রক্তের মধ্যে পার্থক্য বুঝা যায়। হায়েয ও ইস্তিহাযার রক্তের পার্থক্য নিরূপণের জন্য চারটি আলামত লক্ষণীয়।

(ক) اللَّوْنُ (রঙ) : হায়েযের রক্ত কালো। পক্ষান্তরে ইস্তিহাযার রক্ত লাল।

(খ) الرِّقَّةُ (পাতলা) : হায়েযের রক্ত গাঢ়। পক্ষান্তরে ইস্তিহাযার রক্ত পাতলা।

(গ) الرَّائِحَةُ (গন্ধ) : হায়েযের রক্ত দুর্গন্ধযুক্ত। পক্ষান্তরে ইস্তিহাযার রক্ত সাধারণ রক্তের ন্যায় দুর্গন্ধমুক্ত।

(ঘ) التَّجَمُّدُ (জমাটবদ্ধ হওয়া) : হায়েযের রক্ত বের হওয়ার পরে জমাটবদ্ধ হয় না। কেননা তা রেহেমে জমাটবদ্ধ থাকে। অতঃপর তা গলে তরল অবস্থায় বের হয়ে পুনরায় পূর্বের অবস্থায় ফিরে যায় না। পক্ষান্তরে ইস্তিহাযার রক্ত জমাটবদ্ধ হয়। কেননা তা সাধারণ রক্তের ন্যায় রগের রক্ত।

অতএব যে কয়দিন দুর্গন্ধযুক্ত, কালো ও গাঢ় রক্ত নির্গত হবে এবং তা জমাটবদ্ধ না হবে। সেই কয়দিনকেই হায়েয হিসাবে গণ্য করতে হবে। পক্ষান্তরে যে কয়দিন সাধারণ রক্তের ন্যায় দুর্গন্ধমুক্ত, লাল ও পাতলা রক্ত নির্গত হবে এবং পরে তা জমাটবদ্ধ হবে, সেই কয়দিনকে ইস্তিহাযা হিসাবে গণ্য করতে হবে।

মাসআলা : হায়েযের নির্ধারিত সময়ের মাঝখানে রক্ত বন্ধ হয়ে পুনরায় দেখা দিলে তার হুকুম :

কোন নারীর হায়েয শুরু হওয়ার পর মাঝে বন্ধ হয়ে গিয়ে দু'একদিন পরে পুনরায় দেখা দিল, যেমন কোন নারীর মাগরিবের সময় রক্ত দেখা দিল। পরের দিন মাগরিবের সময় রক্ত বন্ধ হয়ে গেল। এর পরের দিন পুনরায় রক্ত দেখা দিল। এমতাবস্থায় এই নারী রক্ত বন্ধ হওয়া দিনগুলোকে হায়েয হিসাবে গণ্য

করবে, না পবিত্রতা হিসাবে গণ্য করবে? এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের মধ্যে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। তবে ছহীহ মত হল, যদি নারীর প্রত্যেক মাসে হায়েয হওয়ার নির্দিষ্ট দিনের মধ্যে রক্ত বন্ধ হয়ে পুনরায় রক্ত দেখা দেয়, তাহলে রক্ত বন্ধ হওয়া দিনগুলোকেও হায়েয হিসাবে গণ্য করবে এবং সে দিনগুলোতে মিলন-সহবাস থেকে বিরত থাকবে।[২৩৯] আর এটা হায়েযের নির্দিষ্ট দিনের বাইরে হলে ইস্তিহাযা হিসাবে গণ্য হবে।

মাসআলা : হায়েযের শেষ সময় বুঝার উপায় :

হায়েয শেষ হয়েছে কি না তা বুঝার জন্য লজ্জাস্থানে তুলা অথবা ন্যাকড়া রেখে কিছুক্ষণ পরে বের করে তা শুকনো অথবা রক্ত বিহীন পরিষ্কার দেখলে গোসল করে পবিত্রতা অর্জন করবে।

হাদীছে এসেছে,

وَكُنَّ نِسَاءٌ يَبْعَثْنَ إِلَى عَائِشَةَ بِالدُّرْجَةِ فِيْهَا الْكُرْسُفُ فِيْهِ الصُّفْرَةُ فَتَقُوْلُ لاَ تَعْجَلْنَ حَتَّى تَرَيْنَ الْقَصَّةَ الْبَيْضَاءَ تُرِيْدُ بِذَلِكَ الطُّهْرَ مِنَ الْحَيْضَةِ-

মহিলারা আয়েশা (রাঃ)-এর নিকট কৌটায় করে তুলা প্রেরণ করত। তাতে হলুদ রং দেখলে আয়েশা (রাঃ) বলতেন, তাড়াহুড়া কর না, সাদা পরিষ্কার দেখা পর্যন্ত অপেক্ষা কর। এর দ্বারা তিনি হায়েয হতে পবিত্র হওয়া বুঝাতেন।[২৪০]

মাসআলা : হায়েয হতে পবিত্রতা লাভের পরে পুঁজ জাতীয় কিছু বের হলে তার হুকুম :

হায়েয হতে পবিত্রতা লাভের পরে পুঁজ জাতীয় কিছু বের হলে তা হায়েযের অন্ত র্ভুক্ত হবে কি না? এ ব্যাপারে ছহীহ মত হল, তা হায়েয হিসাবে গণ্য হবে না। বরং এমতাবস্থায় সে ছালাত, ছিয়াম আদায় করবে এবং সহবাসে লিপ্ত হতে পারবে।

হাদীছে এসেছে,

---

২৩৯. *মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল-উছায়মীন, শারহুল মুমতে ১/৫০০-৫০১ পৃঃ।*
২৪০. *বুখারী, 'হায়েয শুরু ও শেষ হওয়া' অনুচ্ছেদ, বঙ্গানুবাদ (তাওহীদ পাবলিকেশন্স) ১/১৬২ পৃঃ।*

عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ : كُنَّا لاَ نَعُدُّ الصُّفْرَةَ وَالْكُدْرَةَ بَعْدَ الطُّهْرِ شَيْئًا-

উম্মে আতিয়্যাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রক্তস্রাব হতে পবিত্রতা অর্জনের পরে আমরা হলুদ এবং মেটে রং-এর স্রাব দেখলে তাকে হায়েয হিসাবে গণনা করতাম না।[২৪১]

মাসআলা : হায়েয অবস্থায় হারাম কাজ সমূহ

(ক) সহবাস করা : হায়েয অবস্থায় স্ত্রী মিলন হারাম। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَيَسْأَلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوْا النِّسَاءَ فِيْ الْمَحِيْضِ وَلَا تَقْرَبُوْهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ-

'আর তারা তোমাকে ঋতুস্রাব সম্পর্কে প্রশ্ন করে। বল, তা কষ্ট। সুতরাং তোমরা ঋতুস্রাবকালে স্ত্রীদের থেকে দূরে থাক এবং তারা পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত তাদের নিকটবর্তী হয়ো না। অতঃপর যখন তারা পবিত্র হবে তখন তাদের নিকট আস, যেভাবে আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ তওবাকারীদেরকে ভালবাসেন এবং ভালবাসেন অধিক পবিত্রতা অর্জনকারীদেরকে' *(বাক্বারাহ ২/২২২)*।

শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তায়মিয়া (রহঃ) বলেন, হায়েয এবং নিফাস অবস্থায় সহবাস করা হারাম। এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরাম ঐক্যমত পোষণ করেছেন।[২৪২]

মাসআলা : হায়েয অবস্থায় সহবাস করলে কাফ্ফারা ওয়াজিব :

হায়েয অবস্থায় স্ত্রী সহবাস করলে কাফফারা ওয়াজিব হবে।

হাদীছে এসেছে,

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فِيْ الَّذِيْ يَأْتِيْ امْرَأَتَهُ وَهِىَ حَائِضٌ قَالَ يَتَصَدَّقُ بِدِيْنَارٍ أَوْ نِصْفِ دِيْنَارٍ-

২৪১. *আবুদাঊদ হা/৩০৭; নাসাঈ হা/৩৬৮; ইবনু মাজাহ হা/৬৪৭; আলবানী, সনদ ছহীহ।*
২৪২. *ফাতাওয়া ইবনে তায়মিয়া ২১/৬২৪ পৃঃ।*

ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) এমন ব্যক্তি সম্পর্কে বলেন, যে নিজের ঋতুবতী স্ত্রীর সাথে সহবাস করে, সে যেন এক অথবা অর্ধ দীনার ছাদাকা করে'।[২৪৩]

উল্লেখ্য যে, ১ ভরী সমান ১১.৬৬ গ্রাম। হাদীছে বর্ণিত ১ দীনার সমান ৪.২৫ গ্রাম স্বর্ণ। অতএব হায়েয অবস্থায় স্ত্রী সহবাস করলে ৪.২৫ গ্রাম অথবা এর অর্ধেক স্বর্ণের মূল্য ছাদাক্বা করতে হবে। এ হিসাবে ১ দীনার ছাদাক্বা করতে চাইলে ১ ভরী স্বর্ণের বর্তমান বাজার মূল্যকে ২.৭৪ দিয়ে ভাগ করে যা হবে সে টাকা ছাদাক্বা করবে। আর অর্ধ দীনার ছাদাক্বা করতে চাইলে ৫.৫০ দিয়ে ভাগ করে যত টাকা আসবে তা ছাদাক্বা করবে।

মাসআলা : হায়েযের রক্ত বন্ধ হওয়ার পরে গোসলের পূর্বে সহবাস করার হুকুম :

হায়েযের রক্ত বন্ধ হলে গোসলের পূর্বে সহবাস করা জায়েয কি না? এ ব্যাপারে ছহীহ মত হল, গোসলের পূর্বে সহবাস করা জায়েয নয়।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

فَاعْتَزِلُوْا النِّسَاءَ فِيْ الْمَحِيْضِ وَلَا تَقْرَبُوْهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ–

'তোমরা ঋতুস্রাবকালে স্ত্রীদের থেকে দূরে থাক এবং তারা পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত তাদের নিকটবর্তী হয়ো না। অতঃপর যখন তারা পবিত্র হবে তখন তাদের নিকট আস, যেভাবে আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন' *(বাক্বারাহ ২/২২২)*।

উল্লিখিত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ঋতুবতী নারী পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত তার সাথে সহবাসে লিপ্ত হতে নিষেধ করেছেন। আর রক্ত বন্ধ হলেও গোসলের পূর্বে সে পবিত্র নয়। তবে গোসলের পূর্বে ছিয়াম পালন করা বৈধ। কেননা ঋতুবতী নারীর রক্ত বন্ধ হলে সে জুনুবী অবস্থায় ফিরে আসে। আর জুনুবী অবস্থায় ছিয়াম পালন করা জায়েয।[২৪৪]

---

২৪৩. আবুদাঊদ হা/২৬৪; মুসনাদে আহমাদ হা/২১২১; আলবানী, সনদ ছহীহ।
২৪৪. মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল-উছায়মীন, শারহুল মুমতে ১/৪৮২ পৃঃ।

হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِيْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ كُنْتُ أَنَا وَأَبِيْ فَذَهَبْتُ مَعَهُ حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ أَشْهَدُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِنْ كَانَ لَيُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ جِمَاعٍ غَيْرِ احْتِلاَمٍ ثُمَّ يَصُوْمُهُ، ثُمَّ دَخَلْنَا عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ، فَقَالَتْ مِثْلَ ذَلِكَ-

আবূ বকর ইবনু আব্দুর রহমান (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আমার পিতার সঙ্গে রওনা হয়ে আয়েশা (রাঃ)-এর নিকট পৌঁছলাম। তিনি বললেন, আমি আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) সম্পর্কে সাক্ষ্য দিচ্ছি, তিনি স্বপ্নদোষ ব্যতীত স্ত্রী সহবাসের কারণে জুনুবী অবস্থায় সকাল পর্যন্ত থেকেছেন এবং এরপর ছিয়াম পালন করেছেন। অতঃপর আমরা উম্মু সালামার নিকট গেলাম। তিনিও অনুরূপ কথাই বললেন।[২৪৫]

যদি বলা হয়, গোসলের পূর্বে জুনুবী অবস্থায় ছিয়াম পালন করা বৈধ হলে স্ত্রী সহবাস বৈধ হবে না কেন? জবাবে বলব, আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ হল, وَلاَ تَقْرَبُوْهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ 'আর তারা পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত তাদের নিকটবর্তী হয়ো না' *(বাক্বারাহ ২/২২২)*। আর গোসলের পূর্বে সে পবিত্র হয় না। বরং জুনুবী অবস্থায় থাকে। অতএব যেখানে দলীল স্পষ্ট সেখানে ক্বিয়াসের কোন স্থান নেই। সুতরাং গোসলের দ্বারা পবিত্র হলেই কেবল তার সাথে সহবাস করা জায়েয হবে; অন্যথা নয়।[২৪৬]

(খ) হায়েয অবস্থায় স্ত্রীকে তালাক দেওয়া : হায়েয অবস্থায় স্ত্রীকে তালাক দেওয়া নিষিদ্ধ।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوْهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ-

---

২৪৫. বুখারী হা/১৯৩১-১৯৩২, 'ছিয়াম' অধ্যায়, ' ছায়েমের গোসল করা' অনুচ্ছেদ, বঙ্গানুবাদ (তাওহীদ পাবলিকেশন্স) ২/৩০৭-৩০৮ পৃঃ।

২৪৬. মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল-উছায়মীন, শারহুল মুমতে ১/৪৮৩ পৃঃ।

‘হে নবী! তোমরা যখন স্ত্রীদেরকে তালাক দেওয়ার ইচ্ছা করবে, তখন তাদের ইদ্দত অনুসারে তাদেরকে তালাক দাও’ *(তালাক্ব ৬৫/১)*।

ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, আয়াতে উল্লিখিত ইদ্দত দ্বারা উদ্দেশ্য হল হায়েয অবস্থায় স্ত্রীকে তালাক দিবে না এবং তালাক দিবে না ঐ পবিত্র অবস্থায় যাতে সহবাস করা হয়েছে।[২৪৭]

হাদীছে এসেছে,

عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا طَلَّقَ امْرَأَةً لَهُ وَهْيَ حَائِضٌ تَطْلِيْقَةً وَاحِدَةً فَأَمَرَهُ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُرَاجِعَهَا ثُمَّ يُمْسِكَهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيْضَ عِنْدَهُ حَيْضَةً أُخْرَى ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَطْهُرَ مِنْ حَيْضِهَا فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا حِينَ تَطْهُرُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُجَامِعَهَا فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ-

নাফি‘ (রহঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, ওমর (রাঃ) তাঁর স্ত্রীকে ঋতুবতী অবস্থায় এক তালাক দেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁকে আদেশ দিলেন, তিনি যেন তার স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনেন এবং মহিলা পবিত্র হয়ে আবার ঋতুবতী হয়ে পরবর্তী পবিত্র অবস্থা আসা পর্যন্ত তাকে নিজের কাছে রাখেন। পবিত্র অবস্থায় যদি তাকে তালাক দিতে চায়, তবে সঙ্গমের পূর্বে তালাক দিতে হবে। এটাই ইদ্দত, যে সময় স্ত্রীদেরকে তালাক দেওয়ার জন্য আল্লাহ তা‘আলা আদেশ দিয়েছেন।[২৪৮]

(গ) হায়েয অবস্থায় ছালাত আদায় করা হারাম :

হাদীছে এসেছে,

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ : قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلاَةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي-

২৪৭. *তাফসীর ইবনে কাছীর, তাহক্বীক : আব্দুর রয্যাক মাহদী ৬/২৩৭ পৃঃ।*

২৪৮. *বুখারী হা/৫৩৩২, ‘তালাক’ অধ্যায়, বঙ্গানুবাদ (তাওহীদ পাবলিকেশন্স) ৫/১৫৪ পৃঃ; মুসলিম হা/১৪৭১।*

আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'হায়েয দেখা দিলে ছালাত ছেড়ে দাও। আর হায়েযের সময় শেষ হয়ে গেলে রক্ত ধুয়ে নাও এবং ছালাত আদায় কর'।[২৪৯]

অন্য বর্ণনায় এসেছে,

عَنْ مُعَاذَةَ أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ لِعَائِشَةَ أَتَجْزِي إِحْدَانَا صَلاَتَهَا إِذَا طَهُرَتْ فَقَالَتْ أَحَرُوْرِيَّةٌ أَنْتِ كُنَّا نَحِيْضُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَلاَ يَأْمُرُنَا بِهِ، أَوْ قَالَتْ فَلاَ نَفْعَلُهُ-

মু'আয (রাঃ) হতে বর্ণিত, জনৈকা মহিলা আয়েশা (রাঃ)-কে বললেন, হায়েযকালীন কাযা ছালাত পবিত্র হওয়ার পর আদায় করলে আমাদের জন্য চলবে কি না? আয়েশা (রাঃ) বললেন, তুমি কি হারুরিয়্যাহ? (খারিজীদের এক দল) আমরা নবী (ছাঃ)-এর সময়ে ঋতুবতী হতাম কিন্তু তিনি আমাদেরকে ছালাত কাযার নির্দেশ দিতেন না। অথবা তিনি বললেন, আমরা তা কাযা করতাম না।[২৫০]

অতএব হায়েয অবস্থায় ছালাত আদায় করা হারাম এবং এই সময়ের মধ্যকার ছালাত তার জন্য মওকূফ করা হয়েছে, যার কাযা আদায় করতে হয় না।

মাসআলা : আছরের কিছুক্ষণ পূর্বে হায়েয হলে এবং যোহরের ছালাত আদায় না করে থাকলে পবিত্র হওয়ার পরে কি তাকে যোহরের ছালাত কাযা আদায় করতে হবে?

যদি কোন নারীর আছরের সময়ের কিছুক্ষণ পূর্বে অথবা মাগরিবের সময়ের কিছুক্ষণ পূর্বে হায়েয হয় এবং সে যোহর অথবা অছরের ছালাত আদায় না করে থাকে তাহলে তার ছুটে যাওয়া ছালাত আদায় করতে হবে। কেননা সে ছালাতের নির্ধারিত সময়ে তা আদায় করেনি, যখন সে পবিত্র ছিল।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

---

২৪৯. বুখারী হা/৩৩১, 'হায়েয' অধ্যায়, 'ইসতিহাযাগ্রস্তা নারীর পবিত্রতা দেখা' অনুচ্ছেদ, বঙ্গানুবাদ (তাওহীদ পাবলিকেশন্স) ১/১৬৭ পৃঃ; মুসলিম হা/৩৩৩।

২৫০. বুখারী হা/৩২১, 'হায়েয' অধ্যায়, 'হায়েযকালীন ছালাতের কাযা নেই' অনুচ্ছেদ, বঙ্গানুবাদ (তাওহীদ পাবলিকেশন্স) ১/১৬২ পৃঃ।

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا-

‘নিশ্চয়ই ছালাত মুমিনদের উপর নির্দিষ্ট সময়ে ফরয’ *(নিসা ৪/১০৩)*।

মাসআলা : ঋতুবতী নারী মাগরিব অথবা ফজরের পূর্বে পবিত্র হলে করণীয় :

ঋতুবতী নারী মাগরিবের পূর্বে হায়েয হতে পবিত্র হলে তাকে কি যোহর এবং আছর এই দুই ওয়াক্ত ছালাতই কাযা আদায় করতে হবে; না শুধুমাত্র আছরের ছালাত কাযা আদায় করতে হবে? এ ব্যাপারে ছহীহ মত হল, তাকে শুধুমাত্র আছরের ছালাত আদায় করতে হবে। কেননা যোহরের ওয়াক্ত শেষ হওয়া অবস্থায়ও সে অপবিত্র ছিল। অনুরূপভাবে ফজরের পূর্বে পবিত্র হলে তাকে শুধুমাত্র এশার ছালাত কাযা আদায় করতে হবে। কেননা মাগরিবের সময় সম্পূর্ণটাই শেষ হওয়া অবস্থায় সে অপবিত্র ছিল।[২৫১]

হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلاَةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاَةَ–

আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি কোন ছালাতের এক রাক‘আত পেল, সে ছালাত পেল’।[২৫২]

অতএব মাগরিবের পূর্বে পবিত্র হলে সে আছরের ছালাতের সময়ের কিছু অংশ পাবে কিন্তু যোহরের সময়ের কোন অংশ পাবে না। ফজরের পূর্বে পবিত্র হলে সে এশার ছালাতের সময়ের কিছু অংশ পাবে। কিন্তু মাগরিবের সময়ের কোন অংশ পাবে না। সুতরাং উল্লিখিত হাদীছের উপর ভিত্তি করে হায়েয হতে পবিত্র হওয়ার পরে যে ছালাতের ওয়াক্ত পাবে শুধুমাত্র সে ছালাতের কাযা আদায় ওয়াজিব হবে।

---

২৫১. *মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল-উছায়মীন, শারহুল মুমতে ২/১৩৩ পৃঃ।*

২৫২. *বুখারী হা/৫৮০, ‘ছালাতের সময়সমূহ’ অধ্যায়, ‘যে ব্যক্তি ছালাতের এক রাকা‘আত পেল’ অনুচ্ছেদ, বঙ্গানুবাদ (তাওহীদ পাবলিকেশন্স) ১/২৮৩ পৃঃ; মুসলিম হা/৬০৭; মিশকাত হা/১৪১২।*

(ঘ) হায়েয অবস্থায় ছিয়াম পালন করা : হায়েয অবস্থায় ছিয়াম পালন করা হারাম। কিন্তু পরবর্তীতে তার উপর রামাযানের ছিয়াম কাযা আদায় করা ওয়াজিব।

হাদীছে এসেছে,

عَنْ مُعَاذَةَ قَالَتْ سَأَلْتُ عَائِشَةَ فَقُلْتُ مَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِى الصَّوْمَ وَلاَ تَقْضِى الصَّلاَةَ فَقَالَتْ أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ قُلْتُ لَسْتُ بِحَرُورِيَّةٍ وَلَكِنِّى أَسْأَلُ. قَالَتْ كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلاَ نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلاَةِ-

মু‘আয (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি একদিন আয়েশা (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, ঋতুবতী নারীকে ছিয়াম কাযা আদায় করতে হবে অথচ ছালাত কাযা আদায় করতে হবে না এটা কেমন কথা? তখন আয়েশা (রাঃ) বললেন, তুমি কি হারুরিয়্যাহ? তখন আমি বললাম, না আমি হারুরিয়্যাহ নই। কিন্তু আমি এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করছি। আয়েশা (রাঃ) বললেন, (রাসূল (ছাঃ)-এর সময়) আমরা এ অবস্থায় পতিত হলে আমাদেরকে ছিয়ামের কাযা আদায়ের নির্দেশ দেওয়া হত কিন্তু ছালাতের কাযা আদায়ের নির্দেশ দেওয়া হত না।[২৫৩]

অন্য হাদীছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নারীদেরকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন, أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ قُلْنَ بَلَى ‘হায়েয অবস্থায় তারা (নারী) কি ছালাত ও ছিয়াম হতে বিরত থাকে না? তাঁরা বললেন, হ্যাঁ।’[২৫৪]

মাসআলা : যে ফজরের পূর্বে হায়েয হতে পবিত্র হয়েছে। কিন্তু গোসল করেনি :

যে নারী ফজরের পূর্বে হয়েয হতে পবিত্র হয়েছে, সে গোসল করুক বা না করুক তার উপর ছিয়াম পালন করা ওয়াজিব। যেমনিভাবে জুনুবী অবস্থায় গোসল না করলেও তার উপর ছিয়াম ওয়াজিব।[২৫৫]

---

২৫৩. মুসলিম হা/৩৩৫, ‘ঋতুবতী নারীর ছিয়ামের কাযা আদায় করা ওয়াজিব কিন্তু ছালাতের কাযা আদায় করতে হবে না’ অনুচ্ছেদ; মিশকাত হা/২০৩২।

২৫৪. বুখারী হা/৩০৪, ‘হায়েয’ অধ্যায়, ‘হায়েয অবস্থায় ছিয়াম ছেড়ে দেওয়া’ অনুচ্ছেদ, বঙ্গানুবাদ (তাওহীদ পাবলিকেশন্স) ১/১৫৪ পৃঃ।

(ঙ) হায়েয অবস্থায় পবিত্র কা'বা গৃহ তাওয়াফ করা : হায়েয অবস্থায় কা'বা ঘরের তওয়াফ করা হারাম।

হাদীছে এসেছে,

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم : لاَ نَذْكُرُ إِلاَّ الْحَجَّ فَلَمَّا جِئْنَا سَرِفَ طَمِثْتُ فَدَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا أَبْكِي فَقَالَ مَا يُبْكِيكِ قُلْتُ لَوَدِدْتُ وَاللهِ أَنِّي لَمْ أَحُجَّ الْعَامَ قَالَ لَعَلَّكِ نُفِسْتِ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَإِنَّ ذَلِكَ شَيْءٌ كَتَبَهُ اللهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ فَافْعَلِيْ مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لاَ تَطُوفِيْ بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِيْ-

আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)-এর সঙ্গে হজ্জের উদ্দেশ্যে বের হয়েছিলাম। আমরা 'সারিফ' নামক স্থানে পৌঁছলে আমি ঋতুবতী হই। এ সময় নবী করীম (ছাঃ) এসে আমাকে কাঁদতে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কাঁদছ কেন'? আমি বললাম, আল্লাহ্র শপথ! এ বছর হজ্জ না করাই আমার জন্য পসন্দনীয়। তিনি বললেন, 'সম্ভবত তুমি ঋতুবতী হয়েছ'। আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, এটাতো আদম কন্যাদের জন্য আল্লাহ নির্ধারণ করেছেন। তুমি পবিত্র হওয়া পর্যন্ত অন্যান্য হাজীদের মত সমস্ত কাজ করে যাও, কেবল কা'বা গৃহ তাওয়াফ করবে না'।[২৫৬]

(চ) হায়েয অবস্থায় কুরআন স্পর্শ করা :

আল্লাহ তা'আলা বলেন, لاَ يَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُوْنَ 'কেউ তা (কুরআন) স্পর্শ করে না পবিত্রগণ ব্যতীত' *(ওয়াক্বি'আহ ৫৬/৭৯)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, لاَ يَمَسُّ الْقُرْآنَ إِلا طَاهِرٌ. 'কুরআন স্পর্শ করে না পবিত্র ব্যক্তি ব্যতীত'।[২৫৭]

---

২৫৫. আব্দুল আযীয ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে বায, আল-মাওসু'আতুল বাযিয়া, প্রশ্ন নম্বর ৩৩২, ১/৩৯৮ পৃঃ; ছহীহ ফিকহুস সুন্নাহ ১/২১১ পৃঃ।

২৫৬. বুখারী হা/৩০৫, বঙ্গানুবাদ (তাওহীদ পাবলিকেশন্স) ১/১৫৬ পৃঃ; মুসলিম হা/১২১১; মিশকাত হা/২৫৭২।

২৫৭. মুয়াত্তা মালেক হা/৬৮০; দারাকুতনী হা/৪৪৭; মিশকাত হা/৪৬৫; আলবানী, সনদ ছহীহ। দ্রঃ ইরওয়াউল গালীল হা/১২২।

(ছ) হায়েয অবস্থায় মসজিদে প্রবেশ ও সেখানে অবস্থান করা: অপবিত্র অবস্থায় মসজিদে অবস্থান করা যাবে না। তবে প্রয়োজনে মসজিদে গমন করা বা তার মধ্য দিয়ে অতিক্রম করা যাবে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَلاَ جُنُبًا إِلاَّ عَابِرِيْ سَبِيْلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوْا-

'আর অপবিত্র অবস্থায়ও না, যতক্ষণ না তোমরা গোসল কর, তবে যদি তোমরা পথ অতিক্রমকারী হও' *(নিসা ৪/৪৩)*।

মাসআলা : নিফাসের সময়সীমা :

নিফাসের সর্বনিম্ন সময়সীমা কুরআন ও হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত নয়। বরং এটা রক্ত প্রবাহিত হওয়া এবং না হওয়ার উপর নির্ভরশীল। অর্থাৎ সন্তান প্রসবের পরে যখন রক্ত বন্ধ হবে তখন থেকেই সে পবিত্র। তার উপর ইসলামের যাবতীয় বিধান অবশ্য পালনীয় এবং তখন থেকেই মিলন-সহবাস বৈধ।[২৫৮] পক্ষান্তরে নিফাসের সর্বোচ্চ সময়সীমা ৪০ দিন।

হাদীছে এসেছে,

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ : كَانَتِ النُّفَسَاءُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ تَجْلِسُ أَرْبَعِيْنَ يَوْمًا-

উম্মু সালামা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যুগে নিফাসগ্রস্ত নারীরা চল্লিশ দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করত।[২৫৯]

৪০ দিন পরে রক্ত বন্ধ না হলে তা ইস্তিহাযা হিসাবে গণ্য হবে। অর্থাৎ ৪০ দিন পরে গোসল করে পবিত্র হয়ে ছালাত, ছিয়াম সহ ইসলামের যাবতীয় বিধান পালন করবে এবং সহবাস বৈধ হবে।

নিফাসের হুকুম : নিফাস এবং হায়েযের হুকুম একই। হায়েয অবস্থায় যে সকল কাজ হারাম, নিফাস অবস্থাতেও সে সকল কাজ হারাম।

---

২৫৮. আল-মাওসূ'আতুল বাযিয়া, প্রশ্ন নম্বর ১০৯, ১/১৮৫ পৃঃ।
২৫৯. ইবনু মাজাহ হা/৬৪৮, 'নিফাসী নারী কত দিন বসবে' অনুচ্ছেদ; আলবানী, সনদ হাসান।

মাসআলা : হায়েয ও ইস্তিহাযার মধ্যে পার্থক্য

ইস্তিহাযা হচ্ছে হায়েয ও নিফাসের নির্ধারিত সময়ের পূর্বে অথবা পরে প্রবাহিত রক্ত। এটা হুকুম এবং বৈশিষ্ট্যগত দিক থেকে হায়েয ও নিফাস থেকে ভিন্ন। যেমন-

(ক) হায়েয ও নিফাসের নির্ধারিত সময়ে ছালাত, ছিয়াম ও পবিত্র কা'বা গৃহ তাওয়াফ করা হারাম। পক্ষান্তরে ইস্তিহাযার সময়ে বৈধ।

হাদীছে এসেছে,

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ : جَاءَتْ فَاطِمَةُ ابْنَةُ أَبِيْ حُبَيْشٍ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنِّيْ امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلاَ أَطْهُرُ أَفَأَدَعُ الصَّلاَةَ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : لاَ إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِحَيْضٍ فَإِذَا أَقْبَلَتْ حَيْضَتُكِ فَدَعِي الصَّلاَةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِيْ عَنْكِ الدَّمَ ثُمَّ صَلِّيْ-

আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, ফাতিমা বিনতু আবূ হুবাইশ রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট এসে বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমি একজন ইস্তিহাযাগ্রস্ত নারী। আমি কখনো পবিত্র হতে পারি না। এমতাবস্থায় আমি কি ছালাত ছেড়ে দেব? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, না, এটাতো শিরা হতে নির্গত রক্ত; হায়েয নয়। তাই যখন তোমার হায়েয আসবে তখন ছালাত ছেড়ে দিবে। আর যখন তা বন্ধ হবে তখন রক্ত ধুয়ে ফেলবে, তারপর ছালাত আদায় করবে'।[২৬০]

(খ) হায়েয ও নিফাস অবস্থায় স্ত্রী সহবাস হারাম। কিন্তু ইস্তিহাযা অবস্থায় বৈধ।

হাদীছে এসেছে,

---

২৬০. বুখারী হা/২২৮, 'ওযূ' অধ্যায়, 'রক্ত ধৌত করা' অনুচ্ছেদ, বঙ্গানুবাদ (তাওহীদ পাবলিকেশন্স) ১/১২৩ পৃঃ; মুসলিম হা/৩৩৩; মিশকাত হা/৫৫৭।

عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ كَانَتْ أُمُّ حَبِيْبَةَ تُسْتَحَاضُ فَكَانَ زَوْجُهَا يَغْشَاهَا–

ইকরিমা (রহঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, উম্মে হাবীবা (রাঃ) ইস্তিহাযাগ্রস্ত থাকা অবস্থায় তাঁর স্বামী তাঁর সাথে সঙ্গম করতেন।[২৬১]

(গ) হায়েয ও নিফাস অবস্থায় মসজিদে অবস্থান করা হারাম। কিন্তু ইস্তিহাযা অবস্থায় মসজিদে অবস্থান করে ই'তিকাফ করা জয়েয।

হাদীছে এসেছে,

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اعْتَكَفَتْ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم امْرَأَةٌ مِنْ أَزْوَاجِهِ فَكَانَتْ تَرَى الدَّمَ وَالصُّفْرَةَ وَالطَّسْتُ تَحْتَهَا وَهْيَ تُصَلِّيْ–

আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সঙ্গে তাঁর কোন একজন স্ত্রী ই'তিকাফ করেছিলেন। তিনি রক্ত ও হলদে পানি বের হতে দেখলে তাঁর নীচে একটা পাত্র বসিয়ে রাখতেন এবং সে অবস্থায় ছালাত আদায় করতেন।[২৬২]

অন্য বর্ণনায় এসেছে,

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ بَعْضَ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ اعْتَكَفَتْ وَهْيَ مُسْتَحَاضَةٌ–

আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, উম্মুল মুমিনীনের কোন একজন ইস্তিহাযা অবস্থায় ই'তিকাফ করেছিলেন।[২৬৩]

মাসআলা : ইস্তিহাযা চেনার উপায় :

ইস্তিহাযাগ্রস্ত নারীর জন্য তিনটি অবস্থা বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

---

২৬১. *আবুদাউদ হা/ ৩০৯, 'ইস্তিহাযাগ্রস্ত নারীর সাথে সঙ্গম' অনুচ্ছেদ; আলবানী, সনদ ছহীহ।*

২৬২. *বুখারী হা/৩১০, 'হায়েয' অধ্যায়, 'মুসতাহাযার ই'তিকাফ' অনুচ্ছেদ, বঙ্গানুবাদ (তাওহীদ পাবলিকেশন্স) ১/১৫৭ পৃঃ।*

২৬৩. *বুখারী হা/৩১১, 'হায়েয' অধ্যায়, 'মুসতাহাযার ই'তিকাফ' অনুচ্ছেদ, বঙ্গানুবাদ (তাওহীদ পাবলিকেশন্স) ১/১৫৭ পৃঃ।*

(ক) প্রত্যেক মাসে নির্দিষ্ট সময়ে হায়েয হওয়া : যে সকল নারীর প্রত্যেক মাসে নির্ধারিত সময়ে হায়েয হয়, সেই সময়ের বাইরে প্রবাহিত রক্ত ইস্তিহাযা হিসাবে গণ্য হবে। অর্থাৎ হায়েযের নির্ধারিত সময়ে ছালাত, ছিয়াম ও সহবাস থেকে বিরত থাকবে। আর এই সময়ের বাইরের দিনগুলোতে ছালাত ও ছিয়াম পালন করবে এবং সহবাস করতে পারবে।

(খ) রক্তের পার্থক্য বুঝতে পারা : যে সকল নারীর প্রত্যেক মাসে নির্ধারিত সময়ে হায়েয হয় না। কিন্তু রক্তের পার্থক্য বুঝা যায়। অর্থাৎ নির্দিষ্ট কয়েক দিন গাঢ়, কালো, দুর্গন্ধযুক্ত রক্ত নির্গত হয় এবং কয়েক দিন মানুষের শরীরের স্বাভাবিক রক্তের ন্যায় রক্ত নির্গত হয়। এমতাবস্থায় গাঢ়, কালো, দুর্গন্ধময় রক্ত নির্গত হওয়ার পরে যে কয়দিন স্বাভাবিক রক্ত নির্গত হবে সে কয়দিনকেই ইস্তি হাযা হিসাবে গণ্য করবে।

(গ) কোন আলামত না থাকা : যে সকল নারীর প্রত্যেক মাসে নির্ধারিত সময়ে হায়েয হয় না এবং রক্তের কোন পার্থক্যও বুঝা যায় না। কিন্তু দীর্ঘদিন যাবৎ রক্ত প্রবাহিত হতে থাকে। এমতাবস্থায় সে অধিকাংশ নারীর হায়েযের নির্দিষ্ট সময়কে হায়েয হিসাবে গণ্য করবে। আর তা হল ৭ দিন। অর্থাৎ প্রথম ৭ দিনকে হায়েয হিসাবে ধরে নিয়ে পরবর্তী দিনগুলোকে ইস্তিহাযা হিসাবে গণ্য করবে।[২৬৪]

---

২৬৪. *ফক্বহুল মুয়াস্সার ৪২ পৃঃ।*

উপসংহার

মানব সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য হল আল্লাহর ইবাদত বা তাঁর দাসত্ব করা। আর ইবাদতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ইবাদত হল ছালাত, যা পবিত্রতা অর্জন ব্যতীত আদায় হয় না। আল্লাহ পবিত্র; পবিত্রতা অর্জনকারীকে অধিক ভালবাসেন। আর পবিত্রতা অর্জনের মাধ্যম হিসাবে আকাশ হতে পবিত্র পানি বর্ষণ করেন। মানুষ সেই পানি দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করে ছালাতসহ অন্যান্য ইবাদত পালনের উপযোগিতা লাভ করবে। আবার ত্বাহারাতের মাধ্যমে অনেক পাপ মোচন হয়। কেননা বান্দা ওযূ করার সময় যখন মুখমণ্ডল ধুয়ে ফেলে তখন তার চোখ দিয়ে অর্জিত পাপ পানির সাথে অথবা পানির শেষ বিন্দুর সাথে বের হয়ে যায়। যখন সে উভয় হাত ধৌত করে তখন তার দু'হাতের স্পর্শের মাধ্যমে অর্জিত পাপ পানির সাথে অথবা পানির শেষ বিন্দুর সাথে ঝরে যায়। অতঃপর যখন সে উভয় পা ধৌত করে তখন তার দু'পা দিয়ে হাঁটার মাধ্যমে অর্জিত পাপ পানির সাথে অথবা পানির শেষ বিন্দুর সাথে ঝরে যায়। এইভাবে সে যাবতীয় পাপ থেকে মুক্ত ও নিষ্কলুষ হয়ে যায়। পরিশেষে পবিত্রতা অর্জনকারী বান্দা কবরের কঠিন আযাব থেকে পরিত্রাণ পাবে। ধবধবে সাদা কপাল ও সাদা হাত-পা অবস্থায় ক্বিয়ামতের মাঠে উপস্থিত হবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করবে। অতএব পবিত্রতা অর্জনের গুরুত্ব অপরিসীম।

অত্র বইয়ে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে পবিত্রতা অর্জনের যাবতীয় মাসায়েল আলোচিত হয়েছে। বইটি এগারটি পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত করা হয়েছে। যার মধ্যে পেশাব-পায়খানা, ওযূ-গোসল, তায়াম্মুম, হায়েয ও নিফাস সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ মাসআলা সন্নিবেশিত করা হয়েছে।

পাঠক একনিষ্ঠচিত্তে ও নিবিষ্টমনে, জ্ঞান অর্জনের নিমিত্তে বইটি পাঠ করলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর প্রদর্শিত পদ্ধতিতে পবিত্রতা অর্জন করে আল্লাহর ভালবাসার পাত্র হিসাবে মনোনীত হয়ে জান্নাত লাভ করতে পারবে বলে আমাদের একান্ত বিশ্বাস। আল্লাহ আমাদের সকলের নেক মকছূদ পূরণ করুন-আমীন!

লেখকের বইসমূহ

(১) কুরআন ও সুন্নাহ্‌র আলোকে জাহান্নামের ভয়াবহ আযাব।

(২) দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম- পবিত্রতা অধ্যায়।

(৩) কুরআন ও সুন্নাহ্‌র আলোকে তাক্বলীদ।